গুরু কৃপাহি কেবলম্

শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ

শ্রীস্বরূপ দাস বিরচিত ও প্রচারিত

শ্রীজগন্নাথ মন্দির
রাধাকুণ্ড ঃ মথুরা
উত্তর প্রদেশ

শ্রীশ্রী গিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ

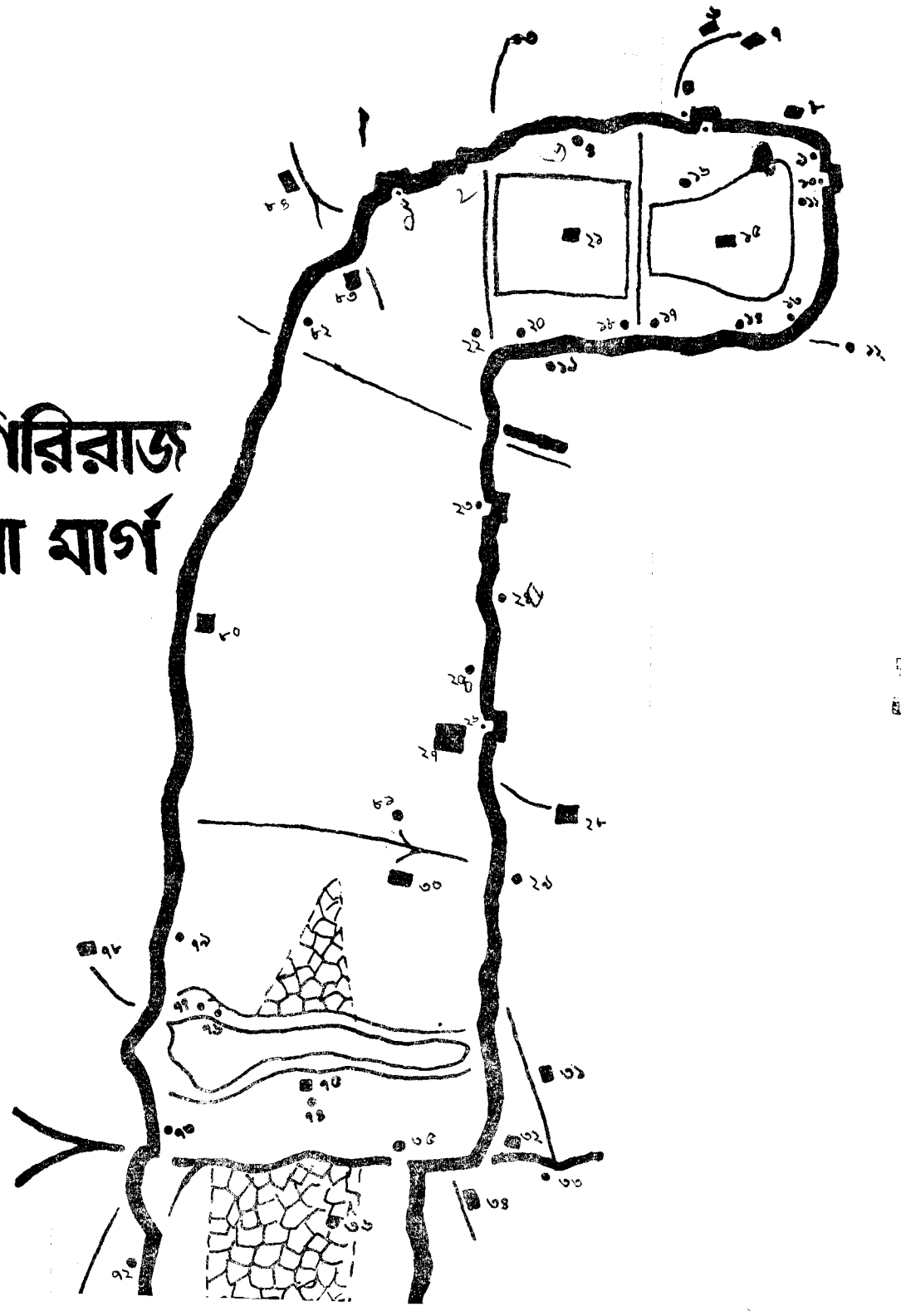

১। গৌড়ীয় মঠ কুঞ্জ বিহারী
২। বিহারীজী মন্দির
৩। জাহ্নবা মন্দির
৪। রঘুনাথ দাস গোস্বামী সমাধি মন্দির
৫। জগন্নাথ মন্দির
৬। ভানুঘোর
৭। বলরাম কুণ্ড
৮। ললিত কুণ্ড
৯। রাধাবিনোদ
১০। গোপকুঁয়া
১১। মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী ভবন
১২। বনখণ্ডী মহাদেব
১৩। মহাপ্রভু বৈঠক
১৪। বল্লভাচার্য্য বৈঠক
১৫। শ্যামকুণ্ড ব্রজনাভ কুণ্ড
১৬। তিন গোস্বামীর সমাধি মন্দির

৪১। সংকর্ষণ কুণ্ড
৪২। গৌরী কুণ্ড
৪৩। সাক্ষীগোপাল মন্দির
৪৪। গোবিন্দ কুণ্ড
৪৫। গন্ধর্ব কুণ্ড
৪৬। শ্রীনাথজী মন্দির
৪৭। গণেশ মন্দির
৪৮। গিরিরাজ মন্দির
৪৯। নৃসিংহ মন্দির
৫০। পুছরী গ্রাম বলরাম মন্দির
৫১। নাবাল কুণ্ড
৫২। অপ্সরা কুণ্ড
৫৩। সন্তোষী মাতার মন্দির
৫৪। লেটোজী মন্দির
৫৫। কৃষ্ণবলরাম মন্দির
৫৬। রাঘব পণ্ডিত মন্দির
৫৭। মহুয়া মন্দির
৫৮। দাউজী মন্দির
৫৯। ইন্দ্র কুণ্ড

১৭। মদনমোহন মন্দির
১৮। সঙ্গমে যাইবার রাস্তা ও
মহাপ্রভু মন্দির
১৯। গোপীনাথ মন্দির
২০। হনুমান মন্দির
২১। রাধাকুণ্ড কঙ্কন কুণ্ড
২২। কুণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির
২৩। জগদ্ধাত্রী মন্দির
২৪। গোয়ালিয়র মন্দির
২৫। রামনগর
২৬। হনুমানজী মন্দির
২৭। কুসুম সরোবর
২৮। নারদ কুণ্ড
২৯। সন্ত নিবাস
৩০। গোয়াল পোখরা
৩১। কল্লোক কুণ্ড
৩২। ঋণ মোচন কুণ্ড
৩৩। বাস স্ট্যাণ্ড—গোবর্দ্ধন
৩৪। পাপমোচন কুণ্ড
৩৫। দানঘাট
৩৬। দানীরাজার মন্দির
৩৭। উদাসীন কার্ষ্ণি মন্দির
৩৮। ভীমনগর
৩৯। রামসীতা মন্দির
৪০। প্রকট

প্রণেতা
শ্রী স্বরূপ দাস
শ্রী শ্রী রাধাকুণ্ড
শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির

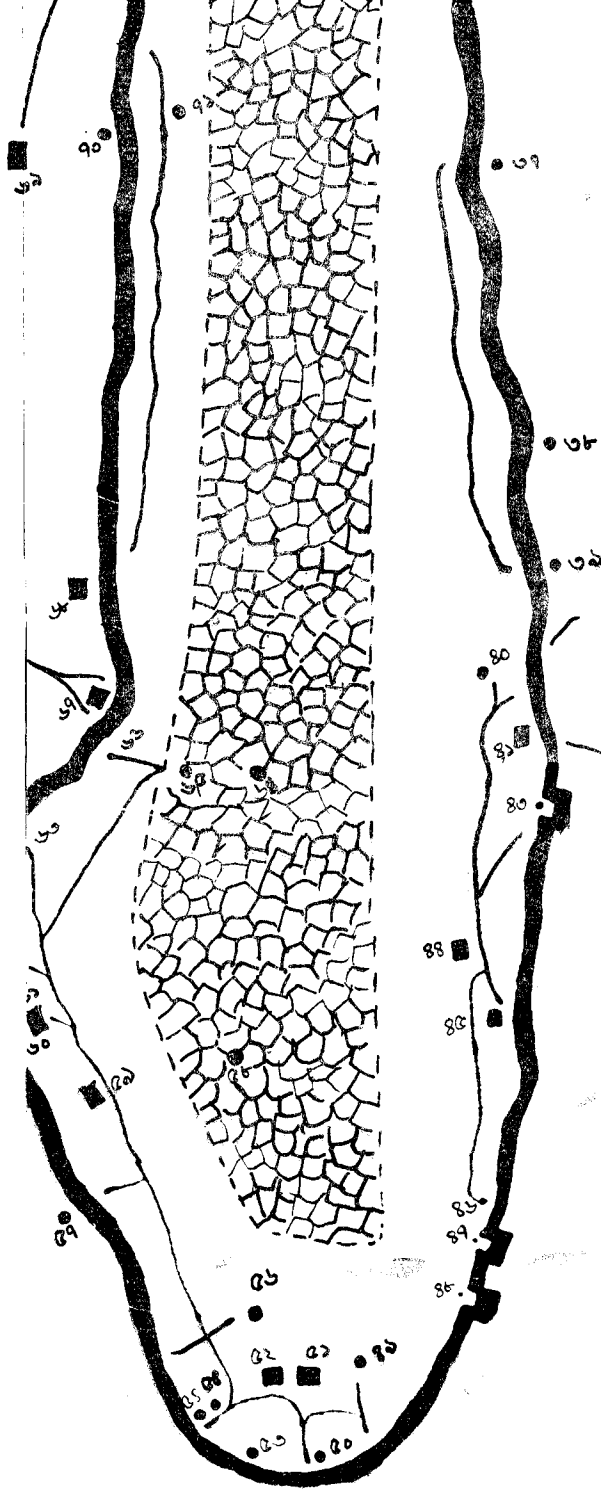

৬০। সুরভী কুণ্ড
৬১। ঐরাবত কুণ্ড
৬২। হরজী কুণ্ড
৬৩। যতিপুরা গ্রাম
৬৪। গোপালজী মন্দির
৬৫। মুখরাবিন্দ
৬৬। যতিপুরা গ্রাম
৬৭। মার কুণ্ড
৬৮। সুরজ কুণ্ড
৬৯। বিছলু কুণ্ড
৭০। সত্যনারায়ণ মন্দির
৭১। জান-অজান বৃক্ষ
৭২। কলহারী আশ্রম
৭৩। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির
৭৪। হরিদেব মন্দির
৭৫। ব্রহ্ম কুণ্ড
৭৬। চাকলেশ্বর মন্দির
৭৭। তিনকড়ি গোস্বামী মন্দির
৭৮। স্মরণ কুঞ্জ
৭৯। রাম আশ্রম
৮০। উদ্ধব কুণ্ড
৮১। শ্যাম কুঠি
৮২। সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির
৮৩। শিব ঘোর
৮৪। মালিহারী কুণ্ড

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ

গুরু কৃপাহি কেবলম্

শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ

শ্রীস্বরূপ দাস বিরচিত ও প্রচারিত

শ্রীজগন্নাথ মন্দির
রাধাকুণ্ড ঃ মথুরা
উত্তর প্রদেশ

প্রকাশক ঃ

শ্রীস্বরূপ দাস

শ্রীরাধাকুণ্ড

জগন্নাথ মন্দির

মথুরা

১ম সংস্করণ ঃ

প্রকাশন তিথি

১৯শে মাঘ—মাঘী সপ্তমী—শ্রীঅদ্বৈত আবির্ভাব তিথি, ১৩৯৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮নং বিধান সরনি, কলিকাতা—৬

২। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড
শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির
জেলা—মথুরা ২৮১৫০৪

৪। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস মণ্ডল
রাণাপতি ঘাট, বৃন্দাবন
মথুরা, উত্তর প্রদেশ ২৮১৫০৪

মুদ্রক ঃ

শ্রীপরেশ নাথ পান

ইন্দ্রলেখা প্রেস

১৬নং হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

আনুকুল্য—১৫·০০

নিবেদন

আমি একজন সম্বলহীন অশিক্ষিত বৈষ্ণবদাস অভিমানী, শ্রীজগন্নাথের অযোগ্য সেবক, শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী কয়েকজন বৈষ্ণবের উৎসাহ প্রেরণায় শ্রীগিরিরাজের পরিক্রমার সন্নিকটস্থ দর্শনীয় লীলাস্থলের নির্দেশিকা ও মহিমা প্রকাশ করিবার বাসনা হয়। কিন্তু এখানে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ছাপানোর অনেক অসুবিধা হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ হইতে ছাপানোর ব্যবস্থা করি। এই কারণে ঐ দেশীয় একজন পরিচিত আমার শ্রীগুরু মহারাজের দীক্ষাগুরুভাইকে অনুরোধ জানাই। তাঁর উপর নির্ভরতায়, বৎসরাধিককাল সময় অতিবাহিত হইয়া বর্তমানে শ্রীগিরিরাজের কৃপাতেই তাঁরই মহিমা স্বপ্রকাশ হইল।

জীবের বহুভাগ্যে শ্রীগিরিরাজ-এর দর্শন ও পরিক্রমা করার সুযোগ হয়। ব্রজমণ্ডলের সমস্ত অনু পরমাণু শ্রীগোবিন্দের লীলাক্ষেত্র। অভিজ্ঞ ব্রজবাসী-গণের ঐকান্তিক সাহায্য ছাড়া শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমায় অনেক মুখ্য লীলাস্থলের মহিমা ও দর্শন সাধারণের অগোচরেই থেকে যায়। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করেই আমার ন্যায় অধম শ্রীগিরিরাজের প্রেরণায় পরিক্রমার রাস্তার সন্নিকটস্থ যে সমস্ত লীলাস্থল আছে তাহাদের মহিমা সহ পথ নির্দেশিকা প্রকাশের ইচ্ছা হইলে, মানচিত্র সহ তাহা সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে সাধ্যমত প্রমাণসহ বর্ণনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছি।

এইসঙ্গে গতবৎসর শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড সংস্কারের সময় অভ্যন্তরে শ্রীকংকন কুণ্ড ও শ্রীব্রজাভ কুণ্ড (যাহা সর্বদা জলে পূর্ণ থাকে) তাহার ছবিও এইসঙ্গে সন্নিবেশিত হইল।

এই গ্রন্থদ্বারা পরিক্রমাকারীগণের সামান্যতম সাহায্য হইলেও নিজেকে

কৃতার্থ বোধ করিব। অনেক ভুলত্রুটি থাকায় কৃপাময় পাঠকগণ আমার অযোগ্যতাকে ক্ষমা করিয়া কৃপাশীর্ব্বাদ করিবেন যাহাতে আপনাদের সেবা করিবার যোগ্যতা হয়।

আমার ইচ্ছা ছিল মহতের সাহায্য দানে কৃপামূল্যেই ইহা বিতরণ করিব। কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থের সমূহ খরচাদি সংগ্রহ করিতে না পারায় কিঞ্চিৎ অর্থমূল্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহার জন্য সুধীজনের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

সবশেষে, যাঁহারা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থ, শ্রম ও ছাপার কাজ, প্রুফ দেখা, ব্লক প্রস্তুত প্রভৃতি নানা ভাবে সাহায্য করেছেন সকলের নিকট সাক্ষাৎ পরিচয় ও যোগাযোগ না থাকায় তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম। শ্রীমতী রাধারাণীর নিকট তাঁহাদের ভক্তিলাভের প্রার্থনা জানাই।

নিবেদন ইতি—
শ্রীস্বরূপ চন্দ্র দাস
শ্রীজগন্নাথ মন্দির

জ্ঞাতব্য বিষয়

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ?

শ্রীমদ্রূপগোস্বামী পাদের "শ্রীউপাদেশামৃতে"

—অনুবাদ—

বাসুদেব জন্মহেতু শ্রেষ্ঠ মধুপুরী।
রাসলীলা হেতু বৃন্দাবন তদুপরি॥
শ্রীহস্তে ধারণ জন্য শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন।
রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ যাতে প্রেমের প্লাবন॥
গিরিতটে বিরাজিত সেই কুণ্ডবরে।
কে হেন বিবেকী ? যেই সেবা নাহি করে॥

ত্রিভুবনের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা, যে পৃথিবীতে শ্রীমথুরাপুরী রহিয়াছে অর্থাৎ মথুরা থাকা হেতুই পৃথিবী পরম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। আবার মথুরা মন্ডলের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন ধন্য যেখানে শ্রীভগবান্ রাসাদিলীলা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ। সপ্তক্রোশী শ্রীগোবর্দ্ধনের মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া পুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে। সেই শ্রীগোবর্দ্ধনের মহিমা বর্ণনে ক্ষুদ্র জীবের অধিকার কোথায় ? তথাপি আত্ম-সংশোধনের নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ বর্ণন করিতে গিয়া নানা বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে তাঁহার মহিমা কণা কীর্ত্তন করা হইতেছে। পুরাণে বর্ণিত আছে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি। শুধু তাহাই নয় ইহা "হরিদাস বর্য্য"! শ্রীশ্রীগিরিরাজের পূজা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনন্দাদি গোপগণের নিকট নানা শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তন করেন এবং স্বয়ং ব্রজবাসীদের সঙ্গে ষোড়শ উপচারে পূজা করেন। শ্রীগিরিরাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজাবিধি তাঁর পরিক্রমা করা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে

(দশম স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে)

স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রাণলপর্ব্বতান্ ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে পিত ! উত্তমরূপে আহার করিয়া সুন্দর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও অনুলিপ্ত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ, অনল ও পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করুন।

শ্রুতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যঞ্চ দয়িতো মখঃ ॥

অনুবাদ ঃ—হে তাত ! ইহা আমার মত, যদি ইচ্ছা হয় তবে এইরূপ করুন। এই প্রকার যজ্ঞ গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের প্রিয় এবং আমারও প্রিয়।

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্প জিঘাংসতা।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধুগৃহ্নন্ত তদ্বচঃ ॥
তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যথাহ মধুসূদনঃ।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ ॥
উপহৃত্য বলীন্ সর্ব্বানাদৃতা যবসং গবাম্।
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥

অনুবাদ ঃ—কালের ও আত্মরূপী, অথবা শ্যামসুন্দর অথবা জগচ্চিত্তাকর্ষক ভগবান্ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের দর্প নষ্ট করিবার ইচ্ছায় কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণ সর্ব্বতোভাবে তদীয় বচন গ্রহণ করিলেন। আর মধুসূদন যে প্রকারে যাহা যাহা বলিলেন, সেইরূপ তাঁহারা করিয়াছিলেন। স্বস্তি-বাচন করাইয়া ইন্দ্র যজ্ঞার্থ আহৃত দ্রব্য দ্বারা ভূধর ও ভূদেবদিগের যথাযোগ্য বলি প্রদান করিলেন এবং সাদরে গাভীদিগকে তৃণ দিলেন ; পরে গোধন সকলকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন।

অন্যাংঘ্যনড়ুদ্যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ।
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥

অনুবাদ :—উত্তমরূপে অলঙ্কৃত গোপগণও দ্বিজাশীর্ব্বাদ এবং কৃষ্ণবীর্য্য-গাথা-গানকারিণী গোপীগণ অথবা সস্ত্রীক ব্রাহ্মণগণও কৃষ্ণবীর্যগাথা- (গোবর্দ্ধন যজ্ঞান্ত পর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত) গানকারিণী গোপীগণ, প্রকৃষ্ট বৃষযুক্ত বহুতর শকটে আরোহণ করিয়া গোবর্দ্ধন গিরি প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

———

জগতের যে কোনও ব্যক্তি জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করিলে তাঁর সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হইবেই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবার নিষ্কাম ভাবে পরিক্রমা করিলে শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী। যদি শ্রীগিরিরাজ স্পর্শমাত্র মহাপাপী ও শ্রীকৃষ্ণলোকে গমন করে, তবে শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমাসেবা করিলে কত যে ফল, তাহা ভাষাতীত।

———

তথাহি শ্রীগর্গ-সংহিতায়াং

এবং প্রবদতস্তস্য গোলোকাচ্চ মহারথঃ।
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশো হয়যুতসমন্বিতঃ॥
সহস্রচক্রধ্বনিভূল্লক্ষপার্ষদমণ্ডিতঃ।
মঞ্জীরকিঙ্কণীজালী মনোহরতরো নৃপ॥
পশ্যতস্তস্য বিপ্রস্য তমানেতুং সমাগতঃ।
তমাগতং রথং দিব্যং নেমতুর্বিপ্র-নির্জরৌ॥
ততঃ সমারুহ্য রথং স সিদ্ধো
বিরঞ্জয়ন্মৈথিল মন্ডলং দিশাম্।
শ্রীকৃষ্ণলোকং প্রযযৌ পরাৎপরং
নিকুঞ্জলীলাললিতং মনোহরম্॥

বিপ্রোহপি তস্মাৎ পুনরাগতো গিরিং
গোবর্দ্ধনং সর্ব্বগিরীন্দ্রদৈবতম্ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনঃ প্রণম্য তং
যযৌ গৃহং মৈথিল তৎপ্রভাববিৎ ॥
ইদং ময়া তে কথিতং প্রচণ্ডং
সুমুক্তিদং শ্রীগিরিরাজখণ্ডম্ ।
শ্রুত্বা জনঃ পাপ্যপি ন প্রচণ্ডং ।
স্বপ্নোহপি পশ্যেদ্‌যমমুগ্রদণ্ডম্ ॥

অনুবাদ ঃ—সিদ্ধ এইরূপ বলিতেছিল, তখন গোলোক হইতে মনোগামী রথ আসিল, ঐ রথ সহস্র দিবাকরদ্যুতি, অযুত অশ্বসমন্বিত, সহস্রচক্র, শব্দকারী, লক্ষ পার্ষদ-মণ্ডিত, মঞ্জীর ও কিঙ্কণী-জালযুত মনোহর। হে নৃপ! সেই দ্বিজ বিজয়ের সমক্ষে সেই সিদ্ধকে লইবার জন্য ঐ রথ সমাগত। সেই সমাগত দিব্য রথকে বিপ্র ও সিদ্ধ উভয়েই প্রণাম করিলেন। হে মৈথিল! অনন্তর সিদ্ধ সেই রথে আরোহণ করিয়া দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত করত নিকুঞ্জ-লীলা-ললিত মনোহর পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণলোকে গমন করিলেন। হে মৈথিল! দ্বিজ বিজয়ও তথা হইতে পুনঃ প্রত্যাবৃত হইয়া সর্ব্বগিরীন্দ্র পর্ব্বত গোবর্দ্ধন গিরিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত তদীয় প্রভাব জ্ঞাত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। এই আমি তোমার নিকট উত্তম মুক্তিপ্রদ প্রচণ্ড গিরিরাজখণ্ড ব্যাখ্যা করিলাম; প্রচণ্ড পাপী জনও ইহা শুনিয়া স্বপ্নেও যমের উগ্রদণ্ড দর্শন করে না।

এই শ্রীগিরিরাজের পরিক্রমাসেবা ধুম-ধাম এক অপূর্ব্ব মহোৎসব। স্বচক্ষে না দর্শন করিলে অনুভব করা যায় না। বারমাস শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার বাধা উপেক্ষা করিয়া ব্রজবাসী স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ এবং ধামবাসী বৈষ্ণবগণ

শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমাসেবা করিতেছেন। তাছাড়া কেহ কেহ দণ্ডবৎ পরিক্রমা করিতেছেন। এই দণ্ডবৎ পরিক্রমা কেহ একবার, কেহ দুইবার, এইরূপ পাঁচ, দশ, বিশ, একশত আটবার পর্য্যন্ত এক এক স্থানে দণ্ডবৎ করিতে করিতে সপ্ত-ক্রোশী শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করিতেছেন। কেহ কেহ দণ্ধধারা প্রবাহিত করিতে করিতে পরিক্রমা করেন। শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে বেশী ভীড় এবং শ্রীজন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, শ্রীগুরুপূর্ণিমা, কার্ত্তিকমাস, মলমাস এবং কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ইত্যাদি পুণ্য তিথি বা পুণ্য মাসে শ্রীগিরি-রাজের চতুর্দ্দিকে ফুলের মালার ন্যায় দিবা-রাত্র পরিক্রমা চলিতে থাকে। অহো! অপার করুণাময় শ্রীগিরিরাজ ও তাঁর অপূর্ব্ব পরিক্রমা সেবা। এই পরিক্রমার সময় কতকগুলি নিয়ম অবশ্য পালন করা উচিত, কিন্তু অনেকে তাহা জানেন না, এইজন্য সংক্ষেপে কয়েকটি নিয়ম লিখিত হইল। যেমন ঃ—

১. শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার উপর আরোহণ করা নিষেধ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া এই শিক্ষা দিয়াছেন—

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

সনাতন সঙ্গে করিহ বল-দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ।।
শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধন না চঢ়িহ দেখিতে গোপাল।।

শ্রীগিরিরাজের তটস্থিত কুণ্ডসমূহে প্রথমে প্রণাম করিয়া কুণ্ডের জল মাথায় লইতে হয়, তারপর আচমন অথবা স্নানাদি করিতে হয়। কুণ্ডের জলে কুল্লোল নিক্ষেপ, শূধু পদ ধৌত, শৌচকর্ম্ম এবং সাবানাদি ব্যবহার করা নিষেধ।

৩. শ্রীগিরিরাজকে দক্ষিণে (ডানে) রাখিয়া পরিক্রমা করিতে হয় অতএব দক্ষিণদিকে থুথুফেলা, মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষেধ।

৪, ছত্র-পাদুকা অথবা মানবাহন যোগে পরিক্রমা নিষেধ।

৫. পরিক্রমাকালে শ্রীকৃষ্ণকলীলা গান, শ্রীগিরিরাজ মহিমা কীর্ত্তন অথবা হরিনাম জপ-কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য। সংসারের বিষয়ে আলোচনা নিষেধ।

৬. ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পরিক্রমা করা উচিত।

বর্ত্তমান কালেও শ্রীগিরিরাজের তটে ময়ূরাদি বহু রকমের পক্ষী, বানর, হনুমান, খরগোশ, নীলগাভী প্রভৃতির মনোরম দর্শন পাওয়া যায়। শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা রাস্তার দুই পার্শ্বে বহু দর্শনীয় তীর্থ, ভগবৎ মন্দির, দেব মন্দির, কুণ্ড, বৈষ্ণবদের নিবাসাশ্রম রহিয়াছে। উহাদের পরিচয় এবং ইতিহাস, মহিমাদি জানার একান্ত প্রয়োজন। শ্রীগিরিরাজের পরিক্রমা রাস্তার সহিত চতুর্দ্দিক হইতে বহু রাস্তা (গলিপথ) আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সেইজন্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরিক্রমায় বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বহু পরিশ্রম করিয়া সেইগুলি সংগ্রহ করতঃ এই গ্রন্থে পরিক্রমা রাস্তা সহ চিত্রের আকারে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে সেবাশ্রম সার্থক মনে করিব।

নিবেদক

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীস্বরূপ দাস।

অভিমত

শ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী পরম ভজনানন্দী পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দরদাস বাবাজী মহারাজের অভিমত—

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

শ্রীস্বরূপ দাসজীর লিখিত "শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ" গ্রন্থখানি পড়িয়া অত্যধিক আনন্দিত হইলাম। কারণ বর্ত্তমানে এইরূপ একখানা গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন সকলে উপলব্ধি করিতেছেন। আমরা আমাদের অনাদি বহির্ম্মুখতা-হেতু কামনা বাসনা ছাড়িতেও পারিতেছি না, আবার এই কামনা বাসনায় আমাদের সংসারে বার বার জন্ম মরণ প্রবাহের হেতু হইতেছে। কামনারবশে বিভিন্ন দেবদেবীর আশ্রয় করিতেছি। তাঁহারা আমাদের কামনা পূর্ত্তি করিতেছেন কিন্তু সংসার বন্ধন ক্ষয় করার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। আমাদের দূরে থাকুক ঐ পূজনীয় দেব-দেবীগণেরও সংসার বন্ধন ক্ষয় হইতেছে না। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকে বিশান্তি" গীতার এই বাক্য অনুসারে মায়া বলিতেছে যে তাহাদেরও পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয়। যাহা হউক আমাদের "শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন" এমন এক দেবতা যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের সর্ব্বপ্রকার কামনা বাসনা পূর্ত্তিও অনায়াসে হইবে, এমনকি আশাতীত ফলও পাওয়া যাইবে। তাঁর কৃপায় যে বিষয় পাওয়া যাইবে বড়ই আনন্দের বিষয়, ঐ বিষয় সংসার বন্ধনের হেতু না হইয়া সংসার বন্ধন মুক্তির হেতু হইবে এবং জীবের একান্ত প্রয়োজন

হরিভক্তি লাভ হইবে। যে হরিভক্তি কোটি কোটি জীবমুক্তগণের মধ্যে একজন লাভ করিয়াছে কি না সন্দেহ। ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের মত। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বসুদেব নারদকে বলিয়াছিলেন—"দেব সেবা দ্বারা যে বিষয় পাওয়া যায় তাহা সুখ ও দুঃখ দুই দান করে কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সেবা করিলে কেবল সুখই পাওয়া যায়।" অতএব হরিদাস শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনের সেবা দ্বারা জীবের যাবতীয় পাপ অপরাধ নাশ হয়, সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হয় এবং হরিভক্তি লাভ হয়।

এতাদৃশ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সেবাও আবার অতি সুসাধ্য এবং বিনাকষ্টে সাধিত হইয়া থাকে। একমাত্র গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পরিক্রমা দ্বারা অনায়াস লব্ধ বস্তু ব্রহ্মাদিদেবগণেরও দুর্ল্লভ। কিন্তু পরিক্রমার যাত্রীগণ গিরিরাজের চতুর্দিকস্থ তীর্থসমূহ, মন্দির ও রাস্তা-ঘাট বর্ত্তমানে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তির বহু প্রকার ভ্রম হয়, আর অজ্ঞ ব্যক্তির কথা কি বলিব।

ভাই স্বরূপ দাসজীর এই গ্রন্থ যে যাত্রীদের কত সাহায্য করিবে বলিতে পারিতেছি না। সেই জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাকে যেন দীর্ঘজীবী করিয়া এইরূপ জনকল্যাণ কাজে নিযুক্ত রাখেন।

ইতি

শ্রীব্রজসুন্দর দাসজী মহারাজ।

ব্যাকরণ, বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, ভাগবত ভূষণ।

শ্রীরাধাকুণ্ড

শ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তদাস বাবাজী মহারাজের অভিমত—

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত স্বরূপ দাসজী, আপনার "শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীগিরিরাজের চতুষ্পার্শ্বে সহস্র সহস্র তীর্থরাজি বিরাজমান রহিয়াছেন। অনেকেই সেগুলির সন্ধান বা পরিচয় জ্ঞাত নহেন। অথচ শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমাকারীগণের ঐ সব তীর্থের সহিত পরিচয় একান্তই প্রয়োজন। আপনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীগিরিরাজের চারিপার্শ্বের কুণ্ড সমূহের, মন্দিরাদির, দেব-দেবীগণের, প্রাচীন স্থানগুলির এবং সমস্ত তীর্থরাজির পরিচয় এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ-করত সকলেরই মহোপকার সাধন করিয়াছেন। আপনার চেষ্টা প্রশংসনীয়। শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর নিকট প্রার্থনা করি,—তিনি আপনার দ্বারা এইরূপ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করাইয়া সকলের কল্যাণ সাধন করুন।

ইতি

বৈষ্ণবকৃপাভিক্ষু

শ্রীঅনন্ত দাস

শ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী ভজননিষ্ঠ পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাসজীর অভিমত—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগিরিরাজ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, ইহার প্রধান প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ বাণী।

—তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

(দশম স্কন্ধে-চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে—পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে)

কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ।
শৈলোহস্মীতি ব্রুবন্ ভূরিবলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ॥

অনুবাদঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাসজনক, অন্য প্রকার রূপ ও বৃহৎ শরীর গ্রহণ করিয়া "আমিই শৈল" এইকথা বলিতে বলিতে প্রচুরতর পূজোপহার ভক্ষণ করিলেন।

———

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে

(অন্ত্যলীলার—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রানলয়, কভু শিরে ধরে।
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর॥

———

হেন শ্রীশ্রীগিরিরাজের তথা গোবিন্দের নাম, গুণ, লীলা, পরিক্রমা, স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন ও প্রচার ইত্যাদি যথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী গোপগণের সহিত জগতের লোকদিগকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে

(দশমস্কন্ধে-চতুর্বিংশাধ্যায়ে—চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে)

অনাংস্যনড়ুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলংকৃতাঃ
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥

অনুবাদ ঃ—উত্তমরূপে অলংকৃত গোপগণ ও দ্বিজাশীর্ব্বাদ এবং কৃষ্ণবীর্য্য-গাথা-গানকারিণী গোপীগণ অথবা সস্ত্রীক ব্রাহ্মণগণ ও কৃষ্ণবীর্যগাথা-(গোবর্দ্ধন যজ্ঞান্ত পর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র) গানকারিণী গোপীগণ, প্রকৃষ্ট বৃষযুক্ত বহুতর শকটে আরোহণ করিয়া গোবর্দ্ধন গিরি প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

অতএব যে কোনভাবে শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে কেহ শ্রীশ্রীগিরি-রাজের তথা গোবিন্দের নাম, গুণ, লীলা, পরিক্রমা ইত্যাদি ইত্যাদি করুক না কেন, তাহাতে তাঁহার অশেষ মঙ্গল অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল সুখের হইবে।

—তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে -

(ষষ্ঠ স্কন্ধে—দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে)

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নাইতি যাতনা ঃ ॥

অনুবাদ ঃ—উচ্চ গৃহাদি হইতে পতিত, অথবা যাইতে যাইতে স্খলিত, কিম্বা ভগ্নগাত্র অথবা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট কিম্বা জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত, অথবা

দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে কোন ব্যক্তি যদি "হরি" এই শব্দটি উচ্চারণ করে, তবে সে কখনও নরকযাতনা ভোগ করে না।

———

—তথাহি তত্রৈব—

(একোনপঞ্চাশ শ্লোকে)

ম্রিয়মানো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥

অনুবাদঃ হে রাজন্! অজামিল ও মৃত্যুকালে অবশাবস্থায় শ্রদ্ধাহীন হইয়া পুত্রের নামে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলে, আর যাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবন্নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা যে ভগবদ্ধামে গমন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

অতএব আমার প্রাণপ্রিয় ভাই স্বরূপ, তার ক্ষুদ্র জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা শ্রীশ্রীগিরিরাজের পরিক্রমা ও তাঁর মহিমা কীর্ত্তনাদি যৎকিঞ্চিৎ শক্তি অনুযায়ী নানান বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র অবলম্বনে এই "শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ" নামক গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। যদিও বর্ণনে কিছু ভুল ত্রুটি এবং উলট পালট থাকিতে পারে, তথাপি তাহার এই শুভ কর্ম্মের পরিশ্রম ও আগ্রহ দেখে আমি খুবই আনন্দিত।

কেননা, যদি রত্নাকর নামে এক দস্যু 'রাম' নাম উল্টা অর্থাৎ "মরা মরা" জপ করিতে করিতে সিদ্ধি লাভ করিয়া হরিপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তবে ভাই স্বরূপের কেন না হইবে?

ভুল, ত্রুটি, উলট পালট, ও শুদ্ধ অশুদ্ধের তাৎপর্য্য বুঝাইতে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত নামক গ্রন্থের আর একটি প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে

(মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে)

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক একদিন সবে কৈল (প্রভুকে) নিমন্ত্রণ ॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন ॥
অষ্টাদশ অধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে ॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিত মনে ॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥
মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥
বিপ্র কহে, মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞামানি ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জুধর।
বসিয়াছে যেন তাহে শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ!
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥
যাবৎ পড়ো তাবৎ পাও তাঁর দরশন ॥
এই লাগি গীতাপাঠে নাছাড়ে মোর মন ॥

প্রভু কহে—গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার ।।
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন— ।।

———

উদ্দেশ্য যাঁহার সৎ ভগবান তাঁহার সহায়। এই কথার তাৎপর্য্যে আমি ভাই স্বরূপকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করি যাহাতে শ্রীশ্রীগিরি গোবর্দ্ধন (গোবিন্দ) তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
ভুবনমোহন দাস
শ্রীরাধাকুণ্ড

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা, শ্রীশ্রীগিরিরাজ মহারাজের বন্দনা, শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ বর্ণন শুরু, শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির, মা জাহ্নবা মন্দির, শ্রীরাধারমণ মন্দির, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীর, শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী-শ্রীলরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী-শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি মন্দির, শ্রীপঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষ, শ্রীমানস পাবন ঘাট, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীর, শ্রীগদাধর চৈতন্য মন্দির, শ্রীগোবিন্দ মন্দির, শ্রীজাহ্নবা মন্দির, শ্রীভানুখোর কুণ্ড, শ্রীবলরাম, কুণ্ড, শ্রীবিশ্বম্ভর মন্দির, শ্রীব্রজমোহন মন্দির, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির, শ্রীভক্তনিবাস, শ্রীরাজবাড়ী, শ্রীবংকুবিহারী মন্দির, শ্রীনন্দিনী মাতার সমাধি মন্দির, শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটীর, শ্রীললিতা কুণ্ড, শ্রীললিতবিহারী মন্দির, শ্রীবড়কুঞ্জ, শ্রীরাধাবিনোদ মন্দির, শ্রীগোপকুঁয়া, শ্রীঅষ্টসখী মন্দির, শ্রীসীতানাথ মন্দির, শ্রীরাধামাধব মন্দির, শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব মন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দির, শ্রীবল্লভাচার্য্যের

বৈঠক, শ্রীমদনমোহন মন্দির, শ্রীকুণ্ড সঙ্গমে যাতায়াতের রাস্তা, শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দির, শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির, শ্রীবরাকুলি, শ্রীচরণ চিহ্ন মন্দির, শ্রীলতিনকড়ি গোস্বামী-পাদের মন্দির, শ্রীগোপীনাথ মন্দির, শ্রীহনুমানজী মন্দির, শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী-পাদের সমাধি মন্দির, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শ্রীদেবী মন্দির, শ্রীরাম নগর, শ্রীগোবালিয়র মন্দির, শ্রীহনুমানজী মন্দির, শ্রীকুসুম সরোবর, শ্রীউদ্ধব কুণ্ড, শ্রীবনবিহারী মন্দির, শ্রীনারদ কুণ্ড, শ্রীশ্যামকুটী, শ্রীগোয়াল পোখরা, শ্রীসন্তানবাস, শ্রীনির্ব্বাণ ভারতী বাবা আশ্রম। ১—২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীহরিগোকুল, শ্রীকল্লোল কুণ্ড, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শ্রীমানসীগঙ্গ, শ্রীব্রহ্মকুণ্ড, শ্রীমনসাদেবী মন্দির, শ্রীহরিদেব মন্দির, রাজপথ, শ্রীঋণমোচন কুণ্ড, শ্রীপাপমোচন কুণ্ড, শ্রীদানঘাটি, শ্রীদানীরায়ের মন্দির, শ্রীরামানন্দি আশ্রম, শ্রীরামসীতা মন্দির, শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির, শ্রীদাউজী মন্দির, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদাসীন কার্ষ্ণি মন্দির, শ্রীনাগা আশ্রম, শ্রীভীম নগর। ২৪—৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীরামসীতা মন্দির, শ্রীআনোর গ্রাম, প্রকট (শ্রীনাথজীউর প্রকট বৃত্তান্ত), শ্রীসঙ্কর্ষণ কুণ্ড, শ্রীগৌরী কুণ্ড, শ্রীনীপ কুণ্ড, শ্রীসাক্ষীগোপাল মন্দির, শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড, শ্রীগন্ধর্ব কুণ্ড। ৩৫—৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীআটভূজা গণেশ মন্দির, শ্রীগিরির জ মন্দির, শ্রীচতুর্ভূজ গণেশ মন্দির, শ্রীপুছরী গ্রাম, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দির, শ্রীসন্তোষী মাতা মন্দির, শ্রীলোঠাজী মন্দির, শ্রীগৌর-গোবিন্দদাস বাবার কীর্ত্তন মন্দির, শ্রীঅপ্সরা কুণ্ড, শ্রীনবাল কুণ্ড (শ্রীপুচ্ছ কুণ্ড), শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামী পাদের গোফা, শ্রীমহুয়া, শ্রীসুরভী কুণ্ড, শ্রীদাউজী মন্দির, শ্রীইন্দ্র কুণ্ড, শ্রীকদম্মখণ্ড, শ্রীঐরাবত কুণ্ড। ৪৫—৫৩

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীহরজী কুণ্ড (শ্রীরুদ্র কুণ্ড), শ্রীযতীপুরা গ্রাম (শ্রীগোপালপুরা গ্রাম), শ্রীমুখারবিন্দ—অন্নকূট, শ্রীগোপালজি মন্দির (শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোপালদেব দর্শন বৃত্তান্ত), শ্রীমার কুণ্ড, শ্রীসুরজ কুণ্ড। ৫৪—৬১

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির, শ্রীবিলছু কুণ্ড, শ্রীজান-আজান বৃক্ষদয়ের বেদী, শ্রীকলাধারী আশ্রম, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, (দণ্ডবতী পরিক্রমার কয়েকটি নিয়ম), শ্রীবিহারীজী মন্দির, শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির, শ্রীনূতন মন্দির, শ্রীরাধারমণ মন্দির, শ্রীতিনকড়ি গোস্বামীপাদের মন্দির, সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের আশ্রম, শ্রীনিতাই গৌর মন্দির, শ্রীচাকলেশ্বর-চক্রতীর্থ, শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দির, শ্রীলসনাতন

গোস্বামীপ্রভুর ভজন কুটীর, শ্রীসখীতরা, শ্রীরামসীতা মন্দির, শ্রীরাম ত্যাশ্রম, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মন্দির, শ্রীউদ্ধব কুণ্ড। ৬২—৭১

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীগিরিরাজ মন্দির, শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীশিবো-খর, শ্রীমাল্যহারী কুণ্ড, শ্রীকমল কুঞ্জ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীবিহারীজী মন্দির, শ্রীযুবরাজ কুঞ্জ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীরাধাকান্ত মন্দির, শ্রীগোপালজী মন্দির, শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীরাধাদামোদর মন্দির, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জ (শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা সমাপ্ত)। ৭২—৭৫

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমানসীগঙ্গা উৎপত্তি বৃত্তান্ত, শ্রীবজ্রনাভ কুণ্ড, শ্রীকঙ্কন কুণ্ড, শ্রীরাধা কুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি বর্ণন, শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং শ্রীগোবর্দ্ধনোৎ-পত্তি কথা, শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্, শ্রীগিরিরাজ পর্ব্বতের পূজা ও প্রদক্ষিণ বিধি, শ্রীগোবর্দ্ধন বিভূতি বর্ণন শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনাবতার কথা, যজ্ঞভঙ্গ হেতু ইন্দ্রের ক্রোধ এবং ইন্দ্রের আদেশে বৃন্দাবনে ঘোরতর বর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ, ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, পরিক্রমা চলাবস্থার কয়েকটি কীর্ত্তন, শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্য। ৭৬—১৩৬

শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা

সর্ব্ব প্রথমে আমি শ্রীশ্রীদীক্ষাগুরু ও শ্রীশ্রীশিক্ষাগুরুগণের শ্রীপাদপদ্মে হৃদয় ভরা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

দীক্ষাগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাদের চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥

—

—তথাহি—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

—

যাঁহারা নিখিল সদ্‌গুণ সমূহের আকর সদৃশ; জ্ঞান ও গরিমায় অগাধ বারিধি স্বরূপ এবং দীন-হীন জনের প্রতি করুণাময় বিগ্রহ স্বরূপ।

তাঁহাদের পাদপদ্মে করি নমস্কার।
গিরিরাজ পরিক্রমা করিব প্রচার॥
দুবাহু তুলিয়া বলি জয় গুরু জয়।
জয় গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু জয়॥

শ্রীশ্রীগিরিরাজ মহারাজের বন্দনা

মহেন্দ্র-গর্ব্বাচল-চূর্ণিতুং যো
গিরিন্দ্রমুক্তোল্য করেণ ধৃত্বা।
ব্রজেন্দ্র-বর্যস্য মুদং বিতেনে
গোবিন্দদেবং তমহং প্রপদ্যে॥

(শ্রীগিরিরাজ মহাত্ম্য হইতে)

অনুবাদ ঃ—যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের গর্ব্বরূপী পর্ব্বতকে বিচূর্ণ করিবার নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজজীকে উত্তোলন পূর্ব্বক ধারণ করতঃ ব্রজেন্দ্রবর্য্য শ্রীমন্নদ মহারাজের পরম আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীগিরিগোবর্দ্ধনধারি শ্রীগোবিন্দ দেবের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ বর্ণন শুরু

শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা যে কোন স্থান হইতে আরম্ভ করা যায়। কেহ শ্রীরাধাকুণ্ড, কেহ শ্রীগোবর্দ্ধন, পুছরী ইত্যাদি স্থান হইতে আরম্ভ করেন। সেই অনুসারে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের শ্রীল-রঘুনাথ দাস-গোস্বামী পাদের সমাধি মন্দির হইতে পরিক্রমা মার্গ বর্ণন আরম্ভ করিতেছি।

শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির

পরিক্রমা মার্গের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির অবস্থিত।

বর্ত্তমানে আমরা যে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন, জলে স্নান, চতুর্দ্দিকের তটভূমিতে বসবাস করার সৌভাগ্য লাভ করিতেছি, ইহা শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অহেতুকী করুণাতে সম্পন্ন হইতেছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তিনিই শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামীপাদকে এই স্থানটি তামার পাটায় দলিল করিয়া দিয়াছেন। তদবধি এই স্থান বাঙ্গালী ভজনশীল মহাত্মাগণের ভজনস্থলীরূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীল দাস-গোস্বামীপাদ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড খনন করান। পূর্ব্বে ইহা ধান্যক্ষেত্র-রূপে ছিল। এই সমাধি মন্দিরে বর্ত্তমানে অখণ্ড শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছেন।

শ্রীশ্রীমাজাহ্নবা মন্দির

এই মন্দিরের পার্শ্বেই মাজাহ্নবার প্রাণপ্রিয় শ্রীগোপীনাথ (মাজাহ্নবা) মন্দির। মন্দির মধ্যে শ্রীগোপীনাথ দেবজী বামপার্শ্বে শ্রীমতী রাধারাণী এবং দক্ষিণে মাজাহ্নবার প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত। প্রবাদ আছে—শ্রীগোপীনাথ মাজাহ্নবাকে আঁচল ধরিয়া আকর্ষণ করেন এবং নিজপার্শ্বে বিগ্রহরূপে স্থান দিয়াছেন। মন্দিরের ডানদিকে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে মাজাহ্নবার বৈঠক দর্শনীয়। ঐ স্থান হইতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের শোভা দর্শন করা যায়।

শ্রীরাধারমণ মন্দির

পরিক্রমা পথে চলিতেই বামপার্শ্বে শ্রীরাধারমণ মন্দির। মন্দিরে শ্রীমতী রাধারাণী-রাধারমণদেবজী ও শ্রীবলরাম-রেবতী মূর্ত্তি দর্শন হইবে।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীর

ঠাকুর দর্শনান্তে পরিক্রমা পথের দক্ষিণে শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইবার একটি ছোট গলিপথ দেখিতে পাইবেন। ঐ পথ দিয়ে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীরে গমন করা যায়। ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত।

শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী-শ্রীলরঘুনাথভট্ট গোস্বামী-শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি মন্দির

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীরের বায়ু কোণে শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীলরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি একই মন্দিরে অবস্থিত। শোনা যায় এই তিন মূর্ত্তি একই তিথিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীপঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষ

এই সমাধি মন্দিরের পূর্ব্বদিকে শ্রীপঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষরূপে বিরাজমান আছেন। শ্রীল গোস্বামীপাদ পঞ্চপাণ্ডবের স্বপ্নাদেশে শ্রীশ্যামকুণ্ড সংস্কার কালে ঐ বৃক্ষগুলি ছেদন করেন নাই।

শ্রীমানস পাবন ঘাট

সামনেই শ্রীশ্যামকুণ্ডস্থ "শ্রীমানস পাবন ঘাট"। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি মানসে শ্রীমতীরাধারাণী এই ঘাটে স্নান করেন, সেই জন্য এই ঘাটের নান শ্রীমানস পাবন ঘাট। পার্শ্বে শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভজন কুটীর।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটির

এই ঘাটের পার্শ্বে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীর। এই স্থানে বেদতুল্য "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত", শ্রীল-কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচনা করেন।

শ্রীগদাধর-চৈতন্য মন্দির

ভজন কুটীরের পার্শ্বে শ্রীগদাধর.চৈতন্য মন্দির। এখানে 'শ্রীগদাধর-চৈতন্য' মাগঙ্গা গোস্বামিনী কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন। এই মন্দিরগুলি যাত্রীদের অবশ্যই দর্শন করা উচিত।

শ্রীগোবিন্দ মন্দির

শ্রীগদাধর-চৈতন্য মন্দির হইতে বাহির হইয়া পরিক্রমার পথ ধরিবার পূর্ব্বেই দক্ষিণ পার্শ্বে, শ্রীলরূপগোস্বামীপাদের 'শ্রীগোবিন্দ

মন্দিরে' শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ মাধুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক বিরাজিত আছেন। ঠাকুর দর্শন মাত্রেই চুম্বকের মত মনকে শ্রীগোবিন্দ চরণে নিয়ে যায়।

শ্রীজিহ্বা মন্দির

শ্রীগোবিন্দ মন্দির হইতে বাহির হইবার পথে বাম পার্শ্বে শ্রীশ্রীগিরিরাজের জিহ্বা মন্দির। গোস্বামীপাদ শ্রীশ্রীগিরিরাজের স্বপ্নানুসারে "গোপকুঁয়া" হইতে এই জিহ্বা আনয়ন করিয়া মন্দিরে স্থাপন করেন। মন্দির হইতে বাহির হইয়াই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যলীলাস্থলী শ্রীরাসমণ্ডপ এবং সাম্‌নেই শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা রাস্তা।

শ্রীভানুখোর কুণ্ড

চলিতে চলিতে বামপার্শ্বের গলিপথে শ্রীভানুখোর কুণ্ড অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যগ্রন্থে দৃষ্ট হয়ঃ—শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের উত্তরে 'শ্রীভানুখোর' অবস্থিত। শ্রীগোবর্দ্ধন উৎসবের সময় এই স্থানে শ্রীবৃষভানু মহারাজ শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণে একটি রাসমণ্ডল শোভা পাইতেছেন।

শ্রীবলরাম কুণ্ড

শ্রীভানুখোরের ঈশান কোণে শ্রীবলরাম কুণ্ড অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়ঃ—শ্রীভানুখোরের ঈশান

কোণে শ্রীবলরাম কুণ্ড অবস্থিত। শঙ্খচুড় বধের দিবসে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীর আদেশ ক্রমে বিজয়াদি সখাগণের সহিত শ্রীবলরাম এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে দুইটি মনোরম কদম্ববৃক্ষ বিরাজমান। (বর্তমানে সেই কদম্ববৃক্ষ দুইটি দর্শনের অগোচর)। সেখানে ব্রজবাসীগণ ফসল চাষ করিতেছেন।

শ্রীবিশ্বম্ভর মন্দির

পুনরায় পরিক্রমা পথে আসিয়া চলিতে চলিতেই বামপার্শ্বে শ্রীবিশ্বম্ভর মন্দিরে শ্রীমতীরাধারাণীর ভাবে ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব দর্শনীয়।

শ্রীব্রজমোহন মন্দির

চলিতেই দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীব্রজমোহন মন্দিরে শ্রীরাধা-ব্রজমোহন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ দেবজীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন।

শ্রীজগন্নাথ মন্দির

পরিক্রমা পথের বাম পার্শ্বে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবজী-শ্রীবলরামজী-সুভদ্রাদেবী, শ্রীরাধাগোপীজন বল্লভ দর্শন করুন। শ্রীজগন্নাথদেবের এইরূপ মূর্ত্তি প্রকাশের হেতু দ্বারকায় শ্রীমতীরোহিনী দেবীর মুখে ব্রজলীলা শ্রবণের

পরিণতি। ঠাকুর যেন ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন "তোমরা কেন সংসারে মায়াবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতেছ, সকলে আমার শরণাপন্ন হও, আমি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব"।

শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরে শ্রীরাধা-বল্লভদেবজীর মূর্ত্তি এবং শ্রীহরিবংশের বৈঠক দর্শনীয়।

শ্রীভক্তনিবাস

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীভক্তনিবাস। এখানে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ ও শ্রীগিরিধারীশিলা দর্শনীয়।

শ্রীরাজবাড়ী

শ্রীভক্তনিবাসের দক্ষিণ পার্শ্বে রাজর্ষি শ্রীবনমালি রায়-বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত "শ্রীরাজবাড়ীতে" শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীরাধা-মদনগোপাল মূর্ত্তি। ঠাকুরের অঙ্গলাবণ্য দর্শনে হৃদয়ে শান্তি লাভ হয়।

শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দিরে শ্রীরাধা-বঙ্ক-বিহারীজীর মূর্ত্তি দর্শন করুন। এবং সাম্‌নে শ্রীসীতারাম মন্দির।

শ্রীনন্দিনী মাতার সমাধি মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে 'শ্রীনন্দিনী ঘেরায়' শ্রীমতী-নন্দিনী মাতার সমাধি মন্দির দর্শনীয়।

শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটীর

শ্রীনন্দিনী ঘেরার পূর্ব্বদিকে শ্রীজীব গোস্বামী ঘেরা অবস্থিত। সেখানে শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটীরে শ্রীগিরি-ধারি ও শ্রীজীব গোস্বামীর চিত্রপট এবং শ্রীমন্মমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-চিহ্নের প্রতিচ্ছবি পূজিত হইতেছেন।

শ্রীললিতা কুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার বামপার্শ্বে "শ্রীললিতা কুণ্ড" অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

উদীচ্যাং শ্যামকুণ্ডস্য বিস্তৃতমস্তি ভক্তিদম্।
পাপঘ্নং ললিতাকুণ্ডং ললিতৈব হরেঃ প্রিয়ম্॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর দিকে পরিক্রমার বাম দিকে শ্রীললিতাকুণ্ড নামক এক বিরাট কুণ্ড শোভিত আছে। শ্রীললিতা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তদ্রূপ ঐ কুণ্ডও তাঁহার অতিশয় প্রিয়, এই কুণ্ডের জল স্পর্শ মাত্রেই নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট এবং প্রেম ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় ঃ—"শ্রীললিতা কুণ্ড" শ্রীবলরাম

কুণ্ডের দক্ষিণ এবং শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরভাগে অবস্থিত। এই কুণ্ডের মধ্যে অষ্ট সখীর কুণ্ড বিরাজমান। এই অষ্ট কুণ্ড একত্রে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রীশ্যামকুণ্ডের তিনদিকে অবস্থিত।

শ্রীললিত বিহারী মন্দির

শ্রীললিতা কুণ্ডের পূর্ব্বতীরে শ্রীললিত বিহারী মন্দির। মন্দিরে শ্রীরাধা-ললিত বিহারী মূর্ত্তি এবং শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের জগৎগুরু শ্রীনিবাসাচার্য্য মহারাজজীর সমাধি মন্দির অবস্থিত।

শ্রীবড় কুঞ্জ

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে 'শ্রীবড় কুঞ্জ মন্দিরে' 'শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীরাধা-বিধু মূর্ত্তি দর্শনীয়।

শ্রীরাধাবিনোদ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে 'শ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরে' শ্রীমতীরাধারানী ও শ্রীরাধাবিনোদদেবজী বিরাজিত। বিগ্রহ দর্শনে হৃদয়ে শান্তি লাভ হয়।

শ্রীগোপকূঁয়া

মন্দির দর্শনান্তে চলিতে চলিতেই বাম পার্শ্বে 'শ্রীগোপকূঁয়া'। প্রবাদ আছে ঃ—এই কূঁয়া পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের। গোপীগণ এই কূঁয়ার জল তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইয়াছিলেন।

এই কুঁয়ার দক্ষিণ পার্শ্বে 'ব্যাস ঘেরায়' শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর সমাধি মন্দির দর্শনীয়।

শ্রীঅষ্টসখী মন্দির

যাত্রীগণ শ্রীগোপকুঁয়া পরিক্রমা করিয়া চলিতে চলিতেই দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীঅষ্টসখী মন্দির দেখিতে পাইবেন। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও দুই পার্শ্বে ললিতাদি অষ্টসখীর শ্রীমূর্ত্তি।

শ্রীসীতানাথ মন্দির

বামপার্শ্বে শ্রীসীতানাথ মন্দির। মন্দির মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বামে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এবং দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি।

শ্রীরাধামাধব মন্দির

রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীরাধামাধব মন্দির মধ্যে শ্রীরাধা-মাধব, দক্ষিণে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বামে শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং সম্মুখে শ্রীগোপাল মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব মন্দির

শ্রীরাধামাধব মন্দির হইতে বাহির হইয়া চলিতেই বাম পার্শ্বে শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব দর্শনীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু-শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মূর্ত্তি বিরাজিত। পার্শ্বে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বৈঠক। প্রবাদ আছে—শ্রীগৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবন আগমনকালে এই তমাল বৃক্ষের নীচে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং "কারী ও গৌরী" নামক দুইটি ধান্যক্ষেত্রকে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড বলেন। ঐ ক্ষেত্রদ্বয়ের রজঃ তুলিয়া তিলক রচনাও করিয়াছিলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে
—মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে—

এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিটগ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥
আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থলুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান॥
দেখি সব গ্রাম্যলোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥
সব গোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়—প্রিয়ার সরসী॥

তথাবি লঘুভাগবতামৃতে

—উত্তরখণ্ডে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীরাধিকা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তাঁহার কুণ্ডও তাদৃশ প্রিয়; সমস্ত গোপীর মধ্যে এক শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় বল্লভা।

সেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে

—সপ্তমসর্গে একাধিকশততমশ্লোক—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তথ্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীরাধাকুণ্ডের গুণ পরমাদ্ভুত। এই হেতুই শ্রীমতীর ন্যায় উহা কৃষ্ণের পরমপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত

সর্ব্বদা এই কুণ্ডে ক্রীড়া করেন। যে ব্যক্তি একবার ইহাতে স্নান করে, রাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে তাহার প্রেমবিকাশ হয়। এই কুণ্ডের মধুরিমা কীর্ত্তন করিতে পারে, পৃথিবীতে তাদৃশ মহিমা ও ব্যক্তি নাই।

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মউরিয়া॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল॥

শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক

পরিক্রমার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীবল্লভকুলী সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক অবস্থিত। আচার্য্য প্রভু এই স্থানে এসে উপবেশন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদনমোহন মন্দির

চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্ব শ্রীমদনমোহন মন্দিরে শ্রীরাধা মদনমোহন দেবজী দেখিতে পাইবেন এখানে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর চিত্রপট সেবা হইতেছেন।

শ্রীশ্রীকুণ্ডসঙ্গমে যাতায়াতের রাস্তা

পরিক্রমা রাস্তায় চলিতেই দক্ষিণ পার্শ্বে একটি গলিপথ দেখিতে পাইবেন। সেই গলিপথেই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের

সঙ্গম স্থলে যাওয়া যায়। যাত্রীগণ ঐ রাস্তায় সঙ্গম স্থল দর্শন করুন। সঙ্গমে শ্রীগিরিরাজ শিলা ও শ্রীচরণ চিহ্ন আছে। এবং সঙ্গমের পার্শ্বে শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দির। সঙ্গমে স্নান ও পূজাদি করা উচিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

পশ্যন্তি কুণ্ডদ্বয়-সঙ্গমে বৈ
যে রাধিকা মাধবপাদপীঠম্।
স্নানঞ্চ কুর্ব্বন্তি ধনাদি দানং
তে স্বেশয়োর্দাষ্য সুখংলভন্তে ॥

অনুবাদঃ- যিনি শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমে যুগলিত শ্রীরাধামাধবের রত্নবেদীতে পাদপীঠ অর্থাৎ যুগলের শ্রীচরণ স্থাপনের আসন দর্শন তথা কুণ্ডদ্বয়ে স্নান করতঃ ধন, ধেনু, অন্ন বস্ত্রাদি দান করেন তিনি নিশ্চয় স্বীয় ঈশ্বর ও ঈশ্বরী তাঁহাদের দাস্য সেবারূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দির

পুনরায় পরিক্রমা রাস্তায় আসিয়া চলিতেই দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দির। মন্দিরে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের অপরূপ মূর্ত্তি দর্শনীয়।

শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির

রাস্তার বামপার্শ্বে শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীরাধা-গোবিন্দ মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীবরাকুলি

চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীবরাকুলিতে শ্রীরাধা-রমণ ঠকুর বিরাজিত।

শ্রীচরণ চিহ্ন মন্দির

শ্রীবরাকুলির বাম পার্শ্বে শ্রীচরণ চিহ্ন মন্দির। মন্দিরে শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের পদ চিহ্ন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীলতিনকড়ি গোস্বামীপাদের মন্দির

শ্রীচরণ চিহ্ন মন্দিরের পূর্ব্বদিকে শ্রীলতিনকড়ি গোস্বামী-পাদের মন্দির। মন্দিরে শ্রীগিরিরাজ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও বংশীধারী শ্রীবলরাম মূর্ত্তি দর্শনীয়।

শ্রীগোপীনাথ মন্দির

পুনরায় পরিক্রমা রাস্তায় আসিয়া চলিতেই বাম পার্শ্বে শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে শ্রীরাধা-গোপীনাথ মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বৈঠক আছে। প্রবাদ আছে—শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণকালে এই স্থানে এসে উপবেশন করিয়াছিলেন।

শ্রীহনুমানজী মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীহনুমানজী মন্দির। মন্দিরে শ্রীহনুমানজী মহারাজ বিরাজিত।

শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

রাধাকুণ্ডস্য নৈঋত্যাং লীলালোকনলোলুপঃ।
কুণ্ডেশ্বর মহাদেবঃ কৃষ্ণাদেশাৎ স্থিতো মুদা ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীরাধামাধবের মধ্যাহ্নকালের লীলা কৌতুক সন্দর্শনের নিমিত্ত অতিশয় লোলুপ শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদের শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সানন্দে শ্রীরাধাকুণ্ডের নৈর্ঋতকোণে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির

পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী পাদের সমাধি মন্দির দর্শনীয়। মন্দিরে শ্রীরাধা-গোকুলানন্দ বিগ্রহ। এখানে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী পাদের সমাধি মন্দির অবস্থিত।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ দেখিতে পাইবেন।

শ্রীদেবী মন্দির

যাত্রীগণ পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতে বামপার্শ্বে শ্রীদেবী মন্দির দেখিতে পাইবেন। মন্দিরে শ্রীজগধ্যাত্রী দেবী বিরাজিত। এই দেবী মন্দির যাত্রীগণ পরিক্রমা করে থাকে।

শ্রীরাম নগর

চলিতে চলিতে সাম্‌নে শ্রীরামনগর নামে একটি ছোট্ট গ্রাম। ব্রজবাসীগণ আনন্দে নিবাস করিতেছেন। আহ! এমন ভাগ্য আমার কবে হবে।

শ্রীগুলিয়র মন্দির

চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীগুলিয়র মন্দির। মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীহনুমানজী মন্দির

চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে এবং শ্রীকুসুম সরোবরের ঈশাণ কোণে শ্রীহনুমানজী মন্দির অবস্থিত।

শ্রীকুসুম সরোবর

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীকুসুম সরোবর অবস্থিত। এই কুণ্ডের শোভা অতি মনোরম। এই সরোবরের তীরে শ্রীমতী রাধারাণী সখীগণ সঙ্গে কুসুম চয়ন করেন।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

কল্পাগৈর্মণিকুট্টিমৈঃ শিখিকুলৈঃ শাখামৃগৈশ্চাবৃতাং
স্বচ্ছাগাধজলৈরসংখ্য-ঋষকৈশ্চাপূরিতাং বিস্তৃতাম্।
রত্নাবদ্ধ চতুস্তটীং বিকসিতাব্জাদ্যৈরলৈঃ কর্ষিণীং
বন্দে তাং কুসুমাকরাখ্যসরসীং কৃষ্ণেন্দ্রিয়াহ্লাদিলীম্॥

অনুবাদ ঃ—যাহার চতুর্দ্দিকের তটশ্রেণী রত্ন দ্বারা নিবদ্ধ এবং বিবিধ কল্পবৃক্ষ ও মণিময় কুট্টিমে সুশোভিত, যেখানে ময়ূর ও মর্কট প্রভৃতি সতত ক্রীড়া করিতেছে, যাহার স্বচ্ছ অগাধ জলে অসংখ্য মৎস্য পরিপূর্ণ, যাহার স্বতঃ বিকশিত বিবিধ কমল কুমুদাদি জলজাত পুষ্পসমূহ নিজের সৌগন্ধে ভ্রমরকুলকে আকর্ষণ করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধানকারী অতি বিস্তৃত কুসুমাকর নামক সেই কুসুম সরোবরকে আমি প্রণাম করি।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

দেখহ 'কুসুমসরোবর' এই বনে।
দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুমচয়নে॥

শ্রীউদ্ধব মন্দির

কুণ্ডের নৈর্ঋত কোণে শ্রীউদ্ধব মহারাজের মন্দির। মন্দিরে গ্রন্থহস্তে শ্রীউদ্ধবজী মহারাজ, বাম পার্শ্বে শ্রীগিরিধারী ও দক্ষিণে সখীদ্বয় বিরাজমান্।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

রাজতে মন্দিরে তস্য নৈর্ঋত্যাং শ্রীমদুদ্ধবঃ।
বদন্তি মুনয়ো গুল্মলতা-রূপেণ সংস্থিতঃ॥

অনুবাদ ঃ—এই কুসুম সরোবরের নৈর্ঋত কোণস্থিত মন্দিরে শ্রীমদ্‌উদ্ধব মহাশয় বিরাজমান্ আছেন। মুনিগণ বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ উদ্ধব মহাশয় তিনি গুল্মলতার রূপ ধারণ করতঃ এই শ্রীকুসুম সরোবরে নিরন্তর নিবাস করিতেছেন।

—তথাহি তত্রৈব—

মাসৈকং শ্রাবয়িত্বাসৌ তত্র ভাগবতং পুরা।
কৃষ্ণং সন্দর্শয়ামাস মহিষ্যীভ্যো নৃপায় চ॥

অনুবাদ ঃ—দ্বাপরের অন্তে শ্রীমদ্ উদ্ধব মহাশয় একমাস যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়া শ্রীবজ্রনাভ ও দ্বারকা মহিষীগণকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন করাইয়াছিলেন।

শ্রীবনবিহারী মন্দির

কুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীবনবিহারী মন্দির। এই স্থানে সর্ব্বপ্রকার বাসনা পূর্ণকারী শ্রীঅশোক মালিনী নামে এক অশোক বৃক্ষ আছে।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

অশোকমালিনীত্যাখ্যান্ত্যশোক বনদেবতা।
কৃষ্ণলীলা রহস্যজ্ঞা তত্রৈবাভীষ্টদায়িনী॥

অনুবাদ ঃ—এই স্থানে শ্রীঅশোক মালিনী নামে অশোক বনের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমস্ত লীলা রহস্য অবগত আছেন এবং সেবকগণের সর্ব্বপ্রকার বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

কুণ্ডের পশ্চিমতীরে ভরতপুরের রাজা সুরজমলের সমাধি মন্দির অবস্থিত।

শ্রীনারদ কুণ্ড

চলিতে চলিতে বামপার্শ্বে একটি গলিপথে শ্রীনারদ কুণ্ডে যাওয়া যায়। এই কুণ্ডের পশ্চিমতীরে শ্রীনারদ ঋষির প্রতিমূর্ত্তি দর্শনীয়।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় ঃ—ইহা কুসুম সরোবরের অগ্নি-কোণে অবস্থিত। শ্রীবৃন্দাদেবীর উপদেশ ক্রমে শ্রীনারদজী এখানে তপস্যা করিয়া সপরিকর শ্রীরাধাগোবিন্দের দর্শন লাভ করিয়াছেন।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

এই যে 'নারদকুণ্ড' নারদ এথাতে।
তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে॥
মুনিমনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ।
মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু বৃন্দা-উপদেশ॥

শ্রীশ্যামকুটী

পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীশ্যামকুটী। এই স্থানে শ্রীরত্নকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড বিরাজিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

শৈলেন্দ্রস্যোপকণ্ঠে লসতি সুখময়ং ধাম যচ্ছ্যামকুঞ্জং
তন্মধ্যে রত্নযুক্তাষ্টমণি বিরচিতা দিব্যরাসস্থলী যা।
তত্রৈব শ্রীলরাধামধুপতি রচিতাং পশ্য রাসাদিলীলাং
ভক্তানাং চাপ্যলভ্যাং নিবসনমু সখে নির্জ্জনৈকান্তরত্যা॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীগিরিরাজের কণ্ঠসমীপে পরম সুখময় ধাম শ্রীশ্যামকুটী নামক কুঞ্জ সুশোভিত। এই কুঞ্জের মধ্যভাগে রত্নের খচিত অষ্টবিধ মণিতে বিনির্ম্মিত মনোহরণকারী রাসমণ্ডলী শোভায়মান রহিয়াছে, হে সখে! এই রাসস্থলীতে শ্রীরাধা-মাধবের রাসলীলা সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই কুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের

নিকুঞ্জ বিলাসাদি লীলা অবলোকন কর, যাহা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা ভক্তের পক্ষে অতীব দুর্ল্লভ। নির্জ্জনে অতি প্রীতি সহকারে এই কুঞ্জে নিবাস কর।

— তথাহি তত্রৈব—

গিরিবর চরণাব্জান্নিস্তাম্বু প্রপূর্ণং
মণিখচিত সুতীর্থ ঞ্চৈক রত্নাখ্যকুণ্ডম্।
লসতি বিবিধবৃক্ষৈর্বেষ্টিতং বল্লিযুক্তৈ
রসয়তি হরিলীলাং যত্র ভক্তালিমালা ॥

অনুবাদ ঃ—যাহা শ্রীগিরিরাজের শ্রীচরণ কমল হইতে বিনিস্তঃ চরণামৃতে পরিপূর্ণ, যাঁহার চতুর্দ্দিকের সোপান শ্রেণী মণিতে নিবদ্ধ রত্নকুণ্ড নামে এইরূপ এক কুণ্ড শোভা পাইতেছেন। ইহার চতুর্দ্দিক লতাবেষ্টিত হইয়া বৃক্ষাবলীতে আচ্ছাদিত, শ্রীভগবদ্ভক্ত রূপী ভ্রমরগণ এখানে সতত শ্রীহরিলীলারস আস্বাদন করিতেছেন।

শ্রীগোয়াল পোখরা

শ্রীশ্যামকুটীরের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীগোয়াল পোখরা নামক এক কুণ্ড বিরাজিত।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় ঃ ইহা রত্ন সিংহাসনের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে মধুমঙ্গলের নিকট হইতে সখাগণ সূর্য্য পূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

যস্মিন্ স্বসখিভিঃ কৃষ্ণঃ পায়য়তি পয়শ্চ গাঃ।
পথোহসব্যেহস্তি গোপালকুণ্ডং শৈলেন্দ্রকর্ণবৎ ॥

অনুবাদ ঃ—যে কুণ্ডে সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন গো সমূহকে জল পান করাইয়া থাকেন, শ্রীগিরিরাজের কর্ণ সাদৃশ সেই শ্রীগোপাল কুণ্ড শোভা পাইতেছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম গোয়াল পোখরা।

শ্রীসন্ত নিবাস

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীসন্ত নিবাস নামক আশ্রমে শ্রীনাথজী মহারাজের চিত্রপট সেবা ও অখণ্ড শ্রীরামায়ণ পাঠ চলিতেছে।

শ্রীনির্ব্বান ভারতী বাবা আশ্রম

চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীনির্ব্বান ভারতী বাবা আশ্রম দেখিতে পাইবেন।

—ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ—

শ্রীহরিগোকুল

শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীহরিগোকুল মন্দির অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

মৃতানাং মুক্তিদং তীর্থং মার্গেহস্তি হরিগোকুলম্।
যত্র কৃষ্ণাদিভিঃ সার্দ্ধং বাসং নন্দশ্চকার হ ॥

অনুবাদ ঃ—পরিক্রমার মার্গে মৃতপ্রাণী সকলকে মুক্তি প্রদানকারী শ্রীহরিগোকুল নামে এক তীর্থ বিদ্যমান্, প্রাচীন কালে শ্রীকৃষ্ণ আদি ব্রজবাসীগণের সহিত শ্রীনন্দ মহারাজ এই তীর্থে নিবাস করিয়াছিলেন।

শ্রীকল্লোল কুণ্ড

শ্রীহরিগোকুল হইতে বামপার্শ্বে একটি গলিপথ দেখিতে পাইবেন। ঐ গলিপথে চলিতে থাকিলে শ্রীকল্লোল কুণ্ড দর্শন হইবে। 'শ্রীগর্গ-সংহিতায়' এই কুণ্ডের নাম শ্রীকন্দুক ক্ষেত্র। মহানুভব বৃন্দ বলিয়া থাকেন শ্রীকল্লোল বিহারীর নামে এই কুণ্ডের নাম কল্লোল কুণ্ড। কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীকল্লোল বিহারী মন্দির বিরাজিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

প্রিয় বিলসতি পূর্ব্বে তস্য বৈ রাধিকেশো
বিহরতি সখিভির্যৎ পার্শ্বদেশে বনান্তে।
বহুমণিচিত তীর্থং চাবৃতং কল্পবৃক্ষৈঃ
সুখদমমৃতং তৎ পশ্য কল্লোল কুণ্ডম্॥

অনুবাদ ঃ—হে প্রিয়! সেই হরি গোকুল তীর্থের পূর্ব্বভাগে কল্লোল কুণ্ড নামক এক কুণ্ড বিরাজিত আছে। যে কুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী বনে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সমভিব্যাহারে বিহার করিয়া থাকেন। যাহার চতুর্দ্দিকের সোপানশ্রেণী বিবিধ মণির দ্বারা বিনির্ম্মিত এবং কল্পবৃক্ষের দ্বারা পরিবৃত। জীবের ইহলোক পরলোকের সুখ ও মোক্ষ প্রদাতা সেই কল্লোল কুণ্ডকে অবলোকন করে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীমানসীগঙ্গা

শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। শ্রীমানসী গঙ্গার তীরে শ্রীগিরিরাজ মন্দির অবস্থিত। এই মানসীগঙ্গাতেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণের সহিত নৌকা বিলাস লীলা করিতেছেন।

—তথাহি শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—

ইন্দ্র-সনে বাধ করি এ পর্ব্বত ধরে।
তুলিলেক মহাগিরি সপ্তম বৎসরে॥
মানস গঙ্গার ধারা পর্ব্বত-ঈশানে।
স্থল নাহি পার হৈতে নারে গোপীগণে॥

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

হরেঃ ক্রীড়াপাত্রীমমৃতফলদাত্রীং গিরিবরে
স্বয়ম্ভু রুদ্রাদীড়িতমহিত-মাহাত্ম্যবলিতাম্।
লসৎ পদ্মাদ্যাকর্ষিত মধুপগুঞ্জার মুখরাং
মনোগঙ্গাং বন্দে দুরিতচয়হার্য্যম্বুকণিকাম্॥

অনুবাদ :—যিনি শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলার আশ্রয় স্বরূপ, এবং মুক্তি ও অক্ষয়ফল প্রদাতৃ বলিয়া ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতাগণ যাঁহার পূজাদি করিয়া থাকেন, যিনি প্রস্ফুটিত কমল, কুমুদাদি কুসুম সমূহের সৌগন্ধে আকর্ষিত ভ্রমর নিকরের গুঞ্জনের দ্বারা মুখরিত হইতেছেন, যাঁহার সলিল কণিকামাত্র স্পর্শে নিখিল পাপরাশি বিদূরিত হয়, আমি সেই শ্রীমানসী গঙ্গাজীকে বন্দনা করি।

—তথাহি তত্রৈব—

স্পর্শমাত্র রোগশোকতাপপুঞ্জনাশিনী
স্বর্গাদীবারেষুঞ্চমজ্জনাচ্চ যজ্জনিঃ
নাব্যকেলিতৃষ্ণকৃষ্ণহার্দ্দি-পূর্ত্তিদায়িনী
সা পুনাতু মানসী ত্রিমার্গগাখ হারিণী॥

অনুবাদঃ যাঁহার জল স্পর্শমাত্রে রোগ শোক ও তাপ সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর ধারাতে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকের জল হইতে যাঁহার উৎপত্তি, যিনি স্বীয় প্রবাহে নৌকা বিহারে ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণের মনো অভিলাষ পূর্ণ করেন, সেই সর্ব্ব পাপহারি শ্রীমানসী গঙ্গা আমাদিগকে সতত পবিত্র করুন।

শ্রীব্রহ্মকুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত। শ্রীব্রহ্মকুণ্ড অনন্ত মহিমায় এই স্থানে বিরাজিত আছেন।

—তথাহি শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—

আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্ব্বত-উপর।
ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড সর্ব্বতীর্থ-সার॥
ইন্দ্রকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে।
পৃথিবীতে যত তীর্থ ইহাতে বিশ্রামে॥

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

গঙ্গায়া দক্ষিণে যত্র ব্রহ্মণারাধিতোহচ্যুতঃ।
তত্রাস্তি ব্রহ্মকুণ্ডং যদ্ ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্॥

অনুবাদঃ—শ্রীমানসী গঙ্গার দক্ষিণভাগে এবং শ্রীহরিদেবের বায়ুকোণে যেখানে শ্রীব্রহ্মাজী শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তথায় ব্রহ্মকুণ্ড নামক এক রমণীয় কুণ্ড রহিয়াছে, যে কুণ্ড মনুষ্যের স্বর্গাদি সুখ ভুক্তি এবং কৈবল্য সুখ মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীমনসাদেবী মন্দির

শ্রীমানসীগঙ্গার নক্ষীণতীরে শ্রীমনসাদেবী মন্দির অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

স্বগণৈ র্মনসাদেবী তৎপ্রাচ্যামস্তি মন্দিরে।
যা দদাত্যখিলাভীষ্টং গৃহস্থানাং স্বসেবিনাম্॥

অনুবাদ ঃ—সেই ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে মন্দির মধ্যে শ্রীমনসাদেবী অষ্টনাগ সহ বিরাজ করিতেছেন। গৃহস্থ মাত্রেই তাঁহার সেবা করিয়া সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীহরিদেব মন্দির

শ্রীব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে শ্রীহরিদেব মন্দির বিরাজিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

নাদ্রাক্ষীস্ত্বং পরমরুচিরে ব্রহ্মকুণ্ডস্যতীরে
দিব্যং কিং শ্রীগিরিবরধরং প্রেমদং কর্হি ধিক্ ত্বাম্।
শীঘ্রং বাঞ্ছা সফল বিধয়ে কল্পবৃক্ষাদুদারং
গত্বা নেত্রং সফলয় সখে! বীক্ষ্য দেবাধিদেবম্॥

অনুবাদ ঃ—হে সখে! তুমি কি কোন দিন পরম কমনীয় শ্রীব্রহ্মকুণ্ড তীরে প্রেম প্রদাতা দিব্যকান্তি ময় শ্রীগিরিবর ধারীকে দর্শন কর নাই? যদি না করিয়া থাক তবে তোমাকে ধিক। তুমি অতি সত্বর তথায় গিয়া সর্ব্ব বাঞ্ছা সফলকারী কল্পবৃক্ষ হইতেও পরমোদার দেবাধিদেব সেই শ্রীহরিদেবকে দর্শন করিয়া নয়ন যুগলের সফল কর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও ভ্রমণকালে শ্রীহরিদেবজীকে দর্শন করিয়াছিলেন।

—তথাহি শ্রীচৈত্য চরিতামৃতে—

প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁহা হইলা প্রণাম॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হৈয়া।
সবলোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল॥

রাজপথ

শ্রীহরিদেব মন্দির দর্শনান্তে পরিক্রমা রাস্তায় আসিয়া চলিতে চলিতে মথুরা-বর্ষাণা রাজপথ (Main Road) দেখিতে পাইবেন।

—তথাহি শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—

পর্ব্বতের মধ্যে দিয়া আছে রাজপথে।
গোকুল মথুরা লোক করে গতায়াতে॥

শ্রীঋণমোচন কুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীঋণমোচন কুণ্ড অবস্থিত। বর্ত্তমানে কুণ্ডটি সর্ব্বসাধারণের অদৃশ্য, সেখানে বিদ্যুৎ ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

এ ঋণমোচন-পাপমোচন-আখ্যান।
ঋণপাপ ঘুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান॥

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

ঋণমোচনকুণ্ডং যদ্ধরিদেবস্য দক্ষিণে।
অস্তি তস্মিন্নরাঃ স্নাত্বা মুচ্যন্ত ঋণপাতকাৎ॥

অনুবাদ ঃ- শ্রীহরিদেব মন্দিরের দক্ষিণদিকে কিয়দ্‌দূরে পরিক্রমার বাম দিকে ঋণমোচন নামে এক কুণ্ড আছে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কুণ্ডে স্নান করিলে ঋণ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীপাপমোচন কুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীপাপমোচন কুণ্ড অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

তদ্দক্ষিণে চকাস্ত্যারাৎ কুণ্ডং হি পাপমোচনম্।
স্নানং কৃত্বা নরো যস্মিন্ সর্ব্বপাপাদ্বিমুচ্যতে॥

অনুবাদ ঃ—সেই ঋণমোচন কুণ্ডের দক্ষিণ দিকের অনতিদূরে পরিক্রমার বামদিকে পাপমোচন নামে এক কুণ্ড আছে, কিন্তু বর্ত্তমান সেই কুণ্ডের নাম নিবর্ত্তকুণ্ড। মানব ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

—তথাহি শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—

সর্ব্বপাপহর কুণ্ড পর্ব্বত-দক্ষিণে
তাহার উপরে দেখ শিলা উবটনে ?॥

শ্রীদানঘাটী

চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে 'শ্রীদানঘাটি' মন্দির দেখিতে পাইবেন।

'শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে ঃ—ইহা দান-নিবর্ত্তন কুণ্ডের পশ্চিমে অল্প ব্যবধান শ্রীগোবর্দ্ধনের উপরে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত দানলীলা অর্থাৎ শুল্ক আদায় লীলাছলে প্রেমকোন্দল করিয়াছিলেন। দান ঘাটিতে শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন স্থানের উত্তর শ্রীমন্দির শোভা বিস্তার করিতেছেন।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

অহে শ্রীনিবাস, এই 'দানঘাটি' স্থান।
রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ এথা সাধে গব্য-দান॥
এই স্থানে শ্রীচৈতন্য-সঙ্গের বিপ্রেরে।
জিজ্ঞাসেন দান-প্রসঙ্গাদি ধীরে ধীরে॥
দান-প্রসঙ্গাদি বিপ্র কহিল বিবরি'।
শুনি' হর্ষে মন্দ মন্দ হাসে গৌরহরি॥

—তথাহি শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—

পর্ব্বত-উপরে হের দেখ রম্য স্থান।
এই খানে গোপিকারে সাধে মহাদান॥

বসিয়া সাধিল দান এই ত পাষাণে।
এই দান চবুতারা দেখ বিদ্যমানে ॥
পাষাণ দেখিয়া প্রভু গদ গদ স্বর।
অরুণ বরণ ভেল সব কলেবর ॥
নিজ কর দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষাণ।
এক দৃষ্টে চাহে প্রভু বসিবার স্থান ॥
ক্ষণে বুক দেই ক্ষণে করে নমস্কার।
ক্ষণে বলে রাধাদান দেহ না আমার ॥
অবশ শরীর প্রভু পড়ে ভূমিতলে।
ক্ষণে যে উঠিয়া সে পাথর করে কোলে ॥

এই স্থানকে কেহ কেহ 'শ্রীকৃষ্ণদেবী' বলিয়া থাকেন :

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং
—ব্রজবিলাসে ৭৭তম শ্লোকে—

ঘট্টক্রীড়া কুতুকিতমনা নাগরেচন্দ্রানবীনো
দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন।
যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্বাং নিজগণবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীম্ ॥

অনুবাদ :—ঘাটে দানগ্রহণ ক্রীড়ার কুতূহলাক্রান্তচিত্ত হইয়া নবীন নাগরাজ কৃষ্ণ বেই ঘাটে প্রাতঃকালে দানী সাজিয়া চারিদিকে সখাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা মদনের প্রাপ্য দুগ্ধাদির অংশ (তোলা) গ্রহণ-ছলে নিজগণবেষ্টিত শ্রীরাধাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণবেদীকে স্তুতি করিতেছি।

শ্রীদানীরায়ের মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণে শ্রীগিরিরাজের উপরিভাগে শ্রীদানীরায়ের মন্দির অবস্থিত।

'শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে' দৃষ্ট হয়ঃ—দানঘটির দক্ষিণে শ্রীগিরিরাজের উপরিভাগে শ্রীদানীরায়ের মন্দির অবস্থিত। তথায় ললিত ত্রিভঙ্গ বেশে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দানীরায় নামে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীরামানন্দি আশ্রম

রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীরামানন্দী আশ্রমে শ্রীগিরিধারী ও শ্রীহনুমানজী পূজিত হইতেছেন।

শ্রীরামসীতা মন্দির

চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীরামসীতা মন্দিরে শ্রীরাম-সীতা ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি বিরাজিত। এই মন্দিরের পার্শ্বেই শ্রীজগদীশ্বর মহাদেব মন্দিরে শ্রীজগদীশ্বর মহাদেব অবস্থিত।

শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ বিরাজিত।

শ্রীদাউজী মন্দির

শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীদাউজী মন্দির। মন্দিরে শ্রীদাউজী মহারাজ বিরাজিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠ। মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ ও শ্রীগৌর-গদাধর বিগ্রহ অবস্থিত।

শ্রীউদাসীন কার্ষ্ণি মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীউদাসীন কার্ষ্ণি মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ বিরাজিত।

শ্রীনাগা আশ্রম

চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীনাগা আশ্রমে শ্রীগিরিরাজ মহারাজ অবস্থিত।

শ্রীভীম নগর

চলিতে চলিতে সাম্‌নে 'শ্রীভীমনগর' নামে একটি ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রামে ব্রজবাসীগণ মহানন্দে নিবাস করিতেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীরামসীতা মন্দির

শ্রীআনোর গ্রামের উত্তরে, পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীরামসীতা মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী বিরাজিত।

শ্রীআনোর গ্রাম

পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতে সাম্‌নে শ্রীআনোর গ্রাম।

'শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে' দৃষ্ট হয়ঃ—ইহা শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামের দুই মাইল দক্ষিণে শ্রীগিরিরাজ সংলগ্ন। এই স্থানে শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণের ভক্তি নিবেদিত চর্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্বিধ ষড়রস সমূহ অন্নকূট ভোগ গ্রহণের নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজ কৃপা করিয়া উচ্চস্বরে "আনো আনো" এইরূপ বারম্বার বলিয়াছিলেন। সেই হইতে এই গ্রাম আনোর বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে শ্রীসদ্‌দুপাণ্ডের গৃহে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের বৈঠক বিরাজিত। ইহার সম্মুখে কটোরা ও অঞ্জনী শিলা, বাজনীশিলা দর্শনীয়।

প্রকট

এই গ্রামের পেছনে শ্রীগিরিরাজের তটে প্রকট নামক স্থান অবস্থিত। প্রবাদ আছে এই স্থানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে শ্রীভগবান দুগ্ধদান ছলে দর্শন দিয়াছিলেন এবং গোস্বামীপাদ এখানে শ্রীনাথজীকে প্রকট করেন।

— তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

পূর্ব্বে মাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে-ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ॥
প্রেমে মত্ত, নাহি তাঁর রাত্রি-দিন জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান ॥
শৈল (গোবর্দ্ধন পর্ব্বত) পরিক্রমা করি
গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ॥
গোপবালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাঁসিয়া ॥
পুরী! এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান ॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্ শেষ ॥
পুরী কহে কে তুমি, কাহাঁ তোমার বাস।
কেমনে জানিলে—আমি করি উপবাস ॥
বালক কহে—গোপ আমি, এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥
কেহ অন্ন মাগি খায়, কেহ দুগ্ধহার।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার ॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেল।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ॥

গো-দোহন করিতে চাহি—শীঘ্র আমি যাব।
পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব ॥
এত বলি গেলা বালক, না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হইল চমৎকার ॥
দুগ্ধপান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট (পথ) দেখে সে বালক পুনঃ না আইল ॥
বসি নাম লয় পুরী নাহি নিদ্রা হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল—বাহ্যবৃত্তি-লয় ॥
স্বপ্ন দেখে—সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিয়া ॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে—আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে মহাদুঃখ পাই ॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় (বাহির কর) কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভালমতে ॥
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ স্নপন ॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা—অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।

ব্রজের স্থাপিত আমি—ইহাঁ অধিকারী ॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া ॥
সেই হইতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ়-সাবধানে ॥
এত বলি সেই বালক অন্তর্ধান হৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥
শ্রীকৃষ্ণ দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইল সুস্থির ॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি কহিতে লাগিলা ॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে, চল তারে বাহির যে করি ॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে ॥
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে ॥
ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হইল আনন্দে বিস্মিত ॥
আবরণ দূর করি করিল বিদিতে।

মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে ॥
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত উপরে গেল ঠাকুর লইয়া ॥
পাথর-সিংহাসন উপর ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল ॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা।
গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা ॥
নবশতঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত ॥
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥

শ্রীসঙ্কর্ষণ কুণ্ড

চলিতে চলিতে গ্রামের শেষে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীসঙ্কর্ষণ কুণ্ড। কুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে শ্রীবিহারীজী মন্দির (সঙ্কর্ষণ দেব) অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

অস্তি তদ্দক্ষিণে কুণ্ডং সঙ্কর্ষণাখ্যমিষ্টদম্।
যস্যোদীচ্যাঃ তটে সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণো বিরাজতে ॥

অনুবাদ ঃ—সেই আনোর গ্রামের দক্ষিণে অর্থাৎ পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে মানবের মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদ সঙ্কর্ষণ নামে এক কুণ্ড বিরাজিত। সেই কুণ্ডের উত্তর তটে সাক্ষাৎ শ্রীসঙ্কর্ষণদেব বিরাজিত।

—তথাহি শ্রীমদ্বারাহমহাপুরাণে—

তীর্থং সঙ্কর্ষণং নাম্না বলভদ্রেণ রক্ষিতম্
গোহত্যা পূর্ব্বসংলগ্না উত্তীর্ণা তত্র দূরতঃ
স্নানাদ্ গচ্ছতি স ক্ষিপ্রং নাত্র কর্য্যা বিচারণা ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীবলভদ্র কর্ত্তৃক রক্ষিত শ্রীসঙ্কর্ষণ নামে একতীর্থ বিদ্যমান। এই তীর্থে স্নান করিলে অতিশীঘ্র পূর্ব্বকৃত গোহত্যাদি জনিত মহাপাতক রাশি পলায়ন করে। ইহাতে বিচারের আবশ্যকতা নাই।

শ্রীগৌরী কুণ্ড

যাত্রীগণ শ্রীসঙ্কর্ষণ কুণ্ডের পূর্ব্ব তীরে একটি গলিপথ দেখিতে পাইবেন। ঐ গলিপথে শ্রীগৌরী কুণ্ডে যাওয়া যায়।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

তদ্যাগ্নেয্যাং হি পাপঘ্নং গৌরীতীর্থং হরীক্ষয়া।
এতি যত্রান্বহং চন্দ্রাবলী গৌর্য্যর্চ্চনচ্ছলাৎ ॥

অনুবাদ ঃ—এই সঙ্কর্ষণ কুণ্ডের অগ্নিকোণে পরিক্রমার রাম-দিকের কিয়দ্দূরে সর্ব্বপাপনাশক গৌরী তীর্থ নামে এক কুণ্ড রহিয়াছে, এখানে শ্রীচন্দ্রাবলী প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া গৌরী পূজার ছলে আগমন করিয়া থাকেন।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকারে—

পৈঠ গ্রাম-আদি রম্যস্থান দেখাইয়া।
'গৌরীতীর্থে' পণ্ডিত আইলা উলটিয়া॥
পণ্ডিত উল্লাসে কহে—দেখ শ্রীনিবাস।
এই গৌরীতীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস॥

শ্রীনীপ কুণ্ড

শ্রীগৌরী কুণ্ডের পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীগর্গ-সংহিতায় এই ক্ষেত্রের নাম "শ্রীদ্রোণ ক্ষেত্র"।

শ্রীগর্গ সংহিতায় দৃষ্ট হয়ঃ—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিলে বালকগণ প্রত্যেকেই দধিভাণ্ড গ্রহণ করিয়া সানন্দে ভূতলে পাতিত করিল। "অহো! এই নন্দনন্দন অত্যন্ত ধূর্ত্ত, নির্ভয়, নিরঙ্কুশ-ভাষণশীল, স্বগৃহে নিরীহ ও বনে বলবান; আমরা অদ্যই নন্দ যশোদাকে একথা বলিয়া দিব", গোপীগণ এইরূপ বলিতে বলিতে সহাস্যবদনে স্বগৃহে গমন করিলেন। মাধব কদম্ব ও পলাশপত্রের দ্রোণী প্রস্তুত করিয়া বালকগণ সহ সেই সকল পিচ্ছিল দধি ভক্ষণ করিলেন। তদবধি তত্রত্য তরুসমূহের পত্র দ্রোণাকার হইয়া গেল; আর সেই মহাপুণ্যক্ষেত্র দ্রোণ নামে অভিহিত হইল। সেইস্থানে দধিদান ও পত্রপুটে দধি ভক্ষণ করিয়া নমস্কার করিলে, নর গোলোক হইতে চ্যুত হয় না।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

গৌরীতীর্থে নীপ-বৃক্ষরাজ মনোহর।
'নীপকুণ্ড' দেখ এই পরম সুন্দর॥

শ্রীসাক্ষীগোপাল মন্দির

পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীসাক্ষীগোপাল মন্দির। এই মন্দির যাত্রীগণ পরিক্রমা করে থাকে।

শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

এই 'শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড'—মহিমা অনেক।
এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক॥

এই কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীরাধা-গোবিন্দ মূর্ত্তি বিরাজিত। দক্ষিণ তীরে শ্রীমদন মোহন মন্দিরে শ্রীরাধা-মদনমোহন বিগ্রহ এবং শ্রীরাসবিহারী মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ বিরাজিত। নৈঋত কোণে শ্রীনাথজী মন্দিরে অপরূপ শ্রীনাথ মূর্ত্তি বিরাজিত। পশ্চিম তীরে শ্রীগোবর্দ্ধন মহারাজ। উত্তর তীরে টীলার উপরে শ্রীমদনমোহন মন্দিরে শ্রীরাধা-মদন-মোহন এবং শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ বিরাজিত। পার্শ্বেই শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহারাজের আশ্রম।

—তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং—

—ব্রজবিলাসে—

নীচৈঃ পৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্।

গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতারাজ্যে স্ফুটং কৌতুকাত্তৈর্যৎ
প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥

অনুবাদ ঃ—এই গোবর্ধনপর্বতের এক প্রদেশে ইন্দ্র স্বয়ং অত্যধিক ভয়ে অভিভূত হইয়া সাগ্রহে সুরভিদ্বারা যে মন্দাকিনীজলে বিশ্বের আধিপত্য রাজ্যে গোবিন্দের নূতন অভিষেকোৎসব সাক্ষাদ্ভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই অভিষেক জল হইতে যে কুণ্ডের আবির্ভাব, সেই গোবিন্দকুণ্ড আমার নয়নে সর্ব্বদা স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন।

—তথাহি শ্রীমথুরাখণ্ডে—

যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মখোনা যদুবৈরিণা।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্ ॥

অনুবাদ ঃ—যথায় শ্রীভগবান্ গোবিন্দ যাদবশত্রু ইন্দ্রকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিষেক হইতে উৎপন্ন গোবিন্দকুণ্ড স্নানমাত্রে মোক্ষ প্রদান করে।

—তথাহি আদিবারাহে—

অন্নকূটস্য সান্নিধ্যে তীর্থং শক্রবিনির্মিতম্।
তস্মিন্ স্নানে তর্পণে চ শতক্রতুফলং লভেৎ ॥

অনুবাদ ঃ—অন্নকূটস্থানের নিকটে ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রকটিত গোবিন্দকুণ্ডনামক তীর্থ আছে। তাহাতে স্নান ও তর্পণ করিলে শতযজ্ঞের ফল লভ্য হয়।

শ্রীগন্ধর্ব্ব কুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীগন্ধর্ব্ব কুণ্ড অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

দেখহ গন্ধর্ব্ব কুণ্ড অতিরম্য স্থল।
এথা কৃষ্ণগুণগানে গন্ধর্ব্ব বিহ্বল ॥

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

তদ্দক্ষিণে হি গন্ধর্ব্ব কুণ্ডং চকাস্তি মুক্তিদম্।
গন্ধর্ব্বৈর্ঃ সংস্তুতো যত্রাভিষেক সময়েহচ্যুতঃ ॥

অনুবাদ ঃ—এই নীপ কুণ্ডের দক্ষিণে-জীবের মুক্তি প্রদানকারী গন্ধর্ব্ব কুণ্ড নামে এক কুণ্ড সুশোভিত, এখানে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কালে গন্ধর্ব্বগণ সমবেত রূপে স্তুতি করিয়াছিলেন।

——

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীআটভুজ গণেশ মন্দির

শ্রীপুছরী গ্রামের উত্তরে পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীআট ভূজা গণেশ মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির যাত্রীগণ পরিক্রমা করে থাকেন।

শ্রীগিরিরাজ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীগিরিরাজ মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরকেও যাত্রীগণ পরিক্রমা করে থাকেন।

শ্রীচতুর্ভুজ গণেশ মন্দির

চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীচতুর্ভুজ গণেশ মন্দির দর্শনীয়।

শ্রীপুছরী গ্রাম

শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডের দেড় মাইল দক্ষিণে শ্রীপুছরী গ্রাম। শ্রীগিরিরাজ মহারাজ ময়ূরাকৃতি। ময়ূরের পেছনে পুচ্ছ থাকে, সেই অনুসারে শ্রীগিরিরাজ মহারাজের দক্ষিণ প্রান্তকে শ্রীপুছরী গ্রাম বলে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দির অবস্থিত। মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীবলরাম দেবজী বিরাজিত।

শ্রীসন্তোষী মাতা মন্দির

চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীসন্তোষী মাতা মন্দিরে শ্রীসন্তোষী দেবী বিরাজিত।

শ্রীলোঠাজী মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীলোঠাজী মন্দির। মন্দিরে শ্রীলোঠাজী বিরাজিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

তৎপশ্চিমেহস্তি লোঠেতি খ্যাতো যদুপতেঃ সখা।
যোহন্নং জলঞ্চ সংত্যক্ত্বাবস্থিতো বিরহাতুরঃ॥

অনুবাদ ঃ—সেই অপ্সরা কুণ্ডের পশ্চিমে পরিক্রমার পার্শ্বে যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া অন্ন ও জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন তিনি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের এক সখা। ইনি লোঠা নামে বিখ্যাত।

শ্রীলোঠাজী সম্বন্ধে এক জনশ্রুতি ঃ—যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়াছিলেন তখন তিনি লোঠাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। লোঠা বলিলেন, ভাই! আমি ত ব্রজের বাহিরে যাইব না, আর যত দিন পর্য্যন্ত তুমি দ্বারকা হইতে ফিরিয়া না আসিবে, আমি ততদিন অন্নজল কিছুই গ্রহণ করিব না সেই দিন হইতে শ্রীলোঠাজী এই পুছরীতে ভজন করিতেছেন।

শ্রীগৌরগোবিন্দদাস বাবার কীর্ত্তন মন্দির

শ্রীলোঠাজী মন্দিরের পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দদাস বাবার কীর্ত্তন মন্দির অবস্থিত। এখানে শ্রীগৌরগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজের ও শ্রীলাড়লীদাস বাবাজী মহারাজের এবং শ্রীগিরিরাজ মহারাজজীর চিত্রপট সেবা চলিতেছে। এখানে অখণ্ড শ্রীশ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) অত্যন্ত সমারোহে চলিতেছেন।

শ্রীঅপ্সরা কুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীঅপ্সরা কুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীঅপ্সরা বিহারী মন্দির, নৈঋত কোণে শ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দির, দক্ষিণ তীরে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

তৎপশ্চিমেঽস্তি শোভাঢ্যং অপ্সরা কুণ্ডনামকম্।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং যৎস্নানাল্লভতে ফলম্॥

অনুবাদ ঃ—সেই পুচ্ছ কুণ্ডের পশ্চিমে পরম রমণীয় অপ্সরা-কুণ্ড নামে এক কুণ্ড সুশোভিত, এই কুণ্ডে স্নান করিলে মানবগণ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

—তথাহি শ্রীমদ্বারাহমহাপুরাণে—

কুণ্ডং চাপ্সরসং নাম প্রসন্নসাললাশয়ম্।
তত্র স্নানং তর্পণঞ্চ কৃত্বা ফলমবাপ্নুয়াৎ।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং ধূতপাপ্মা ন সংশয়ঃ॥

অনুবাদ ঃ—নির্ম্মল সলিলে পরিপূর্ণ অপ্সরা নামে এক কুণ্ড বিদ্যমান। এই কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিলে মনুষ্যগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন ইহাতে কোন সংশয় নাই।

শ্রীনবাল কুণ্ড

শ্রীঅপ্সরা কুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে শ্রীনবাল কুণ্ড অবস্থিত। এই শ্রীনবাল কুণ্ডের প্রাচীন নাম "**শ্রীপুচ্ছ কুণ্ড**"। ভরতপুর নিবাসী শ্রীমতী নবলরাণী এই কুণ্ডের সংস্কার করায়, বর্ত্তমান নাম 'শ্রীনবাল কুণ্ড'। কুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে শ্রীনৃসিংহ দেবের মন্দির, দক্ষিণ দিকে শ্রীহনুমানজী মন্দির।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

নগরী পুচ্ছরীত্যাখ্যা গিরিরাজস্য দক্ষিণে।
চকাস্তি তদ্বচীচ্যাং বৈ পুচ্ছকুণ্ডং বিমুক্তিদম্॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীগিরিরাজের দক্ষিণে পরিক্রমার বামপার্শ্বে পুছরী নামে একটি গ্রাম রহিয়াছে, এই গ্রামের উত্তরে ময়ূরাকৃতি শ্রীগিরিরাজের পুচ্ছদেশে পুচ্ছ নামক এক কুণ্ড শোভা পাইতেছেন। এই কুণ্ডে স্নান করিলে মানব বিশেষ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামীপাদের গোফা

শ্রীঅপ্সরা কুণ্ডের উত্তরে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গোফা অবস্থিত। এই গোফার পার্শ্বেই শ্রীনাথজী মন্দিরে শ্রীনাথজী মহারাজ বিরাজিত।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

এই মোর গোফা—আমি রহিয়ে এথায়।
দেখি' গোবর্ধন-শোভা মহাসুখ পাই॥
এই গোবর্ধন-গুহা অতি মনোহর।
এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে নিরন্তর॥

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

রাধা মুকুন্দযুগলৌ সততং রমেতে
দিব্যা গুহা লসতি রাঘব-পণ্ডিতস্য।
গৌরাঙ্গসেবকগণাশ্চ বসন্তি যস্যাং
কুঞ্জৈর্দ্রুমৈঃ পরিবৃতা গিরিরাজ পার্শ্বে॥

অনুবাদ ঃ—পরিক্রমা পথের দক্ষিণে শ্রীগিরিরাজের পার্শ্বস্থ স্থানে বহুবৃক্ষ পরিবেষ্টিত কুঞ্জ সমূহে বিমণ্ডিত শ্রীপাদ রাঘব পণ্ডিতের ভজন কুটী নামক একটি মনোহর গোফা শোভা পাইতেছে। এই গোফার অভ্যন্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবকগণ এই গোফার সন্নিকটে সর্ব্বদা ভজন করিতেছেন।

শ্রীমহুয়া

যাত্রীগণ পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীমহুয়া আশ্রম দেখিতে পাইবেন। এক জনশ্রুতি—এখানে মহুয়া নামে একটি বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের নামানুসারে আশ্রমের নাম শ্রীমহুয়া।

শ্রীসুরভী কুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীসুরভী কুণ্ড অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

দেখহ 'সুরভীকুণ্ড' মহিমা অপার
এথা নানা কৌতুক কহিতে সাধ্য কা'র ॥

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

সুখদং সুরভীকুণ্ডং নৌমি শৈলার্চ্চনস্থলম্।
যত্র স্বসখীভির্নানা কৌতুকমকরোদ্ধরিঃ ॥

অনুবাদ ঃ—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সখাগণের সমভিব্যহারে বিবিধ বিহার করিয়া থাকেন, শ্রীগিরিরাজের অর্চ্চনাস্থল পরম সুখপ্রদ সেই শ্রীসুরভী কুণ্ডকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় ঃ ইহা দাউজী মন্দিরের বায়ুকোণে অবস্থিত। ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ পদে অভিষিক্ত করার পরে এই স্থানে সুরভী আপন দুগ্ধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন।

শ্রীদাউজী মন্দির

শ্রীসুরভীকুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীদাউজী মন্দির অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়ঃ—পুছরীর এক মাইল উত্তরে শ্রীগিরিরাজের উপরে অবস্থিত। মন্দিরে যাইবার সময় শৃঙ্গার শিলা দর্শনীয়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বৎসর বয়সের চরণচিহ্ন বিরাজমান। তাহার নিকটে সুরভী, ঐরাবত ও ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের ভিতরে অঞ্জনশিলা বিরাজমান। প্রবাদ আছে এই মন্দিরের নিম্নদেশে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যভাগে একটি গভীর গহ্বর আছে। যাহার অভ্যন্তরে এখনও কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হন না। এই মন্দিরের পার্শ্বে আসিয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়াছিলেন।

শ্রীইন্দ্র কুণ্ড

শ্রীদাউজী মন্দিরের নিম্নদেশে শ্রীইন্দ্রকুণ্ড অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

শক্রতীর্থং পথোহিসব্যে চকাস্তি শক্রনির্ম্মিতম্।
স্বাপরাধ ক্ষমার্থায় যত্রেন্দ্রঃ প্রাকরোৎস্তুতিম্॥

অনুবাদঃ—এই গোফার অনতিদূরে পরিক্রমার দক্ষিণে ঢোকা দাউজীর নিম্নভাগে শক্রতীর্থ নামে এক কুণ্ড বিদ্যমান, এই কুণ্ডের বর্ত্তমান নাম ইন্দ্র কুণ্ড, এই কুণ্ডের তীরে ইন্দ্র স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বহুশঃ স্তুতি করিয়াছিলেন।

—তথাহি আদিবারাহে—

অন্নকূটস্য সান্নিধ্যে তীর্থং শক্রবিনির্ম্মিতম্।
তস্মিন্ স্নানে তর্পণে চ শতক্রতুফলং লভেৎ ॥

অনুবাদঃ অন্নকূট স্থানের অনতিদূরে ইন্দ্র নির্ম্মিত যে ইন্দ্রকুণ্ড বিরাজিত আছে, সেই কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিলে শত-যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ ইন্দ্র পদবী লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে উল্লিখিত আছেঃ—শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডের দক্ষিণে শ্রীশক্রকুণ্ড অবস্থিত। ইন্দ্র এখানে স্বীয় অপরাধ ক্ষমা-পণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে বহুশঃ স্তুতি করিয়াছিলেন। একটি কিম্বদন্তী আছে যে ইন্দ্রের অনুতাপ জনিত অশ্রুধারা প্রবাহের দ্বারা এই কুণ্ডটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে কুণ্ডটি লুপ্তপ্রায় অবস্থায় দর্শকের নয়নগোচর হইতেছেন। এই কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিলে শতযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকদম্বখণ্ডি

শ্রীসুরভী কুণ্ডের উত্তরে শ্রীকদম্বখণ্ডি অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

এই যে 'কদমখণ্ডি'—কৃষ্ণ এইখানে।
চাহি' রহে রাধিকাগমনপথ-পানে ॥

শ্রীগর্গ-সংহিতায় দৃষ্ট হয়ঃ—কদম্বখণ্ড তীর্থ হরির সর্ব্বদা লীলাযুক্ত, তাহার দর্শনমাত্রে নর, নারায়ণ হয়।

শ্রীঐরাবত কুণ্ড

শ্রীকদম্বখণ্ডির মধ্যস্থানে শ্রীঐরাবত কুণ্ড অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

বনং কদম্বখণ্ডাখ্যং তদুদীচ্যাং হরেঃ প্রিয়ম্।
যত্রাস্ত্যৈরাবতং কুণ্ডং দর্শনাদ্ভক্তিমুক্তিদম্॥

অনুবাদ ঃ—এই সুরভী কুণ্ডের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় কদম্বখণ্ডী নামক এক বন রহিয়াছে, এই বনের অভ্যন্তরে ঐরাবত নামে এক কুণ্ড বিদ্যমান, এই বন এবং কুণ্ডের দর্শন মাত্রে মানবের ভক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীহরজী কুণ্ড

শ্রীযতীপুরা গ্রামের পশ্চিমে এবং পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এই কুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব ও শ্রীহনুমানজী মন্দির অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়ঃ—'**শ্রীরুদ্র কুণ্ড**'—নামান্তর হরজী কুণ্ড। এই কুণ্ড ঐরাবত কুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত। এখানে শ্রীমহাদেব শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

দেখ 'রুদ্রকুণ্ড'—শোভা নির্জন কাননে।
এথা মহাদেব মগ্ন হৈলা কৃষ্ণধ্যানে॥

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

পথোঽসব্যেঽস্তি পাপঘ্নং রুদ্রকুণ্ডং বিমুক্তিদম্।
কৃষ্ণপাদাব্জয়োর্ধ্যানে মগ্নোঽভূদ্ যত্র শঙ্করঃ॥

অনুবাদঃ—যেখানে শ্রীমহাদেব শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, সেইস্থানে 'রুদ্রকুণ্ড' নামে এক কুণ্ড সুশোভিত রহিয়াছে, এই কুণ্ড ঐরাবত কুণ্ডের বায়ুকোণে, পরিক্রমা পথের দক্ষিণে, এই কুণ্ডে স্নান ও আচমনাদি করিলে মানবের সমস্ত পাপের বিনাশ এবং বিশেষ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীযতীপুরা গ্রাম

পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতে সামনে শ্রীযতীপুরা গ্রাম।

বৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়ঃ—**'শ্রীযতীপুরা'** নামান্তর গোপালপুরা—হরজী কুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীগিরিরাজের সমীপে যে স্থানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীনাথজীর বা গোপালজীর তৃপ্তি বিধানের নিমিত্ত ষড়রসযুক্ত নানাবিধ উপকরণে অন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই স্থান শ্রীমাধবেন্দ্র যতীর নাম হইতে যতীপুরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অদ্যাপিও কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদ দিবসে এখানে মহা সমারোহে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকেন। সন্নিকটে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান। গ্রামে শ্রীমদনমোহন, শ্রীনবনীত প্রিয়াজী ও শ্রীমথুরেশ জীউর মন্দির বিরাজমান। এই গ্রামের প্রাচীন নাম **'শ্রীগোপালপুরা গ্রাম'**।

শ্রীমুখারবিন্দ-অন্নকূট

শ্রীযতীপুরা গ্রামের মধ্যে, পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীমুখারবিন্দ অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ পুরী গোস্বামীপাদ অন্নকূট মহোৎসব করিয়াছিল।

—তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জনা চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি স্তূপ॥

বন্য শাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া, বড়ি, কড়ি, করে বিপ্রগণ॥
জনা পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নববস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটিরাশি উপপর্ব্বত হইল।
সূপ আদি ব্যঞ্জনভাণ্ড চৌদিকে ধরিল॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পয়াস মথনি সর পাশে ধরে আনি॥
হেন মতে অন্নকূট করিয়া সাজন।
পুরী-গোঁসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘট পূরি দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥

শ্রীগোপালজী মন্দির

শ্রীমুখারবিন্দের পার্শ্বে, শ্রীগিরিরাজের উপরে শ্রীগোপালজী মন্দির অবস্থিত। এই শ্রীগোপালজীকে দর্শন করিতে বাসনা জাগিলে, ভগবান সেই বাসনা যে কোন প্রকারে পূর্ণ করিয়া থাকেন। সেইজন্য শ্রীগিরিরাজের উপর পদার্পণ করিতে হয় না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগোপালদেব দর্শন।

—তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

(মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে)

সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥
গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব?
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানিয়া গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা॥

—তথাহি গ্রন্থকারস্য—

অনারুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়াৎ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীগৌরচন্দ্রকে গোবর্দ্ধনারোহণে অনিচ্ছুক দেখিয়া গোপালরূপী হরি স্বয়ং পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিলেন।

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল॥
(তুড়ুক = তুরস্কদেশীয় যবনসৈন্য)
আজি রাত্রে পলাহ, না রহিও একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন॥

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুঁলী গ্রামে থুইল॥
বিপ্র-গৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছ-ভয়ে গোপাল ভাগে বারেবারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥

—তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

(দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে)

বেনুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যম্

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পরশ প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূযবসকন্দরকন্দ-
মূলৈঃ॥

অনুবাদ ঃ—এই গোবর্দ্ধনগিরি কৃষ্ণভক্তগণের শ্রেষ্ঠ, কারণ গিরিরাজ রামকৃষ্ণের পাদপদ্মস্পর্শে পুলকিত হইয়া পানীয় জল, নব নব তৃণ, শীতল ছায়াসমষ্টি কন্দর ও নানাবিধ ফলমূলাদি দ্বারা সেই রামকৃষ্ণের এবং তাঁহাদের গবাদি ও বয়স্যগণের পূজাবিধান করিতেছেন।

গোবিন্দ-কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভুকৈল স্নান।
তাঁহা শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলী গ্রাম॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন॥
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিন শেষ॥

—তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

(দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ষড়বিংশ শ্লোকে)

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহার বামভুজদণ্ড কন্দুকবৎ গোবর্দ্ধনগিরিকে উত্তোলন করিয়াছিল, পদ্মলোচন হরির সেই ভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

এইমত তিনদিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা॥
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে হরি হরি॥
গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥
এইমত গোপালের করুণ-স্বভাব।
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব॥

দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোনছলে গোপাল আসি উত্তরে আপনে।
কভু কুঞ্জে রহে কভু গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখায় তাহারে।
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন॥
বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছ ভয়ে আইল গোপাল মথুরানগরে।
এক মাস রহিল বিঠলেশ্বর ঘরে॥
তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈল মথুরায় রঞা॥

শ্রীমার কুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীমারকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডকে কেহ কেহ উদর কুণ্ড বলে। কথিত আছে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী যখন শ্রীগোপালদেবজীকে প্রকট করেন, তখন মহাসমারোহে অন্নকূট মহোৎসব হইয়াছিল। সেই সময় সমস্ত অন্নের মাড় এই স্থানে আসিয়া জমা হইতে থাকে এবং কুণ্ডের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এই কুণ্ডের নাম মারকুণ্ড। এই এই কুণ্ড দর্শনে অনন্ত ফল লাভ হয়।

শ্রীসুরজ কুণ্ড

চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীসুরজ কুণ্ড দেখিতে পাইবেন। কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির অবস্থিত। বর্ত্তমানে কুণ্ডটি লুপ্ত অবস্থায় দর্শনীয়।

—তথাহি শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—

ইন্দ্রকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে।
পৃথিবীতে যত তীর্থ ইহাতে বিশ্রামে॥

— —

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির অবস্থিত।

শ্রীবিলছু কুণ্ড

শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরের পিছনে শ্রীবিলছু কুণ্ড অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

যত্র রাধা হরিং দৃষ্ট্বা প্রফুল্লবদনাভবৎ।
বিলাস বদনং নাম সেবাস্থলং নগৈবৃতম্॥

অনুবাদ ঃ—যতিপুরার দেড় মাইল উত্তরে পরিক্রমার বাম দিকের অনতিদূরে যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার বদন কমল সানন্দে প্রফুল্লিত হইয়াছিল, সেইস্থানে বৃক্ষাবলীতে পরিবৃত বিলাস বদন নামে এক সেবাস্থল সুশোভিত রহিয়াছে।

—তথাহি তত্রৈব—

তত্রৈব বিলছুকুণ্ডং পথঃ সব্যে চকাস্তি চ।
রত্নাবদ্ধচতুস্তীরং স্নানমাত্রেণ মুক্তিদম্॥

অনুবাদ ঃ—এই বিলাস বদন সেবাস্থলে বিলছু কুণ্ড নামে এক কুণ্ড শোভা পাইতেছে। এই কুণ্ড চতুর্দ্দিকের তটশ্রেণী বিবিধ মণিরত্নের দ্বারা বাঁধান। এই কুণ্ডে স্নান মাত্রই মানব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীজান-আজান বৃক্ষদ্বয়ের বেদী

পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীজান-আজান বৃক্ষদ্বয়ের দেবী দেখিতে পাইবেন। পূর্ব্বে এই বেদীতে শ্রীজান-আজান নামে দুইটি বৃক্ষ ছিল। বর্ত্তমানে বেদীটি বিরাজিত আছে।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়ঃ—এই বৃক্ষদ্বয় শ্রীগিরিরাজের সন্নিধানে অবস্থিত। তদনন্তর শ্রীহনুমানজী বিরাজমান, সর্ব্বসাধারণে ইনি দণ্ডবতী হনুমান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীকলাধারী আশ্রম

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীকলাধারী আশ্রম অবস্থিত। আশ্রমে শ্রীরাম-সীতা ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির অবস্থিত। কেহ কেহ এই স্থান হইতে দুগ্ধধারা অথবা দণ্ডবতী পরিক্রমা আরম্ভ করেন।

দণ্ডবতী পরিক্রমার কয়েকটি নিয়ম

১। দণ্ডবৎ পরিক্রমা কালে শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণানুচিন্তন।

২। পরিক্রমা প্রারম্ভে ও সমাপন কালে ইষ্টদেবের সেবা ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবা সাধ্যমত করিতে হয়।

৩। প্রারম্ভে যতগুলি দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, শেষ পর্য্যন্ত ততগুলি দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে।

৪। পরিক্রমা যতদূর চলিবে তাহার অগ্রে গতাগতি নিষেধ।

৫। শুদ্ধ ভাবে নিত্যক্রিয়া সমাপন করে এবং ধৌত বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক পরিক্রমা করিতে হইবে।

৬। প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীব মাত্রকে কায়মনো-বাক্যে উদ্বেগ দেওয়া উচিত নয়।

৭। পরিক্রমাবিধি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ অথবা পণ্ডিতের নিকট লওয়া উচিত।

৮। পরিক্রমা প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি কাল যাবৎ ক্ষৌর-কর্ম্ম নিষেধ এবং তৈল সাবান ব্যবহার নিষেধ।

৯। দুগ্ধ ধারা পরিক্রমা কালে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত করা উচিত।

শ্রীবিহারীজী মন্দির

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীবিহারীজী মন্দির।

শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরাধা-বল্লভ বিগ্রহ দর্শনীয়।

শ্রীনূতন মন্দির

শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে শ্রীনূতন মন্দির। মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি এবং শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবস্থিত।

শ্রীরাধারমণ মন্দির

শ্রীনূতন মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীরাধারমণ মন্দির। মন্দিরে শ্রীরাধারমণদেবজী ও ললিতা সখী বিরাজিত।

শ্রীতিনকড়ি গোস্বামী পাদের মন্দির

শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চাতে শ্রীতিনকড়ি গোস্বামী পাদের মন্দির। মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ, শ্রীনিতাই-গৌর ও শ্রীগিরিধারী অবস্থিত।

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের আশ্রম

শ্রীমানসী গঙ্গার উত্তর তীরে সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের আশ্রম। এই স্থানে শ্রীসিদ্ধ বাবা কঠোর ভাবে ভজন করেন।

শ্রীনিতাই গৌর মন্দির

শ্রীচাকলেশ্বরে শ্রীনিতাই গৌর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই কীর্ত্তন অত্যন্ত আনন্দের সহিত চলিতেছে।

শ্রীচাকলেশ্বর-চক্রতীর্থ

শ্রীমানসী গঙ্গার উত্তর তীরে শ্রীচাকলেশ্বর অবস্থিত। এই স্থানের প্রাচীন নাম চক্রতীর্থ।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

গোবর্দ্ধনেহস্তি যত্রৈব দোলালীলাস্থলী হরেঃ।
চক্রতীর্থং নরো দৃষ্ট্বা ভুক্তি মুক্তিং লভেত বৈ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীগোবর্দ্ধনে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের দোলা লীলাস্থলী, তথায় চক্রতীর্থ নামক এক তীর্থ বিরাজমান্ রহিয়াছেন, যাঁহার দর্শনে মনুষ্যগণ স্বর্গাদি ভুক্তি এবং কৈবল্যাদি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

—তথাহি তত্রৈব—

চক্রেশ্বর মহাদেব স্তত্রৈব দিব্য মন্দিরে।
রাজতে স্বগণৈঃ সার্দ্ধং জগন্মঙ্গলহেতবে ॥

অনুবাদ ঃ—এই চক্রতীর্থে জগৎ জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীপার্ব্বতী, গণেশ, কার্ত্তিক এবং নন্দীকেশ্বর ইত্যাদি নিজ পরিকর সমভিব্যাহারে শ্রীচক্রেশ্বর মহাদেব মনোহর মন্দিরে বিরাজমান্ রহিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দির

শ্রীচক্রতীর্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দির অবস্থিত।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

তদগ্রে মন্দিরে গৌর-নিত্যানন্দৌ বিরাজতঃ।
যয়োর্দর্শন মাত্রেণ প্রেমাব্ধৌ মজ্জতে সুধীঃ ॥

অনুবাদ ঃ—এই শ্রীমহাদেবের সম্মুখে কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু দিব্য মন্দিরে বিরাজমান্, যাঁহার দর্শনে নিরপরাধী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন।

এই মন্দিরে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র অখণ্ড কীর্ত্তন অত্যন্ত সমারোহে চলিতেছে।

শ্রীলসনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীর

শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দিরের সম্মুখে শ্রীলসনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীর বিদ্যমান। এই কুটীরের পশ্চাতে শ্রীল বল্লভাচার্য্যের বৈঠক অবস্থিত। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু, চক্রতীর্থে অবস্থান বৃত্তান্ত সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

এই 'চক্রতীর্থ' দেখ অহে শ্রীনিবাস।
ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥
চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্ধনে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা ক্রীড়া এইখানে॥

—তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং—

ব্রজবিলাসে ৮৯ তম-৯০ তম শ্লোকৌ

সীরি-ব্রহ্ম-কদম্বখণ্ড-সুমনো-রুদ্রাপ্সরো-গৌরিকা
জ্যোৎস্নামোক্ষণমাল্যহারবিবুধারীন্দ্রধ্বজাদ্যাখ্যয়া।
যানি শ্রেষ্ঠ সবাংসি ভান্তি পরিতো গোবর্ধনাদ্রেরমূ-
নীড়ে চক্রকতীর্থ-দৈবতাগিরি-শ্রীরত্নপীঠান্যপি॥

অহো দোলাক্রীড়া-রসবর-ভরোৎফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগান্ধর্বা-গিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু।

সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিতমুদান্দোলয়তি তৎ
প্রসিদ্ধং গোবিন্দ-স্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥

অনুবাদ ঃ—গোবর্ধন পর্বতের সর্বত্র সঙ্কর্ষণকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, কদম্বখণ্ডি, কুসুমসরোবর, রুদ্রকুণ্ড, অপ্সরাকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, চন্দ্রসরোবর, ঋণমোচনকুণ্ডদ্বয়, মাল্যহারকুণ্ড, অরিষ্টকুণ্ড, ইন্দ্রধ্বজ-বেদী প্রভৃতি নামে প্রসদ্ধি যে সকল শ্রেষ্ঠ তীর্থ শোভা পাইতেছে, সেই সকল তীর্থ এবং চক্রতীর্থ-গোবর্ধনগিরি-রত্নসিংহাসনকেও আমি স্তুতি করি।

অহে শ্রীনিবাস, শ্রীগোস্বামী সনাতনে।
চক্রতীর্থ আজ্ঞা কৈল রহিতে এখানে ॥
এথা বাস কৈল অতি-উল্লাস-অন্তরে।
এই দেখ তাঁ'র কুটী বনের ভিতরে ॥
প্রতিদিন গোবর্ধন পরিক্রমা তাঁ'র।
ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ-ঐছে শক্তি কা'র ॥
বৃদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি' গোপীনাথ।
গোপবালকের ছলে হইলা সাক্ষাৎ ॥
সনাতন-তনু-ঘর্ম নিবারি' যতনে।
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে ॥
"বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে নারিবা।
অহে স্বামি, যে কহি তা' অবশ্য মানিবা ॥"
সনাতন কহে,—"কহ, মানিব জানিয়া।"
শুনি' গোপ গোবর্ধনে চড়িলেন গিয়া ॥

নিজ-পদ-চিহ্ন গোবর্ধন-শিলা আনি'।
সনাতনে কহে পুনঃ সুমধুর বাণী ॥
'অহে স্বামি, লহ এই কৃষ্ণপদচিন।
আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিণ ॥
সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইব ইহাতে।
এত কহি' শিলা আনি' দিলেন কুটীতে ॥
শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈল অদর্শন।
বালকে না দেখি ব্যগ্রহৈল সনাতন ॥
সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদৃশ্যেতে।
নিজ-পরিচয় দিলা বিহ্বল স্নেহেতে ॥
সনাতন নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈলা।
করি' কত খেদ চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বিলা ॥

বর্ত্তমান সময়ে ঐ শ্রীচরণ চিহ্নিত শিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বিরাজমান, শ্রীজন্মাষ্টমীর দিনে ঐ শিলা সমবেত দর্শকবৃন্দের স্বচ্ছন্দে দর্শন হইয়া থাকে।

শ্রীসখীতরা

যাত্রীগণ পরিক্রমা রাস্তায় চলিতে চলিতেই বাম পার্শ্বে শ্রীসখীতরা গ্রাম দেখিতে পাইবেন। এখানে শ্রীসখীতরা নামে একটি সুন্দর কুণ্ড দর্শনীয়। এই কুণ্ড দর্শন ও জল স্পর্শে হৃদয়ে প্রেমভক্তি উদয় হয়।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

মার্গস্য সব্যেস্থিতং শ্রীলরাধিকায়াঃ পিতৃব্যজায়াঃ ।
চন্দ্রাবল্যাগ্রামং সদ্ভক্তিদং নৌমি সখীস্থলাখ্যম্ ।।

অনুবাদ ঃ—পরিক্রমার বামদিকে শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর পিতৃব্য কন্যা শ্রীচন্দ্রাবলীর সখীস্থলী নামে এক গ্রাম আছে। এই সখীস্থলী সকলকে পরাভক্তি প্রদান করেন। সেই সখীস্থলীকে আমি ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতেছি। বর্তমান এই সখীস্থলীর নাম সখীতরা।

শ্রীরামসীতা মন্দির

পরিক্রমা রাস্তায় বাম পার্শ্বে শ্রীরামসীতা মন্দিরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীরাম আশ্রম

চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীরাম আশ্রমে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ ও শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ বিরাজিত।

শ্রীব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মন্দির

চলিতে চলিতে বাম পার্শ্বে শ্রীব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মন্দিরে শ্রীব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, শ্রীবিহারীজী, শ্রীনারদজী, শ্রীহনুমানজী ও শ্রীলক্ষ্মী-স্বরস্বতী-গণেশজীর মূর্ত্তি দর্শনীয়।

শ্রীউদ্ধব কুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীউদ্ধব কুণ্ড অবস্থিত। কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ দর্শনীয়।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

মার্গস্য দক্ষিণতটে মণিবদ্ধ তীর্থং
ভক্তৈঃ শ্রিতং সুখদমুদ্ধবকুণ্ডমস্তি।
নশ্যন্তি যস্য সলিলাচমনাদ্ধি শীঘ্রং
পাপানি তাপপটলং নিখিলাশুভঞ্চ॥

অনুবাদ ঃ—পরিক্রমা পথের দক্ষিণে—পরম সুখপ্রদ শ্রীউদ্ধব কুণ্ড নামে এক কুণ্ড শোভা পাইতেছে। এই কুণ্ডের চতুঃপার্শ্বস্থ সোপান শ্রেণী বিবিধ মণি সমূহের দ্বারা নিবদ্ধ এবং এই কুণ্ডের তীরে সতত ভক্তগণ বাস করিতেছেন। এই কুণ্ডের জলে আচমন করিলে সকল প্রকার পাপ-তাপ এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীগিরিরাজ মন্দির

শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিমে, পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীগিরিরাজ মন্দিরে শ্রীগিরিধারীশিলা সেবিত হইতেছে।

শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পূজিত হইতেছেন।

শ্রীশিবোখর

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীশিবোখর কুণ্ড। কুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব ও ঈশান কোণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় ঃ—শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের পশ্চিম-ভাগে 'শ্রীশিবোখর কুণ্ড' অবস্থিত। কথিত আছে—এক সময় এক শৃগালী জল পান করিবার জন্য এখানে উপনীত হইলে ব্রজবাসীগণ বালকগণ খেলিতে খেলিতে তাহাকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে শৃগালী প্রাণরক্ষার জন্য চারিদিকে ছুটিতে ছুটিতে এই শিবোখরের একটি গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। বালকগণ তাহা দেখিতে পাইয়া কাষ্ঠ তৃণাদি আনিয়া গহ্বরের মুখে আগুন লাগাইয়া দিলে শৃগালী নিরুপায় অবস্থায় অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বাহিরে আসিতেই মৃত্যুবরণ করিল। সেইকালে শ্রীভানুনন্দিনী সখীগণের সহিত মধ্যাহ্ন লীলায় সূর্যপূজার নিমিত্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিতেছেন। কোন সখী শৃগালীর ঐ প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণেশ্বরীর নিকট নিবেদন করিলেন, শুনিবা

মাত্রই স্বামিনীর হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল, তিনি গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—"অহো! আমার কুণ্ডের নিকট শৃগালী এতদুঃখে মরণ বরণ করিতেছে তাহাকে শীঘ্রই আমার নিকট নিয়ে এস"। সখীগণ তখন শৃগালীকে সেবাযোগ্য সখীস্বরূপ দান করিয়া স্বামিনীর নিকট আনিলেন, তিনি স্বামিনীকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামিনীজীউ অতি প্রীতির সহিত তাঁহাকে মস্তকে কর কমল অর্পণ করতঃ সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বীয় সেবা প্রদানে কৃতার্থ করিলেন। সেই অবধি শ্রীরাধাকুণ্ডের যে কোন জনের মৃত্যু হইলে এই স্থানে লইয়া চিতায় উঠান হয়।

শ্রীমাল্যহারীকুণ্ড

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীমাল্যহারীকুণ্ড অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়ঃ—ইহা শিবখোরের উত্তরে অবস্থিত। দীপাবলী পর্ব্ব উপলক্ষ্যে শ্রীরাধিকা এই স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত মুক্তাহার রচনা করিয়াছিলেন। সেই হেতু এই কুণ্ডের নাম মাল্যহার কুণ্ড। এই কুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীমহিমেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। নামান্তর মালীহারিকুণ্ড।

—তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

এই 'মাল্যহারি' কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস।
মুক্তামালা-ছলে এথা অদ্ভুত বিলাস॥
শ্রীমুক্তা-চরিত্র-গ্রন্থে এসব বিচারি'।
বর্ণিল শ্রীরঘুনাথদাস কৃপা করি॥

শ্রীকমল কুঞ্জ

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীকমল কুঞ্জ মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি বিরাজিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

চলিতে চলিতেই বাম পার্শ্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠ। মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ অবস্থিত। যাত্রীগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ পরিক্রমা করে থাকেন।

শ্রীবিহারীজী মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীবিহারীজী মন্দিরে শ্রীরাধা-বঙ্কবিহারীজী বিরাজিত।

শ্রীযুবরাজ কুঞ্জ

শ্রীবিহারীজী মন্দিরের বাম পার্শ্বে শ্রীযুবরাজ কুঞ্জ। মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ বিরাজিত।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে টিলার উপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ অবস্থিত।

শ্রীরাধাকান্ত মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীরাধাকান্ত মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরাধা-রাধাকান্ত, দক্ষিণে শ্রীতুঙ্গবিদ্যাসখী এবং শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিরাজিত। এখানে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী-পাদের বৈঠক আছে।

শ্রীগোপালজী মন্দির

শ্রীরাধাকান্ত মন্দিরের সাম্‌নে শ্রীগোপালজী মন্দির। মন্দিরে শ্রীগোপালজী, শ্রীজগন্নাথজী ও শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ বিরাজিত।

শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির

পরিক্রমা রাস্তার বাম পার্শ্বে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর ও শ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি মন্দির দর্শনীয়।

শ্রীরাধাদামোদর মন্দির

শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীরাধাদামোদর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সেবিত শ্রীরাধা-দামোদর বিগ্রহ বিরাজিত।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জ

শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জ। মন্দিরে শ্রীরাধামাধবের যুগল বিগ্রহ বিরাজিত। এখানে শ্রীআচার্য্য প্রভুর উপবেশন স্থান দর্শনীয়।

যাত্রীগণ পরিক্রমা রাস্তায় আসিয়া চলিতে চলিতেই দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির দেখিতে পাইবেন। এই স্থান হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছিল। সেইজন্য এইস্থানে আসার সঙ্গে সঙ্গে পরিক্রমা পূর্ণ হইয়া গেল।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমানসীগঙ্গা উৎপত্তি বৃত্তান্ত

শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীমানসীগঙ্গা অবস্থিত। এই শ্রীমানসী গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে—এক সময় শ্রীমদ্‌নন্দ প্রভৃতি গোপগণ শ্রীমতী যশোদা প্রভৃতি গোপাঙ্গণাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভাগীরথী গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় শ্রীগোবর্দ্ধন সমীপে রাত্রি যাপন করিলেন। ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিলেন যে শ্রীব্রজভূমির মহামহিমায় আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া এই ব্রজে নিখিল তীর্থ বিরাজিত। কিন্তু ব্রজবাসিগণ এই ভূমির মহিমা আদৌ অবগত নহে, সুতরাং আমাকে ইহার সমাধান করিতে হইবে। সত্যসঙ্কল্প শ্রীভগবানের মনে এই প্রকার বিচার উদয় হওয়া মাত্র শ্রীগঙ্গাজী মকরবাহিনী রূপে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব সমক্ষে প্রকটিত হইলেন। সহসা শ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাবে ব্রজবাসিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পরস্পরে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বলিলেন, ব্রজভূমির সেবা করিবার জন্য ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থই এই ব্রজ-ভূমিতে বিরাজ করিতেছেন। আপনারা গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত ব্রজের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া পতিত পাবনী "মা গঙ্গা" আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আপনারা অতি সত্বর শ্রীগঙ্গাজীর পবিত্র জলে স্নানাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করুন। আজ হইতে এই তীর্থ "শ্রীমানসী গঙ্গা" নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা

তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের মন হইতে শ্রীমানসী গঙ্গা আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি প্রতিবৎসরে দীপাবলীর উৎসব উপলক্ষে শ্রীমানসী গঙ্গায় স্নান এবং শ্রীগিরিরাজ মহারাজের দণ্ডবতী পরিক্রমা মহা সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ইহাই শ্রীমানসীগঙ্গার সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি বৃত্তান্ত।

শ্রীবজ্রনাভ কুণ্ড

শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যস্থলে শ্রীবজ্রনাভ কুণ্ড অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় ঃ—ইহা শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভ অরিষ্টাসুরের বধের স্থানে আপন নামানুসারে যে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুণ্ড বজ্রনাভ কুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ।

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

গঙ্গা যত্রাগমদয়ি হরেঃ পার্ষ্ণিঘাতাৎ প্রকাশং
কুণ্ডং তত্রৈব হি বিরচিতং বজ্রনাভেন রম্যম্।
গ্রীষ্মর্ত্তা-বীষদপি পয়সি শ্যামকুণ্ডস্য মধ্যে
দৃষ্ট্বাক্ষ্মোস্তং কুরু সফলতাং বজ্রনাভাখ্যকুণ্ডম্॥

অনুবাদ ঃ—ওহে! যেখানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ পর্ষ্ণির আঘাতে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গা প্রকট হইয়াছিলেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র অর্থাৎ শ্রীঅনিরুদ্ধের পুত্র শ্রীবজ্রনাভের নির্ম্মিত এক রমণীয় কুণ্ড শোভিত রহিয়াছে, গ্রীষ্মকালে জল অল্প হইলে শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যস্থলে সেই শ্রীবজ্রনাভ নামক কুণ্ড দর্শন করিয়া স্বীয় নেত্রের সফলতা সম্পাদন কর।

শ্রীকঙ্কন কুণ্ড

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থলে শ্রীকঙ্কন কুণ্ড অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীশ্যামকুণ্ড সৃষ্টি করেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণী ষোল হাজার গোপীগণ সঙ্গে নিজেদের হস্তের কঙ্কন দ্বারা সুন্দর একটি কুণ্ডের সৃষ্টি করেন। কঙ্কন দ্বারা কুণ্ডটি তৈরী করাতে কুণ্ডের নাম শ্রীকঙ্কন কুণ্ড। এই কুণ্ড সংস্কার বিহীন দর্শনের অগোচর। যাহারা শ্রীকঙ্কন কুণ্ড দর্শনাদি করিয়া থাকেন, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমভক্তি লাভ করিবেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি বর্ণন

—তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্যে—

যে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেদিন অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া ব্রজবাসীগণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেইদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরামাগণের সমভিব্যাহারে রাসস্থলীতে রাসলীলার প্রার্থনা করিলে গোপীগণ মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে বলিলেন—হে বৃষাসুর মর্দ্দন! আজ আমাদিগকে স্পর্শ করিও না, আজ তুমি বৃষকে হত্যা করিয়া তোমার গোবিন্দ নামে কালিমা লেপন করিয়াছ অতএব তুমি গোবধ পাপে লিপ্ত হইয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে সুন্দরীগণ! সে তো বৃষ নয় ভয়ঙ্কর অসুর। গোপীগণ বলিলেন, শোন! বৃত্রাসুরের ব্রাহ্মণ শরীর হওয়ায় তাহাকে বধের নিমিত্ত ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার পাপস্পর্শ করিয়াছিল। তদ্রূপ ইহারও তো বৃষের রূপ ছিল! গোপীগণের যুক্তি পূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া গোবিন্দ বলিলেন, হে প্রিয়ে! তাহলে বল? আমি এখন এই পাপ হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারি? তদুত্তরে—হে

প্রিয়তম! তুমি যদি ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিতে পার তবেই তুমি পাপমুক্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি এই ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিয়া এখন ত্রিভুবনের তীর্থ স্নানের জন্য কোথায় যাইব? সম্প্রতি আমি ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থকে আহ্বান করিয়া তোমাদের সম্মুখে তাহাতেই স্নান করিব। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে সজোরে চরণের পর্ষ্ণি আঘাত করিলে সঙ্গে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গা এবং নিখিল তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন তোমরা আমার কুণ্ডে বিরাজমান হও। শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণ করি সমস্ত তীর্থ কুণ্ড মধ্যে উপস্থিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে প্রিয়ে! দেখ সমস্ত তীর্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছে, গোপীগণ বলিলেন হে হরে! কেবল তোমার কথাতেই আমরা বিশ্বাস করিব না। তখন সমস্ত তীর্থ নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ হাত জোড় করিয়া আপন আপন নাম উচ্চারণ করিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন—আমি লবণ সমুদ্র, আমি ক্ষীর সমুদ্র, আমি অমর দীর্ঘিকা, আমি শোন নদী, আমি তাম্রপর্ণী, আমি পুষ্কররাজ, আমি সরস্বতী, আমি গোদাবরী, আমি যমুনা, আমি সরযূ, আমি প্রয়াগরাজ, আমি রেবাতীর্থ ইত্যাদি সমস্ত তীর্থের জল পৃথক পৃথক দর্শন করুন এবং আমাদিগকে বিশ্বাস করুন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করতঃ বলিলেন আমি সর্ব্বতীর্থময় এই কুণ্ড প্রকাশ করিলাম। তোমরা সকলে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতঃ কোন ধর্ম্ম পুণ্য কর নাই, সম্প্রতি

এই কুণ্ডে স্নান করিয়া সর্ব্বতীর্থ স্নানের মাহাত্ম্য অর্জ্জন কর। ইহা শ্রবণে শ্রীরাধিকা স্বীয় সখীগণকে বলিলেন—হে সখিগণ! আমারও এই প্রকার এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। অতএব তোমরা সকলে মিলিয়া কার্য্য আরম্ভ কর। স্বামিনীজীউর আজ্ঞা পাইয়া সখীগণ শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডের পশ্চিমে বৃষাসুরের খুরের এক বিরাট গহ্বর ছিল ঐ গহ্বরের নরম মৃত্তিকা স্ব স্ব হস্ত দ্বারা খনন করিয়া সামান্য দূরে ফেলিতে লাগিলেন এবং দেখিতে দেখিতে তথায় এক মনোরম কুণ্ড উৎপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোহর কুণ্ড অবলোকন করিয়া চিন্তা করতঃ শ্রীরাধিকাকে বলিলেন। তোমার কুণ্ড অতীব সুন্দর কিন্তু ইহাতে তো জল বাহির হয় নাই, অতএব তুমি সখীগণকে সঙ্গে লইয়া আমার কুণ্ডের তীর্থ জল বহন করিয়া তোমার কুণ্ড জলে পূর্ণ কর। শ্রীরাধিকা বলিলেন—না তাহা কদাপি নয়, কারণ তোমার অবগাহনে উহার জলও গোবধ পাতকযুক্ত হইয়াছে। আমার দশ কোটি সখীকে সঙ্গে নিয়া শতকোটি কলসী দ্বারা মানস গঙ্গার পবিত্র জলে এখনই আমার কুণ্ড পূর্ণ করিব। তথাপি তোমার কুণ্ডের একবিন্দু জলও লইব না। এইরূপে জগতে আমি অতুলনীয় যশোরাশি বিস্তার করিব। স্বামিনীজীউর এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাঁর অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে তীর্থগণকে ইঙ্গিত করিলে অকস্মাৎ সমস্ত তীর্থ দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করতঃ শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের বাহিরে আসিয়া সভক্তি বিনয়াবনত সাশ্রুপূর্ণ লোচনে শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর শ্রীচরণারবিন্দে

সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করজোড়ে স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন, হে দেবি! সর্ব্ব শাস্ত্র অর্থবেত্তা ব্রহ্মা তথা মহাদেব এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীও আপনার মহিমা অবগত নহে, সর্ব্বপুরুষার্থ শিরোমণি আপনার স্বেদবিন্দু অপনোদনকারী শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অবগত আছেন। অহো! শ্রীকৃষ্ণ আপনার শ্রীচরণ কমলে মনোহর যাবক দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া প্রতিদিন নুপূর পরিধান করাইয়া থাকেন এবং আপনার কৃপা কটাক্ষ প্রাপ্তিতে পরমানন্দিত হইয়া আপনাকে ধন্যতম মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারই আজ্ঞায় আমরা সহসা এখানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারই শ্রীচরণ আঘাত হইতে নির্ম্মিত এই কুণ্ডে বাস করিব। অতএব, হে দেবি! যদি আপনি আমাদের প্রতি কৃপা পূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন তাহা হইলে আমাদের তৃষ্ণারূপী বৃক্ষ ফল-ফুলে পরিপূর্ণ হইবে। নিখিল তীর্থের সবিনয় স্তুতি নতি শ্রবণে পরমানন্দে শ্রীরাধিকা তীর্থগণকে বলিলেন, হে তীর্থগণ! তোমাদের কি অভিলাষ তাহা আমাকে বল। তখন তীর্থগণ সহর্ষে স্পষ্টরূপে বলিলেন, আমরা সকলে আপনার শ্রীকুণ্ডে যাইব, ইহাতেই আমাদের মনোরথ সফল হইবে। ইহাই আমাদের সকাতর প্রার্থনা। তখন শ্রীভানু-নন্দিনী সখীগণকে জিজ্ঞাসা করতঃ সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রাণবল্লভের বদন কমলে স্বীয় নয়ন প্রাপ্ত সংলগ্ন করতঃ মন্দ মন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হে তীর্থগণ! তোমরা সকলে আমার কুণ্ডে আগমন কর। শ্রীস্বামিনীজীউর শ্রীমুখের কৃপামৃতপূর্ণ আজ্ঞা শ্রবণে তীর্থগণের সহিত স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সকলেই সুখ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া গেল। শ্রীভানুনন্দিনীর আজ্ঞা-করুণা প্রাপ্ত হইয়া তীর্থগণ

উভয় কুণ্ডের মধ্যস্থলের আবরণ সজোরে ভেদ করতঃ নিজেদের জলে শ্রীকুণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে প্রিয়তমে! জগতে আমার কুণ্ড অপেক্ষা তোমার কুণ্ডের মহিমা সমধিকরূপে খ্যাতি লাভ করিবে এবং আমিও তোমার কুণ্ডে প্রতিদিন স্নান ও জলবিহার করিব। অধিক কি হে রাধে! তুমি যেমন আমার প্রিয়া তদ্রূপ তোমার কুণ্ডও আমার প্রিয়। প্রাণকোটিতম শ্রীকৃষ্ণের বচনামৃত শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে প্রিয়তম! আমিও সখীগণের সহিত প্রতিদিন তোমার কুণ্ডে স্নান করিব এবং যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই কুণ্ডে স্নান করিবে ও তীরে বাস কবিবে তাহার শত বাধা বিঘ্ন বিনাশ হইবে এবং সেই ব্যক্তি আমার অবশ্যই অত্যন্ত প্রিয় হইবে। এইরূপ বলিয়া সেই রাত্রে শ্রীরাধাকুণ্ড তটে শ্রীশ্যাম নবজল ধরের সহিত থির বিজুরী অলঙ্কৃত হইয়া মহারসময় হর্ষবর্ষন করিতে করিতে রাসোৎসব সম্পন্ন করিয়া ত্রিলোকের মধ্য এক অলৌকিক যশোরাশি বিস্তার করিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

বৃষভ-দনুজ নাশান্নর্ম্ম-ধর্ম্মোক্তি-রঙ্গৈ
র্নিখিল নিজসখীভির্ষৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্য রাজ্ঞা প্রমোদৈ-
স্তুদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ—বৃষাসুর নিধন-হেতু শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিহাস-গর্ভ বাক্যে রঙ্গবিস্তার করতে করতে শ্রীরাধারানী স্বীয় সহস্র সহস্র

সখিগণসহ স্বহস্তে মৃত্তিকা তুলে পরমানন্দভরে যে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকটিত করেন, সেই পরম রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার একমাত্র আশ্রয় হোন্।

ব্রজভুবি মুবশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ
রসুলভমপি তৃর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
স্তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ—যে প্রেমকল্পদ্রুম ব্রজবাসী জনগণের এমন কি মধুর ভাববতী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণেরও দুষ্প্রাপ্য, (এখানে সখীভাব বা মঞ্জরীভাবময় প্রেমই ব্যঞ্জিত হল) শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁতে স্নানকারী জনমাত্রের চিত্তভূমিতে সেই প্রেমকল্পদ্রুম সহসা সঞ্জাত করেন—সেই অতি কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন্।

অথরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসরকৃত-কটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নানসেবানুবন্ধৈ-
স্তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ—অন্যের কথা কি, স্বয়ং অথারি শ্রীকৃষ্ণই মানময়ী শ্রীরাধার একটি মাত্র প্রসন্নতাপূর্ণ কটাক্ষ লাভের অভিলাষে স্নান, সেবানুবন্ধদ্বারা যে শ্রীরাধাকুণ্ডের অনুসরণ করছেন—সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার এক মাত্র আশ্রয় হোন্।

ব্রজভুবন সুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজমধুর-কিশোরী মৌলিরত্ন-প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা-
স্তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥ ৪॥

অনুবাদ :—ব্রজ-মধুর-কিশোরী গোপসুন্দরীগণের শিরোরত্ন-স্বরূপা শ্রীরাধার ন্যায়ই যে শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রেমাস্পদ এবং শ্রীরাধার নামেই যা' পরিচিত—সেই অতি কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন্।

অপি জন ইহ কশ্চিৎ যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ
প্রণয় সুরলতা স্যাওস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।
সপদি কিল মদীশ-দাস্যপুষ্প-প্রশস্যা-
স্তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥ ৫॥

অনুবাদ :—শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে (অর্থাৎ তটে বাস, স্নান, অর্চন, দর্শন, স্পর্শনাদি সেবার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে) বিবেকাদি শূন্য অতি অযোগ্যজনের হৃদয়েও মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ কুসুমদলে পরিশোভিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-কল্প-লতা শীঘ্রই সঞ্জাত হয়—সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন্।

তটমধুর-নিকুঞ্জাঃ কৢপ্তনামান উচ্চৈ-
র্নিজ পরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকর-রুতরম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়োঃ মে॥ ৬॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীরাধারানী স্বীয় পরিজনবর্গ শ্রীললিতাদি সখী-গণকে বিভাগ করে দিয়ে তাঁদের নামেতে যাদের বিখ্যাত করেছেন, ভ্রমরগুঞ্জনহেতু রমণীয় এবং শৃঙ্গাররসোদ্দীপক সেই নিকুঞ্জ সমূহ (ললিতানন্দাদি) যার তটে বিরাজ করছে—সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন্।

তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতিহৃদ্যাং
মধুর-মধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি-সুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ—যে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে মনোহর রত্নবেদিকায় বসে মদীশ্বরী শ্রীরাধারানী প্রাণসখীবর্গের সহিত গোষ্ঠচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মধুরাতিমধুর বার্তা ভঙ্গীক্রমে আলাপ করেন—সেই অতি মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার একমাত্র আশ্রয় হোন্।

অনুদিনমতিরঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালিসঙ্ঘৈ-
র্বরসরসিজ-গন্ধৈর্হারি-বারি প্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ—শৃঙ্গাররসময় বিহারে প্রমত্ত শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগল প্রেমরসমত্ত সখীগণের সঙ্গে যার সতত পদ্মগন্ধপূর্ণ মনোহর প্রেম-রসময় নীরে অতি রঙ্গে বিহার করছেন—সেই শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার একমাত্র আশ্রয় হোন্।

অবিকলমতির্দৈব্যাশ্চারু-কুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসি দাস্যার্পিতাত্মা।
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুবিপুরতি মোদৈঃ শিষ্যমানাং প্রিয়াং তাম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ—পরমোল্লাসময় শ্রীরাধাদাস্যে অর্পিতাত্মা যে ব্যক্তি ধীরচিত্তে মনোহর এই শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক পাঠ করবেন—তাঁকে এই সাধকদেহেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ পরমামোদে স্বীয় অঙ্গে আলিঙ্গিতা শ্রীরাধারানীকে দর্শন করাবেন।

(ইতি শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিতং শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং)

শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং

বৃষভ-দনুজ নাশানন্তরং যৎ স্বগোষ্ঠী
ময়সি বৃষভ-শত্রো মা স্পৃশ্যাস্ত্বং বদন্ত্যাং।
ইতি বৃষরবিপুত্র্যাং কৃষ্ণপার্ষ্ণি প্রখাতং
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ—বৃষাসুর বধের পর নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাধারানীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে চাহিলে শ্রীরাধারানী বলিলেন, হে বৃষাসুর মর্দ্দন! তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না। বৃষভানু পুত্রী এইরূপ বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণের গোড়ালি আঘাতে নির্ম্মিত অতি পবিত্র জল বিশিষ্ট শ্যামকুণ্ড তীর্থ আমার গতি হউক।

ত্রিজগতি নিবসদ্ যৎ তীর্থবৃন্দং তমোঘ্নং
ব্রজনৃপতি-কুমারেণাহৃতংতৎ সমগ্রং।

স্বয়মিদমবগাঢ়ং যন্মহিম্নঃ প্রকাশং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ—যেখানে পাপ নাশিনী ত্রিজগতের সমস্ত তীর্থবৃন্দ ব্রজরাজ কুমারের দ্বারা আনীত হইয়াছেন এবং স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ যাঁহার প্রচুর মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন সেই অতি পবিত্র জল-বিশিষ্ট শ্যামকুণ্ড তীর্থ আমার গতি হউক।

যদতি বিমল-নীরে তীর্থরূপে প্রশস্তে
ত্বমপিকুরু কৃশাঙ্গি! স্নানমাত্রৈব রাধে।
ইতি বিনয় বচোভিঃ প্রার্থনাকৃৎ স কৃষ্ণ-
স্তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ—এই অতি পবিত্র পশন্ততীর্থ শ্যামকুণ্ডে হে কৃশাঙ্গি রাধে! তুমি এখানে স্নান কর। এইরূপ বিনয় বচন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই অতি পবিত্র জল বিশিষ্ট শ্যামকুণ্ড আমার গতি হউক।

বৃষভ-দনুজ-নাশাদুত্থ পাপং সমাপ্তং
দ্যুমণি সখ জয়োচ্চৈর্বর্জ্জয়িত্বেতি তীর্থং।
নিজমখিল-সখিভিঃ কুণ্ডমেব প্রকাশ্যং
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ— (সূর্য্যদেব যেমন অখিল জগতের তমঃ অন্ধকার নাশ পূর্ব্বক স্বয়ং ত্রিভূবন পাবন হইয়া আছেন, অতএব কার্য্যসাম্যে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ করিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন) হে

দ্যুমনি-সখা কৃষ্ণচন্দ্র ! তোমার জয় হউক। এইখানে বৃষাসুর বধ জনিত পাপ স্খালন হইয়াছে। এইরূপ উচ্চৈস্বরে বলিয়া সেই শ্যামকুণ্ডতীর্থ ত্যাগ করতঃ নিজ নিখিল সখীবৃন্দ সাহায্যে অন্য একটি কুণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই অতি পবিত্র জলবিশিষ্ট শ্যামকুণ্ড আমার গতি হউক।

যদিতি সকল তীর্থৈস্ত্যক্তবাকৈঃ প্রভীতৈঃ
সবিনয়মভিযুক্তৈঃ কৃষ্ণচন্দ্রে নিবেদ্য।
অগতিকগতিরাধা বর্জ্জনান্নো গতিঃ কা
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ—যেখানে অতিভীত তীর্থগণ সবিনয় অভিযুক্ত বাক্যে শ্রীগোবিন্দকে এই বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন যে অগতির গতি দান কারিনী শ্রীমতী রাধারাণীর সেবা হইতে যদি আমরা বঞ্চিত হই তা হইলে আমাদের কি গতি হইবে, সেই অতি পবিত্র জল বিশিষ্ট শ্যামকুণ্ড আমার গতি হউক।

যদতি বিকল তীর্থং কৃষ্ণচন্দ্রং প্রসুস্থং
অতি-লঘু-নতি-বাক্যৈঃ সুপ্রসন্নেতি রাধা।
বিবিধ চটুল বাকৈঃ প্রার্থনাঢ্যা ভবন্তী
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ—এইরূপে সেবা বঞ্চিত বিকল-তীর্থ সকল শ্রীগোবিন্দের দ্বারা আস্বাদিত হওত তাহাদের অতি মৃদুবিনয়-বিনম্র-বাক্যে শ্রীমতী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন ও শ্রীগোবিন্দের বিবিধ

চাটুবাক্যে শ্রীমতীর প্রতি প্রার্থনা ফলবতী হইয়াছিল, সেই অতি পবিত্র জল বিশিষ্ট শ্যামকুণ্ড আমার গতি হউক।

যদতি ললিত পাদৈস্তাং প্রাসাদ্যাপ্ততৈর্থ্যৈ-
স্তদতিশয়-কৃপার্দ্রৈঃ সঙ্গমেন প্রবিষ্টৈঃ।
ব্রজ-নবযুব-রাধাকুণ্ডমেব প্রপন্নং
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যেখানে শ্রীগোবিন্দের ললিত চরণ কমল প্রাপ্ততীর্থ সকলের দ্বারা শ্রীমতীকে প্রসন্ন করাইয়া তাঁহার অতিশয় করুণা কটাক্ষ ইঙ্গিতে সঙ্গমস্থান ভেদ করিয়া ব্রজ নব কিশোরী সদৃশ শ্রীরাধাকুণ্ডকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অতি পবিত্র জল বিশিষ্ট শ্যামকুণ্ড আমার গতি হউক।

যদতি নিকট তীরে ক্লপ্ত কুঞ্জং সুরম্যং
সুবল-বটু মুখেভ্যো রাধিকাদ্যৈঃ প্রদত্তং।
বিবিধ-কুসুম বল্লী কল্পবৃক্ষাদি রাজং
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহার অতি নিকটবর্তী সুরম্য কনক কুঞ্জ সকল যুক্ত আছে শ্রীরাধিকাদি সখীবৃন্দের দ্বারা যে কুঞ্জ সকল সুবল, মধুমঙ্গলাদি নর্ম সখাগণকে অধিকার দান করিয়াছেন এবং যে কুঞ্জরাজি বিবিধ কুসুমবল্লী ও কল্পবৃক্ষের শোভমান হইতেছেন, সেই অতি পবিত্র জল বিশিষ্ট শ্যামকুণ্ড আমার গতি হউক।

পরিপঠতি সুমেধাঃ শ্যাকুণ্ডাষ্টকং যো
নব-জলধর রূপে স্বর্ণকান্ত্যাঞ্চ রাগাৎ।
ব্রজ নরপতি-পুত্রস্তস্য লভ্যঃ সুশীঘ্রং
সহ সগণ সখিভী রাধয়া স্যাৎ সুভজ্যঃ ।। ৯ ।।

অনুবাদ :—যে সুমেধা সর্ব্বদা শ্যামকুণ্ড অষ্টক পাঠ করেন নবজলধর রূপ শ্রীকৃষ্ণে ও স্বর্ণ কান্তিরূপ শ্রীরাধারাণীতে অনুরাগী হইয়া তাদৃশ জনের ব্রজরাজ কুমার অতিশীঘ্র লাভ হইয়া থাকে এবং স্বগণ সখীবৃন্দ শ্রীরাধা সহিত শ্রীগোবিন্দ সুসেব্য তত্ত্ব হইয়া উঠেন।

(ইতি শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং সমাপ্তম্।)

শ্রীগোবর্দ্ধনোৎপত্তি কথা

তথাহি শ্রীগর্গ-সংহিতায়াং
শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে
ভারতাৎ পশ্চিমাদিশি শাল্মলীদ্বীপমধ্যতঃ।
গোবর্দ্ধনো জন্ম লেভে পত্ন্যাং দ্রোণাচলস্য চ ।।

অনুবাদ :—ভারতের পশ্চিম প্রদেশে শাল্মলীদ্বীপ মধ্যে গোবর্দ্ধন দ্রোণপর্ব্বতের জন্মলাভ করিলেন।

গোবর্দ্ধনোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে।
হিমালয়সুমের্বাদ্যাঃ শৈলাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য পূজাং কৃত্বা বিধানতঃ।
গোবর্দ্ধনস্য পরমাং স্তুতিং চক্রুর্মহাদ্রয়ঃ ।।

অনুবাদ ঃ—গোবর্দ্ধন জন্মিলে সুরগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ এবং হিমালয় সুমেরু আদি গিরিবরগণ তথায় আগমন করিয়া যথাবিধি গোবর্দ্ধনের পূজা প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত উত্তম স্তব করিয়াছিলেন।

শৈলা ঊচুঃ

ত্বং সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য পরিপূর্ণতমস্য চ।
গোলোকে গোগর্ণৈর্যুক্তে গোপীগোপালসংযুতে ॥
ত্বং হি গোবর্দ্ধনো নাম বৃন্দারণ্যে বিরাজসে।
ত্বন্নো গিরীণাং সর্ব্বেষাং গিরিরাজোঽসি সাম্প্রতম্ ॥
নমো বৃন্দাবনাঙ্কায় তুভ্যং গোলোকমৌলিনে।
পূর্ণব্রহ্মাতপত্রায় নমো গোবর্দ্ধনায় চ ॥

অনুবাদ ঃ—শৈলগণ বলিলেন,—তুমি স্বয়ং পরিপূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্রের গোপগোপী ও গোগণযুক্ত গোলোকের বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন নামে বিরাজ করিতেছ; তুমিই সম্প্রতি আমাদের সমগ্র গিরিসমাজের রাজা। বৃন্দাবন তোমার ক্রোড়ে বিরাজিত, তুমি গোলোক-মুকুট; তোমাকে নমস্কার। হে গোবর্দ্ধন! তুমি পূর্ণব্রহ্মের ছত্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

সনন্দ উবাচ

ইতি শ্রুত্বাথ গিরয়ো জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং ততঃ।
শৈলো গিরিবরঃ সাক্ষাৎ গিরিরাজ ইতি স্মৃতঃ ॥

অনুবাদ ঃ—সনন্দ বলিলেন—অনন্তর শৈলগণ এইরূপে স্তুতি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, গোবর্দ্ধন গিরিরাজ নামে অভিহিত হইলেন।

একদা তীর্থযায়ী চ পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।
দ্রোণাচলসুতং শ্যামং গিরিং গোবর্দ্ধনং বরম্ ॥

অনুবাদঃ—একদা তীর্থযাত্রী মুনিসত্তম পুলস্ত্য দ্রোণাচল নন্দন শ্যামসুন্দর গিরি গোবর্দ্ধনে আগমন করেন।

মাধবীলতিকাপুষ্পফলভারসমন্বিতম্।
নির্ঝরৈর্নাদিতং শান্তং কন্দরামঙ্গলায়নম্ ॥
তপোযোগং রত্নময়ং শতশৃঙ্গং মনোহরম্।
চিত্রধাতুবিচিত্রাঙ্গং সটঙ্কং পক্ষিসংকুলম্ ॥
মৃগৈঃ শাখামৃগৈর্ব্যাপ্তং ময়ূরধ্বনিমণ্ডিতম্।
মুক্তিপ্রদং মুমুক্ষুভাং তং দদর্শ মহামুনিঃ ॥

অনুবাদঃ—মহামুনি পুলস্ত্য মাধবীলতা-পুষ্প-শোভিত, ফলভারসমাকুল, নির্ঝরনাদিত, মঙ্গলময় কন্দরশালী, শান্ত, তপযোগ্য, রত্নময়, শতশৃঙ্গ, মনোহর বিচিত্র ঋতুরাগরঞ্জিত, সশব্দ পক্ষিপরিবৃত, হরিণ বানরাদি পশুপরিব্যপ্ত, ময়ূরধ্বনিমণ্ডিত এবং মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রদ সেই গোবর্দ্ধন গিরি দর্শন করিলেন।

তল্লিপ্সুর্মুনিশার্দ্দূলো দ্রোণপার্শ্বং সমাগতঃ।
পূজিতো দ্রোণগিরিণা পুলস্ত্যঃ প্রাহ তং গিরিম্ ॥

অনুবাদঃ—মুনিশার্দ্দূল পুলস্ত্য গোবর্দ্ধন গিরির প্রাপ্তি কামনায় তৎপিতা দ্রোণাচল সমীপে গমন করিলেন এবং দ্রোণাচল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুলস্ত্য বলিতে লাগিলেন।

পুলস্ত্য উবাচ

হে দ্রোণ ত্বং গিরিন্দ্রোহসি সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজিতঃ।
দিব্যৌষধিসমাযুক্তঃ সদা জীবনদো নৃণাম্॥
অর্থী তবান্তিকে প্রাপ্তঃ কাশীস্থোহহং মহামুনিঃ।
গোবর্দ্ধনং সুতং দেহি নান্যৈর্নেহত্র প্রয়োজনম্॥
বিশ্বেশ্বরস্য দেবস্য কাশীনাম্না মহাপুরী।
যত্র পাপী মৃতঃ সদ্যঃ পরং মোক্ষং প্রয়াতি হি॥
তত্রৈব স্থাপয়িষ্যামি যত্র কোহপি ন পর্ব্বতঃ।
যত্র গঙ্গা গতা সাক্ষাদ্বিশ্বনাথোহপি যত্র বৈ॥
গোবর্দ্ধনে তব সুতে লতাবৃক্ষসমাকুলে।
তস্মিংস্তপঃ করিষ্যামি জাতোহয়ং মে মনোরথঃ॥

অনুবাদ ঃ—পুলস্ত্য বলিলেন—হে গিরিন্দ্র দ্রোণ! তুমি সর্ব্বদেবপূজিত, দিব্য ওষধিসমন্বিত ও সর্ব্বদা মানবগণের জীবনপ্রদ। আমি কাশীবাসী মহামুনি হইয়াও তোমার সমীপে আসিয়া প্রার্থী হইয়াছি। তোমার তনয় গোবর্দ্ধনকে আমায় দাও। অন্য কোন প্রার্থনা আমার নাই। দেবদেব বিশ্বেশ্বরের যে কাশী নাম্নী মহাপুরী আছে, সেখানে পাপী মরিয়া সদ্য পরম মুক্তি লাভ করে; যেখানে গঙ্গা আছেন এবং স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তথায় বাস করেন। তথাপি লতাতরু সমাকুল তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে তথায় স্থাপিত করিয়া আমি সেইস্থানে তপস্যা করিবার অভিলাষ করিয়াছি।

সনন্দ উবাচ

পুলস্ত্যবচনং শ্রুত্বা স্বসুতস্নেহবিহ্বলঃ।
অশ্রুপূর্ণো দ্রোণগিরিস্তং মুনিং বাক্যমব্রবীৎ॥

অনুবাদ :—সনন্দ বলিলেন,—পুলস্ত্যবাক্য শ্রবণে সুত-স্নেহবিহ্বল দ্রোণাদ্রির নয়ন অশ্রু দ্বারা আর্দ্র হইল, তিনি মুনিকে বক্ষমান বাক্য বলিলেন।

দ্রোণ উবাচ

পুত্রস্নেহাকুলোঽহং বৈ পুত্রো মেঽয়মতি প্রিয়ঃ।
তে শাপভয়ভীতোঽহং বদাম্যেনং মহামুনে॥
হে পুত্র গচ্ছ মুনিনা ভারতে কর্ম্মকে শুভে।
ত্রৈবর্গ্যং লভতে যত্র নৃভির্মোক্ষমপি ক্ষণাৎ॥

অনুবাদ :—দ্রোণ বলিলেন,—এই পুত্র আমার অতিপ্রিয়, তাই আমি পুত্রস্নেহাকুল। তথাপি হে মুনে! আপনার শাপভয়ে ভীত হইয়া পুত্রকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি। হে পুত্র! শুভ ভারত কর্ম্মভূমি, তথায় মানবগণ ত্রিবর্ণ এমন কি সদ্য মুক্তিলাভে সমর্থ; অতএব তুমি মুনির সহিত ভারতে গমন কর।

গোবর্দ্ধন উবাচ

মুনে কথং মাং নয়সি লম্বিতং যোজনাষ্টকম্।
যোজনদ্বয়মুচ্চাঙ্গং পঞ্চযোজনবিস্তৃতম্॥

অনুবাদ :—গোবর্দ্ধন বলিলেন,—আমি অষ্ট-যোজন দীর্ঘ্য,

পঞ্চ-যোজন বিস্তৃত ও দুইযোজন উচ্চ, হে মুনে! কেমন করিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন।

পুলস্ত্য উবাচ

উপবিশ্য করে মে ত্বং গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্।
বাহয়ামি করে ত্বাং বৈ যাবৎ কাশীং সমাগতঃ॥

অনুবাদ :—পুলস্ত্য বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি স্বচ্ছন্দে আমার হস্তে অবস্থান করিয়া গমন কর, আমি করে করিয়া তোমাকে কাশী পর্য্যন্ত লইয়া যাইব।

গোবর্দ্ধন উবাচ

মুনে যত্র স্থলে ভূম্যাং স্থাপনাং মে করিষ্যসি।
করিষ্যামি ন চোত্থানং তত্রভূম্যাঃ শপথো মম॥

অনুবাদ :—গোবর্দ্ধন বলিলেন,—হে মুনে! যাইতে যাইতে ভারবোধে আমাকে যে স্থলে স্থাপন করিবেন, আমি তথায়ই থাকিয়া যাইব, সে স্থান হইতে আর উত্থিত হইব না, আমার ইহা প্রতিজ্ঞা জানিবেন।

পুলস্ত্য উবাচ

অহমাশাল্মলীদ্বীপান্নর্য্যাদীকৃত্য কোশলম্।
ন স্থাপনাং করিষ্যামি শপথস্তেপি মে পথি॥

অনুবাদ :—পুলস্ত্য বলিলেন,—শাল্মলীদ্বীপ হইতে কোশল-দেশ পর্য্যন্ত তোমাকে হস্ত হইতে পথে কোথাও নামাইব না, আমারও ইহা শপথ জানিবে।

সনন্দ উবাচ

মুনেঃ করতলে তস্মিন্নারুরোহ মহাচলঃ।
প্রণম্য পিতরং দ্রোণমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণঃ ॥
মুনিস্তং দক্ষিণকরে ধৃত্বাগচ্ছন্নৈঃ শনৈঃ।
স্বতেজো দর্শয়ন্ নৃণাং প্রাপ্তোঽভূদ্ ব্রজমণ্ডলে ॥

অনুবাদ ঃ—সনন্দ বলিলেন,—তখন অশ্রুপূর্ণলোচন মহাবল গোবর্দ্ধন পিতা দ্রোণকে প্রণাম করিয়া মুনিকরতলে আরোহণ করিলেন। মুনি মানবগণকে স্বীয় তেজ প্রদর্শন করিতে করিতে গোবর্দ্ধনকে দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে ব্রজমণ্ডল পর্য্যন্ত আগমন করিলেন।

জাতিস্মরো গিরিস্তত্র প্রাহেদং পথি চিন্তয়ন্।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্ব্রজেঽত্রাবতরিষ্যতি।
বাললীলাঞ্চ কৈশোরীং চেষ্টাং গোপালবালকৈঃ ॥
দানলীলাং মানলীলাং হরিরত্র করিষ্যতি।
তস্মান্ময়া ন গন্তব্যং ভূমিশ্চেয়ং কলিন্দজা
গোলোকাদ্রাধয়া সার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণোঽত্রাগমিষ্যতি।
কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি কৃত্বা তদ্দর্শনং পরম্ ॥

অনুবাদ ঃ—জাতিস্মর গিরিগোবর্দ্ধন পথি মধ্যে চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন,—অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই ব্রজে অবতীর্ণ হইবেন; হরি

এখানে গোপাল বালকগণের সহিত বাল্য ও কৈশোর লীলা এবং দানলীলা ও মানলীলা করিবেন ; অতএব পবিত্র যমুনাতীরজ এই ব্রজভূমি আমি পরিত্যাগ করিব না। শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত গোলোক হইতে এখানে আগমন করিবেন ; আমি দুর্লভদর্শন তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া কৃতকৃত্য হইব।

ইতি বিচার্য্য মনসা ভূরিভারং দদৌ করে।
তদা মুনিশ্চ শ্রান্তোঽভূদ্ভূতপূর্ব্বগতস্মৃতি ॥
করাদুত্তার্য্যতং শৈলং নিধায় ব্রজমণ্ডলে।
লঘুশঙ্কো জপার্থং হি গতোঽভূতদ্ভারপীড়িতঃ ॥

অনুবাদ ঃ—গোবর্দ্ধন মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মুনির করে ভূরিভার প্রদান করিলেন ; তখন ভারপীড়িত মুনি শ্রান্ত ও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া কর হইতে গোবর্দ্ধনকে অবতারণ করত ব্রজমণ্ডলে স্থাপনপূর্ব্বক নিঃশঙ্ক হইয়া শৌচ, জপাদি নির্ব্বাহার্থ গমন করিলেন।

কৃত্বা শৌচং জল স্নাত্বা পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।
উত্তিষ্ঠেতি মুনিঃ প্রাহ গিরিং গোবর্দ্ধনং পরম্ ॥
নোত্থিতং ভূরিভারাঢ্যং করাভ্যাং তং মহামুনিঃ।
স্বতেজসা বলেনাঽপি গৃহীতুমুপচক্রমে ॥
মুনিনা সংগৃহীতোঽপি গিরিরাজো গিরার্দ্দয়া।
ন চচালাঙ্গুলিং কিঞ্চিত্তদপি দ্রোণনন্দনঃ ॥

অনুবাদ ঃ—মুনিসত্তম পুলস্ত্য শৌচান্তে জলে স্নান করিয়া গিরিবর গোবর্দ্ধনকে বলিলেন—গাত্রোত্থান কর। ভূরিভার

গিরিগোবর্দ্ধন উত্থিত হইলেন না, মুনি স্বীয় তেজোবলে তাহাকে করদ্বয়ে গ্রহণ করিতে উপক্রম করিলেন। মুনি কর্ত্তৃক গৃহীত দ্রোণনন্দন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন তদীয় বিনয় বাক্যে অঙ্গুলিমাত্রও চালিত হইলেন না।

পুলস্ত্য উব্যচ

গচ্ছ গচ্ছ গিরিশ্রেষ্ঠ ভারং মা কুরু মা কুরু।
ময়া জ্ঞাতোঽসি রুষ্টস্ত্বমভিপ্রায়ং বদাশু মে॥

অনুবাদ ঃ—পুলস্ত্য বলিলেন,—হে গিরিবর! গমন কর, গমন কর ও আর ভার দিও না, দিও না। তুমি রুষ্ট হইয়াছ, ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি; এখন স্বীয় অভিলাষ আমার নিকট প্রকাশ কর।

গোবর্দ্ধন উবাচ

মুনেহত্র মে ন দোষোহস্তি ত্বয়া মে স্থাপনা কৃতা।
করিষ্যামি ন চোত্থানং পূর্ব্বং মে শপথ কৃতঃ॥

অনুবাদ ঃ—গোবর্দ্ধন বলিলেন,—হে মুনে! এ বিষয়ে আমার দোষ নাই, আপনিই আমাকে স্থাপন করিয়াছেন; আমাকে রাখিয়া দিলে আমি যে আর উত্থিত হইব না, এ শপথ ত আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি।

সনন্দ উবাচ

পুলস্ত্যো মুনিশার্দ্দূলঃ ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্ফুরদোষ্ঠো দ্রোণপুত্রং শশাপ বিগতোত্তমঃ॥

অনুবাদ ঃ—সন্নন্দ বলিলেন,—হতোত্তম মনিশার্দ্দূল পুলস্ত্যের ক্রোধে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিচলিত হইল, তিনি ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া দ্রোণতনয়কে অভিশপ্ত করিলেন।

পুলস্ত্য উবাচ

গিরি ত্বয়াতিধৃষ্টেন ন কৃতো মে মনোরথঃ।
তস্মাত্তু তিলমাত্রং হি নিত্যং ত্বং ক্ষীণতাং ব্রজ॥

অনুবাদ ঃ—পুলস্ত্য বলিলেন,—হে গিরে! তুমি অত্যন্ত ধৃষ্টতা করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে না, অতপব প্রতিদিন এক এক তিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হও।

সন্নন্দ উবাচ

কাশীংগতে পুলস্ত্যর্ষৌ ত্বয়ং গোবর্দ্ধনো গিরিঃ!
নিত্যং সক্ষীয়তে নন্দ তিলমাত্রং দিনে দিনে॥

অনুবাদ ঃ—সন্নন্দ বলিলেন,—হে নন্দ! পুলস্ত্য এইরূপ বলিয়া কাশী চলিয়া গেলে এই গোবর্দ্ধন গিরি প্রতিদিন একতিল করিয়া ক্ষীণ হইতে লাগিলেন।

যাবদ্ভাগীরথী গঙ্গা যাবদ্যোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তাবৎ কলেঃ প্রভাবস্তু ভবিষ্যতি ন কর্হিচিৎ॥

অনুবাদ ঃ—যাবৎকাল পর্য্যন্ত ভূতলে ভাগীরথী গঙ্গা ও গোবর্দ্ধন গিরি বিদ্যমান থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত কলির প্রভাব কুত্রাপি হইবে না।

গোবর্দ্ধনস্য প্রকটং চরিত্রং
নৃণাং মহাপাপহরং পবিত্রম্।
ময়া তবাগ্রে কথিতং বিচিত্রং
সুমুক্তিদং কৌ রুচিরং ন চিত্রম্॥

অনুবাদ ঃ—হে নন্দ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উৎপত্তি কথা ও পবিত্র চরিত্র মর্ত্ত্যে মানবগণের মহাপাপহর; এই মনোজ্ঞ উত্তম মুক্তিপ্রদ বিচিত্র কথা আপনার সমীপে বর্ণন করিলাম, ইহা আশ্চর্য্য মনে করিবেন না।

——

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

নীলস্তম্ভোজ্জ্বল রুচিভরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে
ছত্রচ্ছায়াং দধদঘরিপোর্লব্ধ সপ্তাহবাসঃ।
ধারাপাতগ্লপিতমনসাং রক্ষিতা গোকুলানাং
কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ—নীলস্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তিপটল-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে যিনি ছত্র শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ অখহন্তা শ্রীকৃষ্ণের হস্তি যিনি সপ্তাহকাল বাস করিয়াছিলেন এবং জলধরবৃন্দের জলবর্ষণ বশতঃ ব্যাকুল গোকুল ও গোপকুলের রক্ষিতা সেই গিরিবর গোবর্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন।

ভীতো যস্মাদপরিগণয়ন্ বান্ধবস্নেহবন্ধান্
সিন্ধাবদ্রিস্ত্বরিতমবিশৎ পার্ব্বতীপূর্ব্বজোঽপি।
যস্তং জম্ভদ্বিষমকুরুত স্তম্ভসংভেদশূন্যং
স প্রৌঢ়াত্মা প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ—পার্বতীপূর্বজ অর্থাৎ মৈনাকপর্বত ও যে ইন্দ্র হইতে অত্যন্তভীত হইয়া স্বকীয় বন্ধুবর্গে স্নেহ পরিগণিত না করিয়া অর্থাৎ বন্ধুত্যাগী হইয়া শীঘ্র সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জম্ভশত্রু ইন্দ্রেরও যিনি গর্ব খর্ব করিয়াছেন, সেই প্রগল্‌ভ-চেতা গোবর্ধন আমাদিগের কুশল বিস্তার করুন।

আবিষ্কৃত্য প্রকটমুকুটাটোপমঙ্গং স্বকীয়ঃ
শৈলোহস্মীতি স্ফুটমভিদধত্তুষ্টিবিস্ফারদৃষ্টিঃ।
যস্মৈ কৃষ্ণঃ স্বয়মরসয়দ্বল্লবৈর্দত্তমন্নং
ধন্যঃ সোহয়ং প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ—প্রকটরূপে মুকুটের আটোপ বিস্তার করিয়া 'আমি শৈলরাজ গোবর্দন' ইহাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পর্ব্বতরাজের প্রতি গোপগোপীগণ কর্তৃক প্রদত্ত চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই ধন্যতম গোবর্দনগিরি আমাদিগের সর্বদা মঙ্গলবিস্তার করুন।

অদ্যাপ্যূর্জ্জপ্রতিপদি মহান্ ভ্রাজতে যস্য যজ্ঞঃ
কৃষ্ণোপজ্ঞং জগতি সুরভি সৈরিভীক্রীড়য়াঢ্যঃ।
শম্পালম্বোত্তমতটয়া যং কুটুম্বং পশূনাং
সোহয়ং ভূয়ং প্রথয়তুঃ সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ—অদ্যাবধি কার্ত্তিক মাসের প্রতিপদ তিতিথে যাঁহার কৃষ্ণ পরিজ্ঞাত অন্নযজ্ঞ হইয়া থাকে এবং গো মহিষাদি পশুগণ যাঁহাতে ক্রীড়া করে এবং নিরতিশয় অভিনব তৃণ ধারণ-বশতঃ যিনি পশুগণের কুটুম্বস্বরূপ হইয়াছেন, সেই গোবর্ধন পূনঃ পুনঃ আমাদের মঙ্গল আবিষ্কার করুন।

শ্রীগান্ধর্ব্বাদয়িতসরসীপদ্মসৌরভ্যরত্নং
হৃত্বা শঙ্কোৎকরপরবশৈরস্বনং সঞ্চরাদ্ভঃ।
অন্তঃক্ষোদপ্রহরিককুলেনাকুলেনানুযাতৈ,
র্বাতৈর্জুষ্টঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্ধনো নং ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের পদ্ম সৌরভ্যরূপ রত্ন অপহরণ জন্য অত্যন্ত শঙ্কাকুল, সুতরাং নিঃশব্দ এবং জলবিন্দু স্বরূপ প্রহরিগণকর্ত্তৃক অনুধাবিত, অর্থাৎ শীতলত্বাদি গুণসম্পন্ন-বায়ুদ্বারা পরিসেবিত, সেই গোবর্ধন আমাদিগের মঙ্গলবিস্তার করুন।

কংসারাতেস্তরিবিলসিতৈরাতরানঙ্গরঙ্গৈ-
রাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ।
ধৌতগ্রাবাবলিরমলিনৈর্মানসামর্ত্ত্যসিন্ধ্যে,—
র্বীচিব্রাতৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ॥ ৬॥

অনুবাদ :—যাহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকাপণ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধীনতার আস্পদ-স্বরূপ আভীরাদিগের, প্রণয়বর্ধনকারিনী, সেই মানসীগঙ্গার তরঙ্গমালাতে যাঁহার উপলসকল ক্ষালিত হইতেছে, সেই গোবর্ধন আমাদিগের মঙ্গলবিস্তার করুন।

যস্যাধ্যক্ষঃ সকলহঠিনামাদদে চক্রবর্তী
শুল্কং নান্যদ্‌ব্রজমৃগদৃশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য।
যট্ট স্যোচ্চৈর্মধুকররুচস্তদ্য ধামপ্রপঞ্চৈঃ
শ্যামপ্রস্থঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ॥ ৭॥

অনুবাদ :—মরকত শিলানির্ম্মিত খট্টপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে এবং সমূহ খট্টস্থিতগণের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার খট্টের চক্রবর্তী অর্থাৎ কর্ত্তা হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ভিন্ন অন্য কোন পণ গ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্দ্ধনরাজ আমাদিগের মঙ্গলবিস্তার করুন।

গান্ধর্ব্বায়াঃ সুরতকলহোদ্দামতাবাবদূকৈঃ
ক্লান্তশ্রোত্রোৎপলবলয়িভিঃ ক্ষিপ্তপিঞ্ছাবতংসৈঃ।
কুঞ্জৈস্তল্পোপরি পরিলুঠদ্বিজয়ন্তীপরীতৈঃ
পুণ্যাঙ্গশ্রীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যে কুঞ্জে কর্ণোৎপল ম্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং মৃণাল বলয়া, ময়ূরপিচ্ছ নির্ম্মিত অবতংস অর্থাৎ কর্ণভূষণ যেস্থানে পতিত, এবং শয্যার উপরি বৈজয়ন্তী মালাও লুণ্ঠিত, সুতরাং শ্রীরাধার নৈশসুরত কলহের প্রকাশকারি কুঞ্জ-সমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন।

যস্তুষ্টাত্মা স্ফুটমনুপঠেচ্ছ্রদ্ধয়া শুদ্ধয়ান্ত-,
র্মেধ্যঃ পদ্যাষ্টকমচটুলঃ সুষ্ঠু গোবর্ধনস্য।
সান্দ্রং গোবর্ধনধরপদদ্বন্দ্বশোণারবিন্দে।
বিন্দন্ প্রেমোৎকরমিহ করোত্যদ্রিরাজে স বাসম্ ॥৯॥

অনুবাদ ঃ—যে ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ ও নির্ম্মল শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই মনোহর গোবর্ধনের পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, সেই গোবিন্দের পাদপদ্মযুগলে গাঢ়তর প্রেমভক্তি লাভ করিয়া গোবর্ধনগিরিতে বাস করেন।

(ইতি শ্রীস্তবমালায়াং শ্রীগিরীন্দ্রবাসানন্দদং নাম
শ্রীগোবর্ধনাষ্টকম্।)

——

শ্রীগিরিরাজ পর্ব্বতের পূজা ও প্রদক্ষিণ বিধি

শ্রীগর্গ-সংহিতায়

শ্রীগিরিরাজ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে

—শ্রীভগবানুবাচ—

আলিপ্য গোময়েনাপি গিরিরাজভুবং হ্যধঃ।
ধৃত্বাথ সর্ব্বসম্ভারং ভক্তিযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
সহস্রশীর্ষামন্ত্রেণাদ্রয়ে স্নানঞ্চ কারয়েৎ।
গঙ্গাজলেন যমুনাজলেনাপি দ্বিজৈঃ সহ॥
শুক্লগোদুগ্ধধরাভিস্ততঃ পঞ্চামৃতৈর্গিরিম্।
স্নাপয়িত্বা গন্ধপুষ্পৈঃ পুনঃ কৃষ্ণাজলেন বৈ॥
বস্ত্রং দিব্যঞ্চ নৈবেদ্যমাসনং সর্ব্বতোঽধিকম্।
মালালঙ্কারনিচয়ং দত্ত্বা দীপাবলিং পরম্॥
ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্য্যান্নমস্কুর্য্যাত্ততঃ পরম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ত্বিদমেবমুদীরয়েৎ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—গিরিবর গোবর্দ্ধনের সানুদেশ গোময় দ্বারা লেপন করিয়া সর্ব্ববিধ যজ্ঞসম্ভার স্থাপন করিবে; তারপর জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিযুক্ত হইয়া দ্বিজগণ সহ গঙ্গাজল ও যমুনাজল দ্বারা সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি মন্ত্রে গোবর্দ্ধনকে স্নান করাইবে। অতঃপর শুক্লগোদুগ্ধধারায় ও পঞ্চামৃতে গিরিকে স্নান করাইয়া পুনরায় গন্ধ পুষ্প ও যমুনাজলে স্নান করাইতে হইবে; তারপর দিব্য বস্ত্র, নৈবেদ্য, সর্ব্বোত্তম আসন, মালা ও

অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়া উত্তম দীপাবলী দান করিবে; তারপর প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া করজোড়ে বক্ষ্যমান বাক্য বলিতে হইবে।

নমো বৃন্দাবনাঙ্কায় তুভ্যং গোলোকমৌলিনে।
পূর্ণব্রহ্মাতপত্রায় নমো গোবর্দ্ধনায় চ॥

অনুবাদ:—হে গোবর্দ্ধন! তুমি পূর্ণ ব্রহ্মের ছত্র ও গোলোকের মুকুট স্বরূপ, বৃন্দাবন তোমার ক্রোড়ে অবস্থিত, তোমাকে নমস্কার।

পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ কুর্য্যান্নীরাজনমতঃ পরম্।
ঘণ্টাকাংস্যমৃদঙ্গাদ্যৈর্ব্বাদিত্রৈর্মধুরস্বনৈঃ॥
বেদাহমেতং মন্ত্রেণ বর্ষং লাজৈঃ সমাচরেৎ।
তৎসমীপে চান্নকূটং কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥
কচোলানাং চতুঃষষ্টিপঞ্চপংক্তিসমন্বিতম্।
তুলসীদলমিশ্রৈশ্চ শ্রীগঙ্গাযমুনাজলৈঃ॥
ষট্‌পঞ্চাশত্তমৈর্ভোগৈঃ কুর্য্যাৎ সেবাং সমাহিতঃ।
ততোগ্নীন্ ব্রাহ্মণান্ পূজ্য গাঃ সুরান্ গন্ধপুষ্পকৈঃ॥
ভোজয়িত্বা দ্বিজবরান্ সৌগন্ধৈর্মিষ্টভোজনৈঃ।
অন্যেভ্যশ্চাশ্বপাকেভ্যো দদ্যাদ্ভোজনমুত্তমম্॥
গোপীগোপালবৃন্দৈশ্চ গবাং নৃত্যঞ্চ কারয়েৎ।
মঙ্গলৈর্জয়শব্দৈশ্চ কুর্য্যাদ্গোবর্দ্ধনোৎসবম্॥

অনুবাদ:—অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নীরাজন করিবে এবং ঘণ্টা, কাংস্য, মৃদঙ্গাদি বাদ্যের মধুর ধ্বনিসহকারে

'বেদাহমেতং' ইত্যাদি মন্ত্রে লাজবর্ষণ করিতে হইবে। অতঃপর শ্রদ্ধাসহকারে পর্ব্বত সমীপে পঞ্চপংক্তিসমন্বিত অন্নকূট স্থাপন করিবে, চতুঃষষ্টি পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক উহা তুলসীদল ও গঙ্গা যমুনাজল যুক্ত করিয়া ষট্‌পঞ্চাশ প্রকার উত্তম ভোগ দ্বারা সমাহিত হইয়া সেবা করিবে। অনন্তর গন্ধ পুষ্প দ্বারা অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো ও দেবতাগণের পূজা করিয়া সুগন্ধ মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য দ্বারা দ্বিজবরগণকে ভোজন করাইবে; এতদ্ভিন্ন চণ্ডালাদি অন্যান্য জাতিকেও উত্তম ভোজন দান করিবে। তারপর গোপী ও গোপালগণ দ্বারা গোগণের নৃত্য করাইবে; এইরূপে মঙ্গল জয় শব্দ দ্বারা গোবর্দ্ধনোৎসব সমাহিত করিবে।

যত্র গোবর্দ্ধনাভাবস্তত্র পূজাবিধিং শৃণু।
গোময়ৈর্বর্দ্ধনং কুর্য্যাত্তদাকারং পরোন্নতম্॥
পুষ্পবল্লীহৈর্লতাজালৈরীষিকাভিঃ সমন্বিতঃ।
পূজনীয়ঃ সদা মর্ত্তৈর্গিরির্গোবর্দ্ধনো ভুবি॥

অনুবাদ :—যেখানে গোবর্দ্ধন গিরি নাই, তথাকার পূজাবিধি শ্রবণ কর। তথায় গোময় দ্বারা তদাকার অত্যুন্নত গোবর্দ্ধন গিরি রচনা করিয়া পুষ্প লতা ও তৃণদ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে। মানবগণের এইরূপ করিয়া ভূতলে সর্ব্বদা গিরি গোবর্দ্ধনের পূজা করা কর্ত্তব্য।

শিলাসমানং পুরটং ক্ষিপ্ত্বাদ্রৌ তচ্ছিলাং নয়েৎ।
গৃহ্ণীয়াদ্‌যো বিনা স্বর্ণং স মহারৌরবং ব্রজেৎ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা শিলার তুল্য পরিমাণ সোনা পর্ব্বতে রাখিয়া তৎসদৃশ একখণ্ড শিলা গোবর্দ্ধন হইতে আনয়ন করিবে। যে মানব স্বর্ণ না দিয়া শিলা আনয়ন করিবে, তাহার মহারৌরব-নরকে গতি হইবে।

গিরিরাজ শিলাসেবাং যঃ করোতি দ্বিজোত্তমঃ।
সপ্তদ্বীপমহীতীর্থাবগাহফলমেতি সঃ॥
গিরিরাজমহাপূজাং বর্ষে বর্ষে করোতি যঃ।
ইহ সর্ব্বসুখং ভুক্ত্বামুত্র মোক্ষং প্রয়াতি সঃ॥

অনুবাদ ঃ—যে দ্বিজোত্তম গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শিলা পূজা করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সর্ব্বতীরে অবগাহন ফল লাভ হয়। বর্ষে বর্ষে যিনি গিরিরাজের মহাপূজা করেন, তিনি ইহকালে সর্ব্ব সুখভোগ ও পরকালে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীগিরিরাজখণ্ডে
দ্বিতীয় অধ্যায়ে

নন্দোপনন্দৈর্বৃষভানুভিশ্চ
গোপীগণৈর্গোপগণৈঃ প্রহর্ষিতঃ।
গায়দ্ভিরানর্ত্তনবাদ্যতৎপরৈ-
শ্চকার কৃষ্ণোহদ্রিবরপ্রদক্ষিণাম্॥
দেবেষু বর্ষৎসু চ পুষ্পবর্ষং
জনেষু বর্ষৎসু চ লাজসঙ্ঘম্।
রেজে মহারাজ ইবাধ্বরে জনৈ-
গোবর্দ্ধনো নাম গিরীন্দ্ররাজরাট্॥

অনুবাদ ঃ—তখন নন্দ, উপন্দ, বৃষভানু এবং অন্যান্য গোপ ও গোপীগণ গীতবাদ্য ও নৃত্য করিতে থাকিলে নন্দরাজ পরমানন্দিত হইলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে প্রদক্ষিণ করিলেন। দেবগণ পুষ্পবর্ষণ ও জনগণ লাজ বৃষ্টি করিলেন, তখন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যজ্ঞভূমে মহারাজের ন্যায় শোভিত হইলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে

প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিলা প্রয়াণ॥

ইত্যাদি ভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীগিরিরাজ মহারাজের পূজা ও প্রদক্ষিণ বিধি লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন বিভূতি বর্ণন

তথাহি শ্রীগর্গ-সংহিতায়

শ্রীগিরিরাজ খণ্ডে অষ্টম অধ্যায়ে

বহুলাশ্ব উবাচ

কেষু কেষু তদঙ্গেষু কিং তীর্থং সমাশ্রিতম্।
বদ দেব মহাভাগ ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥

অনুবাদ :—বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি অতীত ও অনাগতবিৎ, গোবর্দ্ধনের কোন্ কোন্ অঙ্গে কি কি তীর্থ অবস্থিত, হে দেব! তাহা বলুন।

শ্রীনারদ উবাচ

যত্র যস্য প্রসিদ্ধিঃ স্যাওদঙ্গং পরমং বিদুঃ।
ক্রমতো নাস্ত্যঙ্গচয়ো গিরিরাজস্য মৈথিল ॥

অনুবাদ :—শ্রীনারদ বলিলেন—হে মৈথিল! গোবর্দ্ধনের অঙ্গসমূহের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতার কোন ক্রম নির্দ্দিষ্ট নাই, যেস্থানে যাহার প্রসিদ্ধি, তাহাই উত্তম বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যথা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বাঙ্গাণি চ তস্য বৈ।
বিভূতির্ভাবতঃ শশ্বত্তথা বক্ষ্যামি মানদ ॥

অনুবাদ :—যেমন নিত্য বিভূতি সত্তনিবন্ধন ব্রহ্ম সর্ব্বগত আর সমস্তই তাঁহার অঙ্গ, গোবর্দ্ধনেরও তদ্রূপ জানিবে; আমিও তদনুসারে বর্ণন করিব।

শৃঙ্গারমণ্ডলস্যাধো মুখং গোবর্দ্ধনস্য চ।
যত্রান্নকূটং কৃতবান্ ভগবান্ ব্রজবাসিভিঃ ॥

অনুবাদ :—শৃঙ্গারমণ্ডলের অধোদিকে গোবর্দ্ধনের বদন বিদ্যমান, এই স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণসহ অন্নকূট করিয়াছিলেন।

নেত্রে বৈ মানসী গঙ্গা নাসা চন্দ্রসরোবরঃ।
গোবিন্দকুণ্ডং হ্যধরৌচিবুকং কৃষ্ণকুণ্ডকম্॥
রাধাকুণ্ডং তস্য জিহ্বা কপোলৌ ললিতাসরঃ।
গোপালকুণ্ডং কর্ণৌচ কর্ণান্তঃ কুসুমাকরঃ॥
মৌলিচিহ্না শিলা তস্য ললাটং বিদ্ধি মৈথিল।
শিরশ্চিত্রশিলা তস্য গ্রীবা বৈ বাদনী শিলা॥

অনুবাদ :—মানসী গঙ্গা গোবর্দ্ধনের নেত্রদ্বয়, চন্দ্র সরোবর নাসিকা, গোবিন্দকুণ্ড ওষ্ঠাধর, কৃষ্ণকুণ্ড চিবুক, রাধাকুণ্ড জিহ্বা, ললিতা সরোবর কপোলদ্বয়, গোপালকুণ্ড কর্ণ, কুসুমাকর কর্ণান্তস্থান এবং মুকুটচিহ্নিত শিলা ললাট জানিবে।

কান্দুকং পার্শ্বদেশাংশ্চ ঔষ্ণীষং কটিরুচ্যতে।
দ্রোণতীর্থ পৃষ্ঠদেশে লৌকিকং চোদরে স্মৃতম্॥
কদম্বণ্ডমুরসি জীবঃ শৃঙ্গারমণ্ডলম্।
শ্রীকৃষ্ণপাদচিহ্নন্তু মনস্তস্য মহাত্মনঃ॥

অনুবাদ :—হে মৈথিল ; চিত্রশিলা মস্তক, বাদনী শিলা গ্রীবা, কান্দুক পার্শ্বদেশ, ঔষ্ণীষ কটি, দ্রোণতীর্থ পৃষ্ঠদেশ, লৌকিক উদর, কদম্বখণ্ড বক্ষ, শৃঙ্গারমণ্ডল জীব এবং শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নিত স্থান মহাত্মা গিরিরাজের মন নামে অভিহিত।

হস্তচিহ্নং তথা বুদ্ধিরৈরাবতপদংপদম্।
সুরভেঃ পাদচিহ্নেষু পক্ষৌ তস্য মহাত্মনঃ॥

অনুবাদ :—এইরূপ হস্তচিহ্ন বুদ্ধি, ঐরাবতপদ পদ, আর সুরভির পহচিহ্ন সকল সেই মহাত্মা গোবর্দ্ধনের পক্ষদ্বয়।

পুচ্ছকুণ্ডে তথা পুচ্ছং বৎসকুণ্ডে বলং স্মৃতম্।
রুদ্রকুণ্ডে তথা ক্রোধঃ কামঃ শক্রসরোবরে॥
কুবেরতীর্থং চোদ্‌যোগো ব্রহ্মতীর্থে প্রসন্নতাম্।
যমতীর্থে হ্যহঙ্কারো বদন্তীত্থং পুরাবিদঃ॥

অনুবাদ :— পুচ্ছকুণ্ড পুচ্ছ, বৎসকুণ্ড বল, রুদ্রকুণ্ড ক্রোধ, ইন্দ্রসরোবর কাম, কুবের তীর্থ উদ্যম, ব্রহ্মতীর্থ প্রসন্নতা, যমতীর্থ অহঙ্কার—পুরাবিদ্‌গণ ইহা কহিয়া থাকেন।

এবমঙ্গানি সর্ব্বত্র গিরিরাজস্য মৈথিল।
কথিতানি ময়া তুভ্যং সর্ব্বপাপহরাণি চ॥
গিরিরাজবিভূতিঞ্চ যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ।
স গচ্ছেদ্ধাম পরমং গোলোকং যোগিদুর্লভম্॥

অনুবাদ :—হে মৈথিল! গিরিরাজের সর্ব্বত্র সর্ব্ব পাপহর এই সকল অঙ্গ আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; যে নরোত্তম এই গোবর্দ্ধন-বিভূতি শ্রবণ করেন, তিনি যোগিজন দুর্লভ উত্তম গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন।

শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনাবতার কথা

শ্রীগর্গ-সংহিতা হইতে

শ্রীরাধোবাচ

যদি রাসে প্রসন্নোহসি মম প্রেম্না জগৎপতে।
তদহং প্রার্থনাং ত্বান্তু করোমি মনসি স্থিতাম্ ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীরাধা বলিলেন, হে জগৎপতে। যদি আমার প্রেমে আপনি রাসে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমি আপনাকে আমার অভীপ্সির প্রার্থনা করি।

শ্রীভগবানুবাচ

ইচ্ছাং বয়ম বামোরু যা তে মনসি বর্ত্ততে।
ন দেয়ং যদি যদ্বস্তু প্রেম্না দাস্যামি তৎপ্রিয়ে ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বামোরু! তোমার যাহা মনোবাসনা, তাহা প্রকাশ কর; হে প্রিয়ে! যাহা আমার অদেয় বস্তু, প্রেমে তাহাও আমি প্রদান করিব।

শ্রীরাধোবাচ

বৃন্দাবনে দিব্যনিকুঞ্জপার্শ্বে
কৃষ্ণাতটে রাসরসায় যোগ্যম্।
রহঃস্থলং ত্বং কুরুতান্মনোজ্ঞং
মনোরথোহয়ং মম দেবদেব ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীরাধা বলিলেন,—হে দেবদেব! যমুনাতটে বৃন্দাবনের দিব্য নিকুঞ্জ পার্শ্বে রাসরসের যোগ্য মনোজ্ঞ নির্জ্জন স্থান নির্দ্দিষ্ট করুন, ইহাই আমার মনোরথ।

তথাস্তু চোক্ত্বা ভগবান্ রহোযোগ্যং বিচিন্তয়ন্।
স্বং নেত্রপঙ্কজাভ্যান্ত হৃদয়ং সন্দদর্শহ॥
তদৈব কৃষ্ণহৃদয়াদ্গোপীভ্যুহস্য পশ্যতঃ।
নির্গতং সজলং তেজোহনুরাগস্যেব চাঙ্কুরম্॥
পতিতং রাসভূমৌ তদ্বৃধে পর্ব্বতাকৃতি।
রত্নধাতুময়ং দিব্যং সুনির্ঝরদরীবৃতম্।
কদম্ববকুলাশোকলতাজালমনোহরম্।
মন্দারকুন্দবৃন্দাঢ্যং সুপক্ষিগণসঙ্কুলম্॥

অনুবাদ ঃ—ভগবান্ 'তাহাই হউক' বলিয়া উপযুক্ত নির্জ্জন স্থান চিন্তা করিতে করিতে কমল নয়নদ্বারা নিজ হৃদয় দর্শন করিলেন। তখনই গোপীগণের সমক্ষে কৃষ্ণ হৃদয় হইতে যেন অনুরাগের অঙ্কুর স্বরূপ সজল তেজ নির্গত হইল। ঐ তেজ রাসভূমিতে পতিত হইয়া পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া বৃদ্ধি পাইল। মনোজ্ঞ নির্ঝরযুক্ত গুহাবৃত দিব্য রত্নধাতুময় ঐ পর্ব্বত কদম্ব বকুল ও অশোক লতাজালে মনোহর, মন্দার ও কুন্দবৃন্দে সমৃদ্ধ এবং সুন্দর বিহগগণে সমাকুল।

ক্ষণমাত্রেণ বৈ দেহ লক্ষযোজনবিস্তৃতম্।
শতকোটীযোজনানাং লম্বিতং শেষবৎপুনঃ॥
ঊর্দ্ধং সমুন্নতং জাতং পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্।
করীন্দ্রবৎ স্থিতং শশ্বৎ পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতম্॥

কোটিযোজনদীর্ঘাঙ্গৈঃ শৃঙ্গাণাং শমকৈঃ স্ফুরৎ।
উচ্চকৈঃ স্বর্ণকলশৈঃ প্রাসাদমিব মৈথিল ॥
গোবর্দ্ধানাখ্যং তচ্চাহুঃ শতশৃঙ্গং তথা পারে।
এবম্ভুতন্তু তদপি বর্দ্ধিতং মনসোৎস্থকম্ ॥

অনুবাদ ঃ—ক্ষণকাল মধ্যে ঐ পর্ব্বত লক্ষমোজন বিস্তৃত, শেষ নাগের মতন শতকোটি যোজন দীর্ঘ্য, ঊর্দ্ধে পঞ্চাশ কোটি যোজন উন্নত এবং নিম্নে পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত হইয়া হস্তিরাজের ন্যায় অবস্থিত হইল। কোটি যোজন দীর্ঘাঙ্গ তদীয় শত শত শৃঙ্গ স্ফুরিত হইয়া উন্নত স্বর্ণকুম্ভশোভিত প্রাসাদের ন্যায় প্রতিভাত হইল। এই পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন বলা হয়, কেহ কেহ ইহাকে শতশৃঙ্গও কহিয়া থাকেন। এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াও গোবর্দ্ধন মনের উৎসাহে আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

কোলাহলে তদা জাতে গোলোকে ভয়বিহ্বলে।
বীক্ষ্যোত্থায় হরিঃ সাক্ষাদ্ধস্তেনাশু ততাড় তম্ ॥
কিং বর্দ্ধসে ভো প্রচ্ছিনং লোকমাচ্ছাদ্য তিষ্ঠসি।
কিং বা ন চৈতে বসিতুং তচ্ছান্তিমকরোদ্ধরিঃ ॥
সংবীক্ষ্য তং গিরিবরং প্রসন্না ভগবৎপ্রিয়া।
তস্মিন্ রহঃস্থলে রাজন্ ররাজ হরিণা সহ ॥
সোহয়ং গিরিবরঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেন প্রণোদিতঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ঃ শ্যামো ঘনশ্যামঃ সুরপ্রিয়ঃ ॥

অনুবাদ ঃ—তখন ভয়বিহ্বল গোলোকে এক কোলাহল উত্থিত হইল, অনন্তর তদ্দর্শনে স্বয়ং হরি হস্তদ্বারা তাঁহাকে সত্বর তাড়না করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ওহে! কেন এইরূপ ভীষণ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া লোক সকল আচ্ছাদিত করত অবস্থিত হইয়াছ, এই সকল লোক কি এখানে বাস করিবে না? হরি এইরূপ কহিয়া তাহার শান্তি বিধান করিলেন। হে রাজন্! ভগবৎপ্রিয়া রাধা তখন গোবর্দ্ধন দর্শনে প্রসন্না হইয়া সেই নির্জ্জন স্থানে হরির সহিত বিরাজ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বতীর্থময় ঘনশ্যাম শ্যামসুন্দর-দেহ এই গিরিধর গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াছেন।

ভারতাৎ পশ্চিমদিশি শাল্মলীদ্বীপমধ্যতঃ।
গোবর্দ্ধনো জন্ম লেভে পত্ন্যাং দ্রোণাচলস্য চ॥
পুলস্ত্যেন সমানীতো ভারতে ব্রজমণ্ডলে।
বৈদেহ তস্যাগমনং ময়া তুভ্যং পুরোদিতম্॥

অনুবাদ ঃ—গোবর্দ্ধন ভারতের পশ্চিম প্রদেশে শাল্মলীদ্বীপ মধ্যে দ্রোণ পর্ব্বতের পত্নীতে জন্মগ্রহণ করেন, পুলস্ত্য তাঁহাকে ভারতের ব্রজমণ্ডলে আনয়ন করিয়াছেন। হে বৈদেহ! ইহার আগমন বৃত্তান্ত আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যজ্ঞভঙ্গ হেতু ইন্দ্রের ক্রোধ এবং ইন্দ্রের আদেশে বৃন্দাবনে ঘোরতর বর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে

(দশম স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে)

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ সঃ ॥

অনুবাদ ঃ—শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র, নিজের পূজা বিহিত হইয়াছে জানিতেপারিয়া, কৃষ্ণ নাথ যাহাদের —সেই সকল নন্দাদি গোপগণের উপর অতিশয় কুপিত হই াছিলেন।

গণং সম্বর্ত্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্।
ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যঞ্চাহেশমান্যুত ॥

অনুবাদ ঃ—ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কারী মেঘসকলের প্রসিদ্ধ দলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই ঈশ্বরাভিমানী ইন্দ্র বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন।

অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দ্দেবহেলনম্ ॥

অনুবাদ ঃ—বনবাসী গোপদিগের ধনমদের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! তাহারা মানুষ মাত্র কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া দেবতার অবহেলা করিল।

যথাহদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্ ॥

অনুবাদ ঃ—যেমন অজ্ঞ পুরুষগণ আত্মানুস্মৃতিরূপা আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃঢ় (অসমর্থ ক্ষয়িষ্ণু) কর্ম্মময় নামে মাত্র নৌকা সদৃশ যাগ দ্বারা ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছা করে।

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥

অনুবাদ ঃ—গোপগণ বাচাল (বহুভাষী), বালিশ (শিশু), অবিনীত, মূর্খ, পণ্ডিতম্মন্য, মরণধর্ম্মা কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয় করিল।

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাধ্মায়িতাত্মনাম্।
ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্ নয়ত সঙ্ক্ষয়ম্ ॥

অনুবাদ ঃ—ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তেজস্বীকৃতচিত্ত গোপগণের ধনজনিত গর্ব্ব অপনয়ন কর এবং তাহাদের পশুসকলকে ক্ষয় কর।

অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্।
মরুদ্গণৈর্মহাবীর্য্যৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥

অনুবাদ ঃ—(মেঘগণকে ভীত দেখিয়া বলিলেন) হে মেঘগণ! ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করিয়া মহাবেগশালী মরুদ্গণের সহিত আমিও নন্দগোপের গোষ্ঠ ধ্বংস করিবার বাসনায় ব্রজে গমন করিতেছি।

ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ।
নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা ॥

অনুবাদ ঃ—ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মেঘসকল মুক্তবন্ধন হইয়াছিল, এবং বল পূর্ব্বক ধারাসম্পাত দ্বারা নন্দ-গোকুলকে পীড়িত করিয়াছিল।

বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ।
তীব্রৈর্মরুদ্গণৈর্ন্নুন্না বর্ষুর্জ্জলশর্করাঃ ॥

অনুবাদ ঃ—(বন্ধনমুক্ত হইবার পর) বিদ্যুৎসমূহ দ্বারা প্রকাশমান ও অশনি-সম্পাত দ্বারা গর্জ্জনকারী মেঘ সকল তীব্র মরুদ্গণ (আবহ-প্রবহাদি বায়ু) দ্বারা প্রেরিত হইয়া জল ও করকা বর্ষণ করিতে লাগিল।

স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেষ্বভীক্ষ্ণশঃ।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্ ॥

অনুবাদ ঃ—হে রাজন্! মেঘসকল স্থূণার (নৃহাদি স্তম্ভের) ন্যায় স্থূল জলধারা নিরন্তর বর্ষণ করিতে থাকিলে, ভূমিসকল জলরাশিতে আপ্লাবিত হইল, অতএব কোন্ স্থান উন্নত ও কোন-স্থান নিম্ন, তাহাও দৃষ্ট হইল না।

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোশা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥

অনুবাদ ঃ—অতিশয় বারিধারা পতন ও প্রবলতর পবনবহনে যাবতীয় পশু শীতার্ত্ত কম্পিতকলেবর এবং গোপ ও গোপীগণ শীতার্ত্ত ও কম্পিত হইয়া গোবিন্দের শরণাগত হইয়াছিল।

শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ
বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ ॥

অনুবাদ :—বারিধারায় পীড়িত পশুসকল, মস্তক ও বৎসগণকে দেহ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবানের পাদমূলে গিয়া উপনীত হইল।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথ গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল ॥

অনুবাদ :—(গোপ ও গোপীগণ বলিলেন) হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! হে প্রভু! অ্যপনি যে গোকুলের নাথ, তাহাকে, হে ভক্তবৎসল! কুপিত দেবতা হইতে পরিত্রাণ করুন।

শিলাবর্ষনিপাতেন হন্যমানমচেতনম্।
নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতংহরিঃ ॥

অনুবাদ : - (গোপ ও গোপীগণের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শিলাবর্ষণ ও অতিবাতে হন্যমান অতএব মূর্চ্ছিত-প্রায় গোকুলকে দর্শন করিয়া ইন্দ্র কুপিত হইয়া এই সকল করিতেছেন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

অপর্ত্বত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্।
স্বযাগে নিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ॥

অনুবাদ :—(পরে কৃষ্ণ ক্রোধাবেশে বলিয়াছিলেন) বর্ষার সময় গত হইয়াছে, তথাপি এই যে শিলা, প্রচুর বর্ষণ ও অতিশয় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার কারণ বোধ হয় আমরা যে

ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত করিলাম, তজ্জন্য ক্রোধে আমাদের বিনাশার্থ ইন্দ্র এই সকল করিতেছে।

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ॥

অনুবাদ :—এই উপস্থিত বিপদে আমি নিজের স্বাভাবিক যোগশক্তিবলে ইহার প্রতিবিধান করিব, মূঢ়তা প্রযুক্ত যাহারা লোকপাল বলিয়া অভিমান রাখে, তাহাদের শ্রীমদজনিত তম আমি বিনাশ করিব।

ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে॥

অনুবাদ :—দেবগণ সত্ত্বগুণযুক্ত অথবা ভক্তিযুক্ত, তাহাদের 'আমরা ঈশ্বর' এরূপ গর্ব্ব হওয়া যোগ্য নহে, অতএব আমা হইতে গর্ব্বযুক্ত নিবন্ধন সেই সকল অসৎ ব্যক্তির মানভঙ্গ শান্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে।

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥

অনুবাদ :—এই গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন, আমি ইহার আশ্রয় ও নাম, অতএব অসাধারণ স্বাভাবিক প্রভাব দ্বারা ইহাদিগকে রক্ষা করিব, গোষ্ঠের পালনরূপ ব্রত আমার গৃহীত আছে, অর্থাৎ শরণাগতকে রক্ষা করারূপ ব্রত আমার চিরকালই আছে।

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
গধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥

অনুবাদ ঃ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া যেমন ছত্রাক ধারণ করে সেইরূপ অবলীলাক্রমে বাম হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া ধারণ করিলেন।

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ।
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ ॥

অনুবাদ ঃ—(ইহার পর গোপগণকে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ বলিলেন) হে অম্ব! হে তাত! হে ব্রজবাসিগণ! তোমরা গোধন সহ অথবা গো ও ধন সহ যথাসুখে এই গিরিগর্ত্তে প্রবেশ কর।

ন ত্রাস হই বঃ কার্য্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনে।
বাতবর্ষভয়েনালং তত্রাণং বিহিতং হি বঃ ॥

অনুবাদ ঃ—তোমরা আমার হাত হইতে পর্ব্বত পতিত হইবে এরূপ আশঙ্কা করিও না এবং বাত ও বৃষ্টির জন্য ভয়ও করিতে হইবে না, কারণ, তাহা হইতে এই ত্রাণের উপায় আমি বিধান করিয়াছি।

তথা নির্বিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ।
যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজা. সোপজীবিনঃ ॥

অনুবাদ ঃ—সেই প্রকার ভগবানের উক্তিচাতুর্য্যে ও অবলীলাক্রমে বাম হস্তে গিরি ধারণ করায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত চিত্ত গোপগণ, গোধন, অন্য ধন ও মকটমণ্ডলী এবং ভৃত্য-পুরোহিতাদি সহিত সকলে স্বচ্ছন্দে গিরিগর্ত্তে প্রবেশ করিলেন।

—তথাহি শ্রীগর্গ-সংহিতায়—

জলৌঘমাগতং বীক্ষ্য ভগবাংস্তদ্গিরেরধঃ।
সুদর্শনং তথা শেষং মনসাজ্ঞাং চকার হ ॥
কোটিসূর্য্যপ্রভংচাদ্রেরূর্দ্ধং চক্রং সুদর্শনম্।
ধারাসম্পাতমপিবদগস্ত্য ইব মৈথিল ॥
অধোধস্তং গিরেঃ শেষঃ কুণ্ডলীভূতমাস্থিতঃ।
রুরোধ তজ্জলং দীর্ঘং যথা বেলা মহোদধিম্।

অনুবাদ ঃ—তখন সেই পর্ব্বতের তলদেশে রাশি রাশি বৃষ্টি-জল আসিতে দেখিয়া ভগবান্ সুদর্শন ও শেষনাগ অনন্তকে মনে মনে আদেশ করিলেন। হে মৈথিল! অগস্ত যেমন সাগর পান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোটি দিবাকরকান্তি সুদর্শনচক্র পর্ব্বতের ঊর্ব্বে ধারাকারে পতিত মেঘজল পান করিলেন; আর শেষনাগ স্বদেহ কুণ্ডলী করিয়া তলদেশে উপবেশন পূর্ব্বক বেলা যেরূপ সাগরজল অবরোধ করে, সেইরূপ বর্ষণজল রোধ করিয়া রহিলেন।

ক্ষুত্তৃড্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ ॥

অনুবাদ ঃ—ক্ষুধা তৃষ্ণার ব্যথা ও মুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মহাবিস্ময়ে সেই ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষমাণ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল যাবৎ গিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বস্থান হইতে একপদও বিচলিত হয়েন নাই। অথবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণার ব্যথা ও সুখাপেক্ষা বিসর্জ্জন করিয়া অবিচ্ছেদে সপ্তাহ

কাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বস্থান হইতে অনুমাত্রও বিচলিত হয়েন নাই।

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোহতিবিস্মিতঃ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ॥

অনুবাদ ঃ—এদিকে শ্রীকৃষ্ণের যোগানুভাব (স্বাভাবিক শক্তির প্রভাব) দর্শন করিয়া ইন্দ্র ভ্রষ্টসঙ্কল্প ও গর্ব্বশূন্য এবং অতি বিস্মিত হইয়া নিজ মেঘসকলকে বর্ষন করিতে বারণ করিয়াছিলেন।

খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষঞ্চ দারুণম্।
নিশাম্যোপরতং গোপান্ গোবর্দ্ধনধরোহব্রবীৎ॥

অনুবাদ ঃ—আকাশ মেঘশূন্য ও সূর্য্য উদিত হইয়াছেন এবং দারুণ বাত ও বৃষ্টি উপরত হইয়াছে দেখিয়া গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ গোপগণকে বলিলেন।

নির্যাত তজ্যত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ॥

অনুবাদ ঃ—হে গোপগণ! তোমরা এখন গোধন ও পুত্র-কলত্রসহ গিরিগর্ত্ত হইতে বহির্গত হও, আর ভয় নাই; বায়ু ও বর্ষণ নিবৃত্ত হইয়াছে, নদীসকলের জল বিগতপ্রায় হইয়াছে।

ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্।
শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ॥

অনুবাদ ঃ—তার পর সেই সকল গোপ শকটে দ্রব্য সামগ্রী বহন পূর্ব্বক স্ব স্ব গোধন গ্রহণ করিয়া নির্গত হইল এবং স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধগণ ধীরে ধীরে নির্গত হইয়াছিল।

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া॥

অনুবাদ ঃ—ভগবান্ ও তার পর দর্শনকারী সর্ব্বভূতসমক্ষে সেই পর্ব্বতকে স্বস্থানে পূর্ব্বের ন্যায় অবলীলাক্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন।

তং প্রেমবেগান্নিভৃতা ব্রজৌকসো যথা সমীয়ুঃ
পরিরম্ভণাদিভিঃ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মূদা দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ
সদাশিষঃ॥

অনুবাদ :—পরে ব্রজবাসিগণ প্রেমবেগে পূর্ণ হইয়া যথোচিত আলিঙ্গনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। আর গোপীগণ সস্নেহ পরমহর্ষে পূজা করিলেন ও দধি অক্ষত দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন।

যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ।
কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ॥

অনুবাদ :—যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং মহাবলরাম ইঁহারা স্নেহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

দিবি দেবগণাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণাঃ।
তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব॥

অনুবাদ ঃ—হে রাজন্! স্বর্গে দেবগণ, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব এবং চারণগণ তুষ্ট হইয়া স্তব ও পুষ্পবৃষ্টি মোচন করিয়াছিলেন।

———

ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

(তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তবিংশ অধ্যায়ে)

শ্রীইন্দ্র উবাচ

নমস্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীইন্দ্র বলিলেন—হে প্রভো! হে ভগবান্! আপনি ভগবান্ অন্তর্য্যামী, মহাত্মা, বাসুদেব, যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে নমস্কার করি।

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥

অনুবাদ ঃ—হে ভগবান্! আপনি নিজ ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে দেহ পরিগ্রহ করেন, অথবা নিজের ইচ্ছানুসারে আপনি দেহ পরিগ্রহ করেন, এবং আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, মায়া দ্বারা জগদ্রূপ এবং সকলের বীজস্বরূপ, অতএব সর্ব্বভূতের আপনি আত্মা, আপনাকে নমস্কার করি।

তথাহি শ্রীগর্গ-সংহিতায়

ইন্দ্র উবাচ

ত্বং দেবদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রভুঃ
পূর্ণঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ।
পরাৎপরস্ত্বং প্রকৃতেঃ পরো হরি-
র্ম্মাং পাহি পাহি ত্র্যপতে জগৎপতে ॥

অনুবাদ ঃ—ইন্দ্র বলিলেন,—আপনি দেবদেব, পরমেশ্বর, প্রভু, পূর্ণ, পুরাণ, পুরুষোত্তম; আপনি পরাৎপর, প্রকৃতির অতীত, স্বর্গপতি, জগৎপতি; হে হরে! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

দশাবতারো ভগবাংস্তমেব
রিরক্ষয়া ধর্ম্মগবাং শ্রুতেশ্চ।
অদ্যৈব জাতঃ পরিপূর্ণদেবঃ
কংসাদিদৈত্যেন্দ্রবিনাশনায়॥

অনুবাদ ঃ—আপনিই ধর্ম্ম গোগণ ও বেদের রক্ষার জন্য দশাবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন; সম্প্রতিও আপনি কংসাদি দৈত্যেন্দ্রগণের বধের জন্য পরিপূর্ণদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ত্বন্মায়য়া মোহিতচিত্তবৃত্তিং
মদোদ্ধতং হেলনভাজনং মাম্।
পিতেব পুত্রং ক্ষ্যপতে ক্ষমস্ব
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

অনুবাদ ঃ—আপনার মায়ায় আমার মনোবৃত্তি মোহপন্ন হইয়াছে, আমি মদোদ্ধত হইয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছি, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! হে স্বর্গপতি! পিতা যেরূপ পুত্রকে ক্ষমা করেন, তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

পরিক্রমা চলাবস্থায় কয়েকটি কীর্ত্তন

১. শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ।

২. শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে-গোবিন্দ।

৩. হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

৪. গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল……রাধারমণ হরি গোবিন্দ বল।

৫. রাধে ···রাধে।

রাধে রাধে……রাধে রাধে।

রাধে রাধে……শ্যাম রাধে (ইত্যাদি)।

শ্রীশ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্য

(তথাহি শ্রীগিরিরাজ মাহাত্ম্য গ্রন্থে)

স্পৃশতি যদি কদাচিচ্ছ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
সকৃদপি গিরিরাজস্যৈকমূর্ত্তিঃ ক্বচিদ্ যঃ।
দ্বিজসুরনরঘাতী তস্করো বান্তকালে
ব্রজতি স হরিলোকং স্বেষ্টদাসত্বমাপ্য ॥

অনুবাদ :—যে কোন ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অথবা অশ্রদ্ধা করিয়া শ্রীগিরিরাজ মহারাজের এক মূক্তির কখনও কোথাও একবার মাত্র স্পর্শ করে, সেই ব্যক্তি যদি ব্রহ্মঘাতী, দৈবঘাতী, নরঘাতী বা চৌর্য্যকর্ম্মে রত হইলেও অন্তকালে স্বীয় উপাস্যদেবের দাসত্ব লাভ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীগর্গ-সংহিতায়
গিরিরাজ খণ্ডে দশম অধ্যায়ে
শ্রীনারদ উবাচ

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মহাপাপং প্রণশ্যতি ॥

অনুবাদ :—শ্রীনারদ বলিলেন,—এবিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণমাত্রে মহাপাপ-বিনষ্ট হয়।

বিজয়ো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্গোতমীতীরবাসকৃৎ।
অযযৌ স্বমৃণং নেতুং মথুরাং পাপনাশিনীম্ ॥

অনুবাদ :—গোমতীতীরে বিজয় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি নিজ ঋণগ্রহণার্থ পাপনাশিনী মথুরায় আগমন করেন।

কৃত্বা কার্য্যং গৃহং গচ্ছন্ গোবর্দ্ধনতটীং গতঃ।
বর্ত্তুলং তত্র পাষাণং চৈকং জগ্রাহ মৈথিল ॥
শনৈঃ শনৈর্বনোদ্দেশে নির্গতো ব্রজমণ্ডলাৎ।
অগ্রে দদর্শ চায়ান্তং রাক্ষসং ঘোররূপিণম্ ॥
হৃদয়ে চ মুখং যস্য ত্রয়ঃ পাদা ভুজাশ্চ ষট্।
হস্তত্রয়ঞ্চ স্থূলোষ্ঠো নাসা হস্তসমুন্নতা ॥
সপ্তহস্তা ললজ্জিহ্বা কণ্টকাভাস্তনূরুহাঃ।
অরুণে অক্ষিণী দীর্ঘে দন্তা বক্রা ভয়ঙ্করাঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণো রাজন্ কম্পিতাবয়বো ভৃশম্।
তত্রাস্থিতোঽভূদ্রুদিতো ন সমক্ষঃ পলায়িতুম্।
রাক্ষসো ঘুর্ঘুরং শব্দং কৃত্বা চাপি বুভুক্ষিতঃ।
আযযৌ সম্মুখে রাজন্ ব্রাহ্মণস্য স্থিতস্য চ ॥

অনুবাদ ঃ—হে মৈথিল! তিনি স্বকার্য্য সাধনান্তে গৃহে যাইতে যাইতে গোবর্দ্ধনতটে উপনীত হন এবং তথা হইতে বর্ত্তুলাকার একখণ্ড শিলা গ্রহণ করত বনপথে ব্রজমণ্ডল হইতে ধীরে ধীরে বহির্গমন করেন। তিনি সম্মুখে সমাগত এক ঘোররূপী রাক্ষস দর্শন করিলেন; ঐ রাক্ষসের হৃদয়ে মুখ, তিনখানি পদ, ছয় বাহু, ওষ্ঠ হস্তত্রয় পরিমিত স্থূল, নাসিকা এক হাত উন্নত, লোল রসনা সপ্তহস্তমিত, লোম সকল কণ্টকবৎ, নয়ন অরুণবর্ণ এবং দন্ত সকল বক্র ও ভয়ঙ্কর হে রাজন্! তদ্দর্শনে অত্যন্ত কম্পিত কলেবর পলায়নে অপারগ ব্রাহ্মণ বসিয়া পড়িলেন, তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য রাক্ষস ঘুর্ঘুর শব্দ করিয়া সম্মুখে আগমন করিল।

গিরিরাজোদ্ভবেনাসৌ পাষাণেন জঘান তম্ ।
গিরিরাজশিলাস্পর্শাত্ত্যক্ত্বাসৌ রাক্ষসীং তনুম্ ॥
পদ্মপত্রবিশালাক্ষঃ শ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ ।
বনমালী পীতবাসা মুকুটী কুণ্ডলান্বিতঃ ॥
বংশীধরো বেত্রহস্তঃ কামদেব ইবাপরঃ ।
ভূত্বা কৃতাঞ্জলিবিপ্রং প্রণনাম মুহুর্ম্মুহুঃ ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধন জাত সেই পাষাণ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন, সে গিরিরাজশিলাঘাতে রাক্ষসী তনু ত্যাগ করিয়া পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র শ্যামসুন্দর দেহ বনমালী পীতবাসা মুকুট কুণ্ডলমণ্ডিত বংশীধর বেত্রকর সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় কামদেবের মত হইয়া করজোড়ে দ্বিজকে মুহুর্ম্মুহু প্রণাম করিল।

সিদ্ধ উবাচ

ধন্যস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরত্রাণপরায়ণঃ ।
ত্বয়া বিমোচিতোহহং বৈ রাক্ষসত্বান্মহামতে ॥
পাষাণস্পর্শমাত্রেণ কল্যাণং মে বভূব হ ।
ন কোঽপি মাং মোচয়িতুং সমর্থো হি ত্বয়া বিনা ॥

অনুবাদ ঃ—সিদ্ধ বলিলেন, –হে মহামতে! তুমি পরত্রাণ-পরায়ণ, অতএব ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ও ধন্য, আমি তোমা-কর্ত্তৃক রাক্ষসত্ব হইতে বিমুক্ত হইলাম। পাষাণ স্পর্শমাত্রেই আবার মহা মঙ্গল হইয়াছে, তুমি ভিন্ন আমায় মুক্ত করিতে কেহই সমর্থ নহে।

ব্রাহ্মণ উবাচ

বিস্মিতস্তব বাক্যেহহং ন ত্বাং মোচয়িতুং ক্ষমঃ ।
পাষাণস্পর্শনফলং ন জানে বদ সুব্রত ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি তোমার বাক্যে বিস্মিত, তোমাকে মুক্ত করিবার শক্তি আমার নাই; পাষাণ-স্পর্শের ফল আমি বিদিত নহি, হে সুব্রত! তুমি তাহা বল।

সিদ্ধ উবাচ

গিরিরাজো হরে রূপং শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃথার্থতাম্॥
গন্ধমাদনযাত্রায়াং যৎফলং লভতে নরঃ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং গিরিরাজস্য দর্শনে॥

অনুবাদ ঃ—সিদ্ধ বলিলেন,—শ্রীমান্ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-গিরি হরির রূপান্তর, তাঁহার দর্শনমাত্রে মানব কৃতার্থতা লাভ করে। মানব গন্ধমাদন যাত্রায় যে ফল লাভ করে, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শনে তাহার কোটিগুণ ফললাভ হয়।

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কেদারে যত্তপঃফলম্।
তচ্চ গোবর্দ্ধনে বিপ্র ক্ষণেন লভতে নরঃ॥
মলয়াদ্রৌ স্বর্ণভারদানস্যাপি চ যৎ ফলম্।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং গিরিরাজে হি মাসিকম্॥

অনুবাদ ঃ—কেদারে পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যায় যে ফল, হে বিপ্র! মানব ক্ষণমাত্রে তাহা গোবর্দ্ধনে লাভ করিতে পারে। মলয়াচলে এক ভার সুবর্ণদানে যে ফল, গোবর্দ্ধনে একমাস মাত্র বাস করিলে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হয়।

পর্ব্বতে মঙ্গলপ্রস্থে যো দদ্যাদ্ধেমদক্ষিণাম্।
স যাতি বিষ্ণুসারূপ্যং যুক্তঃ পাপশতৈরপি॥
তৎপদং হি নরো যাতি গিরিরাজস্য দর্শনাৎ।
গিরিরাজসমং পুণ্যমন্যত্তীর্থং ন বিদ্যতে॥

ঋষভাদ্রৌ কূটকাদ্রৌ কোলকাদ্রৌ তথা নরঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গযুক্তানাং গবাং কোটীর্দদাতি যঃ॥
মহাপুণ্যং লভেৎ সোঽপি বিপ্রান্ সম্পূজ্য যত্নতঃ
তস্মাল্লক্ষগুণং পুণ্যং গিরৌ গোবর্দ্ধনে দ্বিজ॥

অনুবাদ ঃ—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মঙ্গলপ্রস্থ নামক স্থানে যে ব্যক্তি সুবর্ণ দক্ষিণা দান করে, সে শতপাপযুক্ত হইলেও বিষ্ণু-সারূপ্য প্রাপ্ত হয়; আর গিরিরাজ দর্শনে বিষ্ণুপদ লাভ হইয়া থাকে। গিরিরাজের তুল্য পবিত্র অন্য তীর্থ নাই। এইরূপ ঋষভ পর্ব্বত, কূটক পর্ব্বত ও কোলক পর্ব্বতে যে মানব সুবর্ণ-শৃঙ্গযুক্ত কোটি গোদান করে, এবং যত্নপূর্ব্বক বিপ্রগণের পূজা করে, তাহার মহাপুণ্য হয়, হে দ্বিজ! তাহা হইতেও লক্ষগুণ পুণ্য গোবর্দ্ধন গিরিতে লাভ হইয়া থাকে।

ঋষ্যমূকস্য সহ্যস্য তথা দেবগিরেঃ পুনঃ।
যাত্রায়াং লভতে পুণ্যং সমস্তায়া ভুবঃ ফলম্॥
গিরিরাজস্য যাত্রায়াং তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্।
গিরিরাজসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥
শ্রীশৈলে দশবর্ষাণি কুণ্ডে বিদ্যাধরে নরঃ।
স্নানং করোতি সুকৃতী শতযজ্ঞফলং লভেৎ॥
গোবর্দ্ধনে পুচ্ছকুণ্ডে দিনৈকং স্নানকৃন্নরঃ।
কোটিযজ্ঞফলং সাক্ষাৎ পুণ্যমেতি ন সংশয়ঃ॥

অনুবাদ ঃ—ঋষ্যমূক, সহ্য এবং দেবগিরি এমন কি সমস্ত পৃথিবী যাত্রায় যে পুণ্য ফল, একমাত্র গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যাত্রায় তাহার কোটিগুণ ফললাভ হয়। গিরিরাজের সমান তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না। সুকৃতী মানব শ্রীপর্ব্বতের বিদ্যাধর কুণ্ডে দশ বর্ষ স্নান করিয়া শত যজ্ঞের ফল লাভ করে, কিন্তু

গোবর্দ্ধনের পুচ্ছকুণ্ডে মানব একদিন মাত্র স্নান করিয়া সেই ফল ও কোটি যজ্ঞের পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই।

বেঙ্কটাদ্রৌ বারিধারে মহেন্দ্রে বিন্ধ্যপর্ব্বতে।
যজ্ঞং কৃত্বা হ্যশ্বমেধং নরো নাকপতির্ভবেৎ।
গোবর্দ্ধনেঽস্মিন্ যো যজ্ঞং কৃত্বা দত্ত্বা সুদক্ষিণাম্।
নাকে পদং সংবিধায় স বিষ্ণোঃ পদমাব্রজেৎ॥

অনুবাদ ঃ—বেঙ্কট, বারিধার, মহেন্দ্র ও বিন্ধ পর্ব্বতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া নর ইন্দ্র হয়; আর এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া উত্তম দক্ষিণাদানে ইন্দ্রপদ ভোগ করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চিত্রকূটে পয়স্বিন্যাং শ্রীরামনবমীদিনে।
পারিযাত্রে তৃতীয়ায়াং বৈশাখস্য দ্বিজোত্তমঃ॥
কুকুরাদ্রৌ চ পূর্ণায়াং নীলাদ্রৌ দ্বাদশীদিনে।
ইন্দ্রকীলে চ সপ্তম্যাং স্নানং দানং তপঃক্রিয়াঃ॥
তৎসর্ব্বং কোটিগুণিতং ভবতীত্থং হি ভারতে।
গোবর্দ্ধনে তু তৎ সর্ব্বমনন্তং জায়তে দ্বিজ।

অনুবাদ ঃ হে দ্বিজোত্তম! শ্রীরাম নবমীদিনে চিত্রকূটের পয়স্বিনীতে, বৈশাখের শুক্ল তৃতীয়ায় পারিযাত্রে, পূর্ণিমায় কুকুর পর্ব্বতে, দ্বাদশীদিনে নীলাচলে এবং সপ্তমীতে ইন্দ্রকালে যে স্নান, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া, ভারতের এইরূপই পুণ্যপ্রভাব যে, তৎসমস্ত কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়; আর হে দ্বিজ! গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তৎসমস্ত অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

গোদাবর্য্যাং গুরৌ সিংহে মায়াপুর্য্যান্তু কুম্ভগে।
পুষ্করে পুষ্যনক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে॥
চন্দ্রগ্রহে তু কাশ্যাং বৈ ফাল্গুনে নৈমিষে তথা।
একাদশ্যাং শূকরে চ কার্ত্তিক্যাং গণমুক্তিদে॥
জন্মাষ্টম্যাং মধোঃ পুর্য্যাং খাণ্ডবে দ্বাদশীদিনে।
কার্ত্তিক্যাং পুর্ণিমায়ন্তু বটেশ্বরমহাবটে॥

মকরার্কে প্রয়াগে তু বহিষ্মত্যাং হি বৈধৃতৌ।
অযোধ্যাসরযূরতীরে শ্রীরামনবমীদিনে।
এবং শিবচতুর্দ্দশ্যাং বৈজনাথশুভে বনে।
তথা দর্শে সোমবারে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥
দশম্যাং সেতুবন্ধে চ শ্রীরঙ্গে সপ্তমীদিনে।
এষু দানং তপঃ স্নানং জপো দেবদ্বিজার্চ্চনম্॥
তৎসর্ব্বং কোটিগুণিতং ভবতীহ দ্বিজোত্তম।
তর্ত্তুলং পুণ্যমাপ্নোতি গিরৌ গোবর্দ্ধনে বরে॥

অনুবাদ ঃ—গোদাবরীতে সিংহরাশিগত বৃহস্পতিতে, হরিদ্বারে কুম্ভস্থ বৃহস্পতিতে, পুষ্করে পুষ্যানক্ষত্রে, কুরুক্ষেত্রে, সূর্য্য-গ্রহণে, কাশীতে চন্দ্রগ্রহণে, নৈমিষারণ্যে, ফাল্গুনমাসে, শূকরতীর্থে একাদশীতে, গণমুক্তিদে কার্ত্তিক মাসে, মথুরায় জন্মাষ্টমীতে, খাণ্ডবে দ্বাদশীদিনে, বটেশ্বর-মহবটে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়, প্রয়াগে মকরার্কে, বহিষ্মতীতে বৈধৃতিযোগ, অযোধ্যার সরযূতীরে শ্রীরামনবমী দিনে, বৈদ্যনাথের শুভবনে চতুর্দ্দশীতে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সোমবারে অমাবস্যায়, সেতুবন্ধে দশমীদিনে, শ্রীরঙ্গে সপ্তমীদিনে—হে দ্বিজোত্তম! এ সকলে দান, তপ, স্নান, জপ, দেব ও দ্বিজপূজা সমস্তই কোটিগুণ ফলপ্রদ; আর ঐ সমস্তের তুল্যফল একমাত্র গিরিবর গোবর্দ্ধনে লাভ হইয়া থাকে।

গোবিন্দকুণ্ডে বিশদে যঃ স্নাতি কৃষ্ণমানসঃ।
প্রাপ্নোতি কৃষ্ণসারূপ্যং মৈথিলেন্দ্র ন সংশয়॥
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
মানসীগঙ্গয়া তুল্যানি ভবন্ত্যত্র নো গিরৌ।

ত্বয়া বিপ্রকৃতং সাক্ষাদিগরিরাজস্য দর্শনম্ ।
স্পর্শমঞ্চ ততঃ স্নানং ন ত্বত্তোঽপ্যধিকো ভুবি ॥
ন মন্যসে চেন্মাং পশ্য মহাপাতকিনং পরম্ ।
গোবর্দ্ধনশিলাস্পর্শাৎ কৃষ্ণসারূপ্যতাং গতম্ ॥

অনুবাদ ঃ—হে মৈথিলেন্দ্র ! যে মানব কৃষ্ণমনা হইয়া গোবর্দ্ধনের বিশদ গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করে, তাহার কৃষ্ণসারূপ্য লাভ হয়, সংশয় নাই। সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞফল গোবর্দ্ধনের একমাত্র মানসী গঙ্গার পুণ্যফলের তুল্য নহে। হে দ্বিজ ! তুমি সাক্ষাৎ গিরিরাজের দর্শন, স্পর্শন ও তথায় স্নান করিয়াছ, তোমা হইতে ভূতলে শ্রেষ্ঠ কেহ নহে ; ইহা যদি না মান, তবে অত্যন্ত মহাপাপী আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর ; আমি গোবর্দ্ধন প্রস্তর স্পর্শে কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

সাধু গুরু বৈষ্ণবের স্মরিয়া চরণ।
পরিক্রমা নামে গ্রন্থ হল সমাপন ॥
অজ্ঞান অধম মুঞি নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান।
গিরিরাজ হয় কৃষ্ণ ইথে নাহি আন ॥
তথাপি লোভেতে করি তাহার বর্ণন।
ভুল ত্রুটি ক্ষমা কর জেনে অভাজন ॥
দৈন্যতা না করি আমি সত্য নিবেদন।
স্বরূপকে জানিও পদরজের মতন ॥
জয় জয় গিরিরাজ জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় গৌরভক্ত যত যত জন ॥

সমাপ্ত

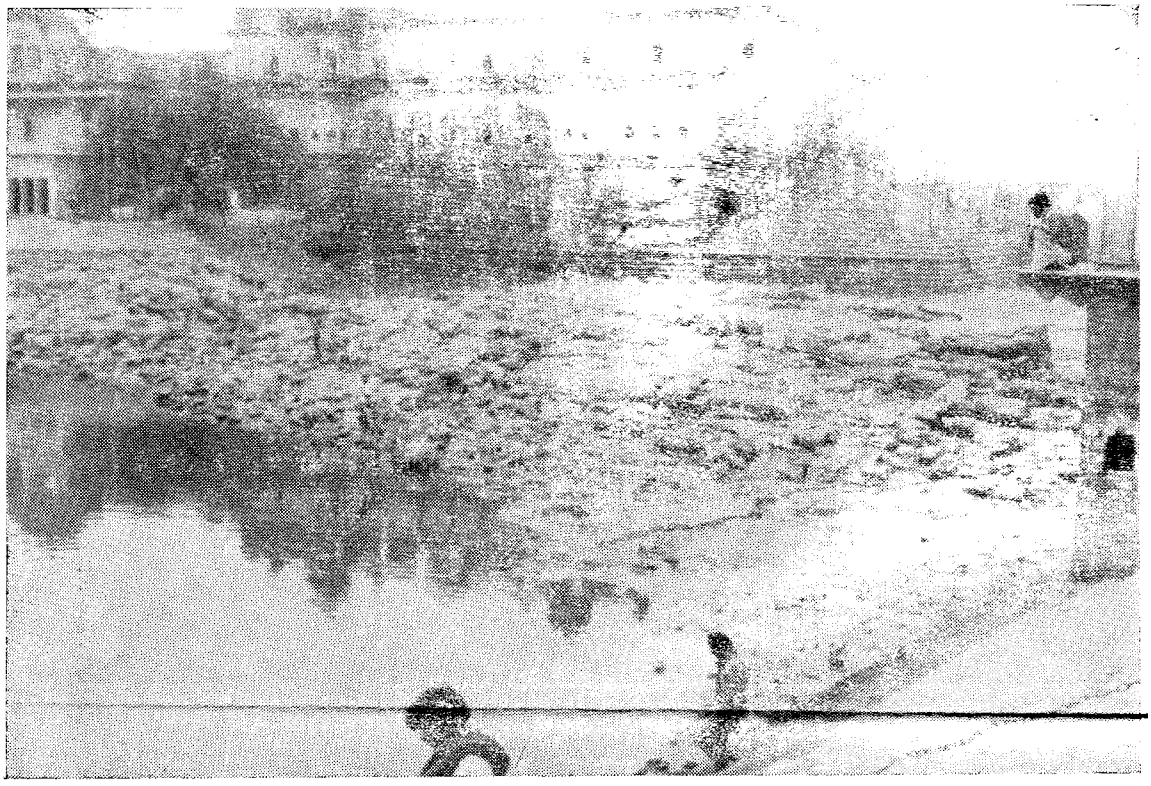

মানসী গঙ্গা

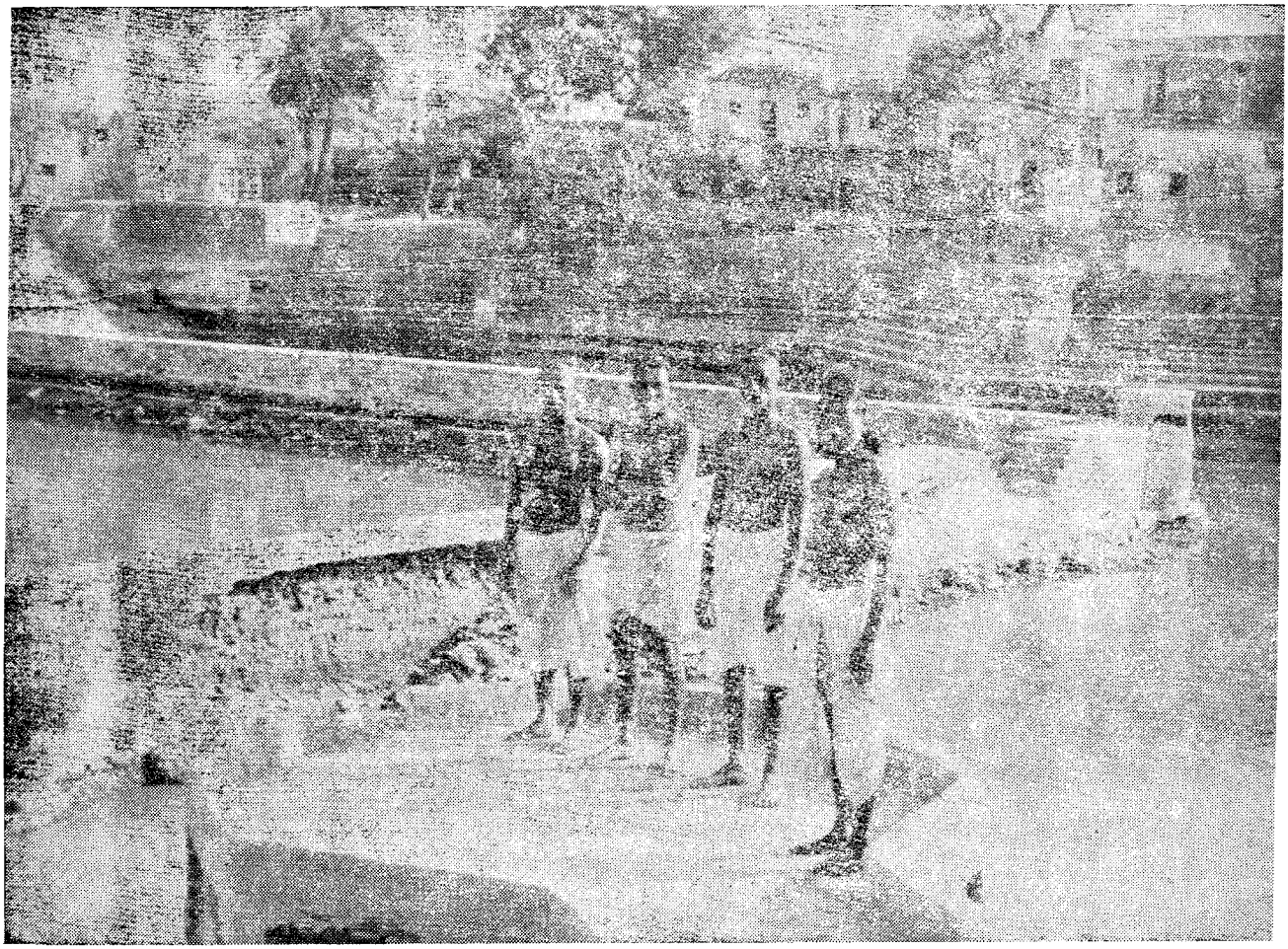

ব্রজনাভ কুণ্ড শ্রীশ্যামকুণ্ড

কংকন কুণ্ড শ্রীরাধাকুণ্ড